NARSINGHA
ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com
একদিন
EKDIN
এগিয়ে চলার সঙ্গী

৪ বাংলাদেশের সাম্প্রতিক ঘটনা নিয়ে বিশ্লেষণ 'অতঃকিম বাংলাদেশ'
ডায়মন্ড হারবারে এবার তৈরি করা হবে পুরাতন কেল্লার রেপ্লিকা ৭

কলকাতা ৮ অগস্ট ২০২৪ ২৩ শ্রাবণ ১৪৩১ বৃহস্পতিবার অষ্টাদশ বর্ষ ৬০ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 8.8.2024, Vol.18, Issue No. 60 8 Pages, Price 3.00

অরাজকতার আরেক নাম
বাংলাদেশ
আওয়ামী লীগের উপর হিংসা চলছেই, উদ্ধার হল আরও ২৯ জনের মৃতদেহ

ঢাকা, ৭ অগস্ট: বাংলাদেশ জুড়ে আরজকতা। শেখ হাসিনার দেশ ত্যাগের পর থেকে চলছে আওয়ামি লিগ নিধন যজ্ঞ। সোম ও মঙ্গলবার মিলিয়ে গোটা দেশ থেকে অন্তত ২৯ জন আওয়ামী লীগ নেতা ও তাঁদের পরিবারবর্গের লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। এর মধ্যে সাতক্ষীরা জেলাতেই হিংসার বলি হয়েছেন অন্তত ১০ জন। সোমবার থেকে বাংলাদেশ জুড়ে হিংসার ঘটনায় বহু আওয়ামী লীগ কর্মী ও সমর্থক নিহত হয়েছেন। কোথাও ঘরে আগুন লাগিয়ে দিয়ে চলছে লুটতরাজ। রেহাই পাচ্ছেন না শেখ হাসিনার দলের কর্মীদের পরিবারও। বুধবার আওয়ামী লীগের আরও ২৯ জন নেতা-কর্মীর দেহ উদ্ধার হয়েছে।

দ্য ঢাকা ট্রিবিউনের খবরে বলা হয়েছে, হত্যার পাশপাশি, বেশ কয়েকজন আওয়ামী লীগ নেতার ঘরবাড়ি, ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান, দোকান ভাঙচুর করা হয়েছে। লুঠপাট করা হয়েছে। কুমিল্লা জেলাতেও অন্তত ১১ জন আওয়ামী লীগ নেতা-কর্মী নিহত হয়েছেন। এর মধ্যে রয়েছে প্রাক্তন কাউন্সিলর মহম্মদ শাহ আলমের বাড়িতে হামলার ঘটনা।

২১টি ক্ষতবিক্ষত মৃতদেহ

কোথাও সেতু থেকে ঝুলছে মৃতদেহ, কোথাও হোটেলেই পুড়িয়ে খুন! ঢাকা মেডিক্যালে আনা হয়েছে আরও ২১টি ক্ষতবিক্ষত মৃতদেহ। নিহতদের মধ্যে রয়েছেন ৪ পুলিশ কর্মী। ৩ দিনে ঢাকা মেডিক্যালে আনা হয়েছে ৬৯টি মৃতদেহ।

ইসকনের একাধিক মন্দিরে হামলা

বাংলাদেশে ইসকনের একাধিক মন্দিরে হামলা। চরম আতঙ্কে রয়েছেন ভক্তরা। অনেকেই মন্দির ছেড়ে পালিয়েছেন। ঘটনা নিয়ে উদ্বেগপ্রকাশ ইসকনের মুখপাত্রের।

জেল ভেঙে পালাল ৫০ জন বন্দি

সেনার অধীনেও নৈরাজ্য বহাল বাংলাদেশে। এবার কুষ্টিয়ায় জেল ভেঙে পালাল অন্তত ৫০ জন বন্দি। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে চলল গুলি। তবে অস্ত্র লুঠ হয়নি বলে দাবি জেল কর্তৃপক্ষের।

সোমবার রাতেই তাঁর তিনতলা বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দিয়েছিল দুর্বৃত্তরা। মঙ্গলবার ভোরে, ওই বাড়িটি থেকে মোট ১১টি লাশ উদ্ধার করা হয়। তার মধ্যে পাঁচজন ছিল নাবালক-নাবালিকা। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, সোমবার রাতে হামলার সময় শাহ আলমের বাড়ির লোকজন ভয়ে বাড়ির তৃতীয় তলায় উঠে গিয়েছিলেন। উত্তেজিত জনতা বাড়ির নীচতলায় আগুন ধরিয়ে দেয়। তৃতীয় তলায় যাঁরা আশ্রয় নিয়েছিলেন, ওই আগুনের ধোঁয়াতেই প্রথমে সংজ্ঞা হারান। পরে, আগুনে পুড়ে মৃত্যু হয় তাঁদের। এই হামলায় আরও ১০ জন আহত হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে একজন আইসিইউতে ভর্তি। তাঁর অবস্থা আশঙ্কাজনক।

মঙ্গলবার আওয়ামী লীগ সাংসদ শফিকুল ইসলাম শিমুলের নাটোরের বাড়িতেও আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। ওই ঘটনায় চারজনের মৃত্যু হয়েছে। বাড়ির ছাদে একটি, তৃতীয় তলার ব্যালকনিতে একটি ও দ্বিতীয় তলার একটি ঘরে আরও দুটি লাশ পড়েছিল। তার আগে সোমবার লালমনিরহাটে, আওয়ামী লীগের জেলা শাখার যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক, সুমন খানের বাড়ি থেকেও ছয়জনের লাশ উদ্ধার করা হয়েছিল।

আন্দোলনকারীদের রোষ থেকে বাদ যাচ্ছেন না আওয়ামী লীগের যুব শাখা যুবলিগের নেতারাও। ঢাকা ট্রিবিউন জানিয়েছে, সোনাগাজী উপজেলার এক সেতুর নীচ থেকে উদ্ধার করা হয়েছে যুবলীগ নেতা, মুশফিকুর রহিমের লাশ। বগুড়ায় যুবলীগের দুই নেতাকে কুপিয়ে খুন করা হয়েছে। এর পাশাপাশি, আন্দোলনকারীদের আড়ালে লুকিয়ে থাকা ধর্মান্ধদের হামলার মুখে পড়েছে বাংলাদেশি সংখ্যালঘুরাও। দেশ জুড়ে, শয়ে শয়ে হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের বাড়িঘর ও ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানে ভাঙচুর করা হয়েছে এবং আগুন লাগানো হয়েছে বলে খবর। এই বিষয়টি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন ভারতীয় বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্করও। সেনাপ্রধান, ছাত্রনেতা এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতাদের বরবার আহ্বানের পরও, বাংলাদেশে হিংসা, হত্যা, ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগ থামছে না।

১০০ গ্রামে স্বপ্নভঙ্গ ১৩০ কোটির!
ভিনেশকে বাতিলের ঘটনায় উত্তাল সংসদ

নয়াদিল্লি, ৭ অগস্ট: প্যারিস অলিম্পিক্সের ফাইনালে পৌঁছে যাওয়ার পর ভিনেশ ফোগাটকে বাতিল করে দেওয়া হয়েছে। বিশ্ব কুস্তি সংস্থায় এর বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছে ভারতীয় অলিম্পিক্স অ্যাসোসিয়েশন (আইওএ)। বুধবার সংসদে এমনটাই জানালেন কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রী মনসুখ মাণ্ডব্য। লোকসভায় তিনি ভিনেশের ঘটনা ব্যাখ্যা করেন। সঙ্গে জানান, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি আইওএ-কে এ বিষয়ে পদক্ষেপের নির্দেশ দিয়েছেন। তবে তাঁর বিবৃতিতে সন্তুষ্ট হতে পারেনি বিরোধীরা। তাঁর কাছে ব্যাখ্যা চাওয়া হয়েছিল। না পাওয়ায় লোকসভা থেকে ওয়াক আউট করেন 'ইন্ডিয়া'র সাংসদেরা।

মহিলাদের ৫০ কেজি বিভাগের কুস্তিতে ফাইনালে উঠেছিলেন ভিনেশ। মঙ্গলবারই জিতে ফাইনালে ওঠেন। কিন্তু বুধবার সকালে তাঁর ওজন ৫০ কেজি থেকে প্রায় ১০০ গ্রাম বেশি বলে জানা যায়। তখনই প্রতিযোগিতা থেকে নির্বাসিত করা হয় ভারতীয় কুস্তিগিরকে।

এই ঘটনার ব্যাখ্যা করে সংসদে ক্রীড়ামন্ত্রী বলেন, '১০০ গ্রাম ওজন বেশি থাকার কারণে ভারতীয় কুস্তিগির ভিনেশ ফোগাটকে বাতিল করে দেওয়া হয়েছে। ভিনেশ ৫০ কেজি বিভাগে খেলছিলেন। বিশ্ব কুস্তি সংস্থার নিয়ম অনুযায়ী, প্রতি দিন সকালে প্রতি বিভাগের খেলোয়াড়দের ওজন মেপে দেখা হয়। বুধবার ভিনেশের ওজন মেপে দেখা যায়, ৫০ কেজি ১০০ গ্রাম। তাঁর খেলা বাতিল করে দেওয়া হয়।' তিনি আরও বলেন, 'আন্তর্জাতিক অলিম্পিক্স কমিটির কাছে এর তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছে ভারতীয় অলিম্পিক্স অ্যাসোসিয়েশন। আইওএ-র প্রেসিডেন্ট পিটি ঊষা প্যারিসে রয়েছেন। ফোনে তাঁর সঙ্গে কথা বলেছেন প্রধানমন্ত্রী। উপযুক্ত পদক্ষেপের নির্দেশ দিয়েছেন তিনি।' ভিনেশকে সরকারের তরফ থেকে সব রকম সাহায্য এবং সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হয়েছিল বলেও সংসদে উল্লেখ করেছেন মনসুখ।

ক্রীড়ামন্ত্রীর এই বিবৃতির ব্যাখ্যা চায় সংসদে উপস্থিত বিরোধীরা। ব্যাখ্যা না পেয়ে বিরোধী জোট 'ইন্ডিয়া'র সদস্যেরা লোকসভা থেকে ওয়াক আউট করেন।

আশাহত কিন্তু পাশে থাকার বার্তা প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ৭ অগস্ট: স্বপ্ন ছিল সোনার পদক আনার। কিন্তু তীরে এসে তরী ডুবল। অলিম্পিক্স থেকে ছিটকে গেলেন ভিনেশ ফোগাট। মাত্র ১০০ গ্রাম ওজন বেড়ে যাওয়ার জন্য প্যারিস অলিম্পিক্সের ৫০ কেজি ফ্রি-স্টাইল কুস্তির ফাইনাল থেকে ছিটকে গেলেন ভিনেশ ফোগাট। অলিম্পিক্স অ্যাসোসিয়েশনের তরফে এই ঘোষণা করার পরই দেশ জুড়ে শোরগোল পড়ে গিয়েছে। দুঃখ প্রকাশ করেছেন খোদ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। একইসঙ্গে তাঁর মনোবল বাড়িয়ে, পাশে থাকার বার্তাও দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী মোদি। এ দিন প্যারিস অলিম্পিক্সের ফাইনাল রাউন্ড থেকে ছিটকে যাওয়ার খবর পাওয়ার পরই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এক্স হ্যান্ডলে পোস্ট করে বলেন, 'ভিনেশ, তুমি চ্যাম্পিয়নের চ্যাম্পিয়ন! তুমি দেশের গর্ব এবং প্রতিটি ভারতীয়ের কাছে অনুপ্রেরণা। আজকের ধাক্কাটা বেদনাদায়ক। আমি কী অনুভব করছি, তা যদি শব্দে বোঝাতে পারতাম...।' প্রধানমন্ত্রী আরও লেখেন, 'একই সময়ে আমি জানি, তুমি সহনশীলতার প্রতীক। মুখোমুখি চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করাই তোমার স্বভাব। আরও শক্তি নিয়ে ফিরে আসো তুমি! আমরা সবাই তোমার জন্য প্রার্থনা করছি।'

'সব চেষ্টা করা হয়েছে'

নিজস্ব প্রতিবেদন: প্যারিস অলিম্পিক্স থেকে ভারতীয়দের জন্য সবচেয়ে আলোড়ন ফেলা খবর ভিনেশ ফোগাটের বাতিল হয়ে যাওয়া। মঙ্গলবার রুপো নিশ্চিত করেন হরিয়ানার মেয়ে। ৫০ কেজি ফ্রি স্টাইল কুস্তিতে বুধবার ফাইনালে নামার কথা ছিল বিনেশের। কিন্তু মঙ্গলবার ৩টি বাউটের শেষে ভিনেশের ২কেজি ওজন বেড়ে যায়। সারা রাত না ঘুমিয়ে, সাইক্লিং, জগিং ও আরও যা যা করে ওজন কমানো যায় তা করেন ভিনেশ। কিন্তু সকালে তাঁর ওজন মাপার সময় দেখা যায় ৫০ কেজি ১০০ গ্রাম। এরপরই তিনি অলিম্পিক্স থেকে বাতিল হয়ে যান। ইন্ডিয়ান অলিম্পিক্স অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে বিনেশের বাতিল হয়ে যাওয়া নিয়ে আবেদন করা হয়। আইওএর প্রেসিডেন্ট পিটি ঊষা জানান, সব চেষ্টা করা হয়েছে। বিশ্ববাসী এই মুহূর্তে তাঁকে নিয়ে চিন্তিত। এখন কেমন আছেন বিনেশ ফোগাট? তাঁর সঙ্গে কথা হয়েছে আইওএর প্রেসিডেন্ট পিটি ঊষার। তিনি জানিয়েছেন, প্যারিসে থাকা ভারতীয় টিম তাঁর পাশে রয়েছে। ইন্ডিয়ান অলিম্পিক্স অ্যাসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট পিটি ঊষা বলেন, 'অলিম্পিকে ভিনেশ ফোগাটের বাতিল হওয়ার খুবই চমকের। আমি অলিম্পিক্স গেমস ভিলেজের পলিক্লিনিকে ভিনেশের সঙ্গে দেখা করেছি। আইওএ-র পক্ষ থেকে যে সবরকম ভাবে ওকে সমর্থন করা হবে সেটা আমি আশ্বস্ত করেছি। ভারত সরকার এবং দেশবাসীর ওর পাশে রয়েছে।'

আজই অন্তর্বর্তী সরকার গঠন, রাতেই শপথ নেবেন ইউনূস

ঢাকা, ৭ অগস্ট: আজই বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকার গঠিত হবে, সাংবাদিক বৈঠকে জানিয়ে দিলেন সেনাপ্রধান ওয়াকার-উজ-জামান। তিনি জানিয়েছেন, বৃহস্পতিবার দুপুরে বাংলাদেশে ফিরবেন মুহাম্মদ ইউনূস। তাঁকেই প্রধান করে অন্তর্বর্তী সরকার গঠনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। বৃহস্পতিবার রাত ৮টা নাগাদ অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান হিসাবে শপথ নিতে পারেন ইউনূস।

সাংবাদিক বৈঠকে বাংলাদেশের সেনাপ্রধান বলেন, 'ইউনূস বৃহস্পতিবার দুপুরে আসবেন। আমরা সকলে তাঁকে সরকার গড়তে সাহায্য করব। আশা করছি, সব ভাল হবে। আমরা এখন চমৎকার পরিবেশে কাজ করছি। আপনারা কেউ গুজবে কান দেবেন না। নিজেরাও গুজব ছড়াবেন না।' সরকার গঠন প্রসঙ্গে সেনাপ্রধান আরও বলেন, 'বৃহস্পতিবারই যাতে সরকার গঠিত হতে পারে, আমরা তার যথাসাধ্য চেষ্টা করছি। ইউনূস দুপুর ২.১০ নাগাদ দেশে আসবেন। ৪০০ জনের উপস্থিতিতে রাত ৮টা নাগাদ সরকারের শপথগ্রহণ হতে পারে।' হাসিনা সরকারের পতনের পর বাংলাদেশ জুড়ে অরাজকতা শুরু হয়েছে। দেশের পুলিশ কর্মবিরতির ডাক দিয়েছে। সে প্রসঙ্গে সেনাপ্রধান বলেছেন, 'পুলিশের পুনর্গঠনের কাজ চলছে। আশা করি, পুলিশের মনোবল ফিরবে। তারা দায়িত্ব পালন করবে। সেনাবাহিনী সর্বদা জনগণের পাশে রয়েছে। আমরা সকলে মিলে কাজ করব এবং সুন্দর ভবিষ্যৎ দেশকে উপহার দেব।'

দেশের বিভিন্ন অংশে পুলিশের অনুপস্থিতিতে চুরি-ডাকাতির ঘটনা ঘটছে বলে অভিযোগ। সে প্রসঙ্গে সেনাপ্রধানকে প্রশ্ন করা হলে তিনি জানান, এখন পরিস্থিতি অনেক শান্ত। কোথাও কোথাও অশান্তির ঘটনা ঘটেছে। যার নেপথ্যে কিছু কারণও রয়েছে। তবে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হচ্ছে বলে দাবি করেছেন তিনি।

হাসিনার পদত্যাগের পর সাংবাদিক বৈঠক করে সেনাপ্রধান জানিয়েছিলেন, সেনাবাহিনী আপাতত বাংলাদেশের পরিচালনার দায়িত্ব নিচ্ছে। তাদের অধীনে তৈরি হবে তদারকি সরকার। এর পর রাষ্ট্রপতির সঙ্গে সেনাবাহিনীর তিন প্রধান বৈঠক করেন এবং সেখানেই ইউনূসের নেতৃত্বে সরকার গড়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে।

রাজ্য মন্ত্রিসভায় বহু রদবদল

নিজস্ব প্রতিবেদন: বুধবার নবান্ন থেকে মন্ত্রীদের রদবদলের নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে। নির্দেশিকা অনুযায়ী , সেচ দপ্তরের নতুন মন্ত্রী হলেন মানস ভুঁইয়া। জল সম্পদ উন্নয়ন দপ্তরের মন্ত্রী ছিলেন তিনি। সেই সঙ্গে এবার থেকে সেচ ও জলপথ পরিবহণ দপ্তরের দায়িত্ব সামলাতে হবে তাঁকে। আরও গুরুত্ব বাড়ল মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্যে। বর্তমানে স্বাস্থ্য দপ্তর ও ভূমি সংস্কার দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী তিনি। এছাড়া অর্থ দপ্তরের স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী তিনি। এবার অতিরিক্ত দায়িত্ব পেলেন পরিবেশ দপ্তরেরও। পরিবেশ দপ্তরের মন্ত্রী ছিলেন গুলাম রব্বানি। তাঁর দপ্তর বদল করা হল। অচিরাচরিত শক্তি দপ্তরের দায়িত্ব পেলেন তিনি। এছাড়াও বাবুল সুপ্রিয়র দায়িত্বও আরও বাড়ানো হয়েছে। তৃণমূলের বিধায়ক হওয়ার পর তথ্যপ্রযুক্তি দপ্তর দেওয়া হয়েছিল তাঁকে। এবার অতিরিক্ত দায়িত্ব পেলেন শিল্প পুনর্গঠন দপ্তরের। তবে কারা দপ্তরের দায়িত্ব আপাতত মুখ্যমন্ত্রীর হাতেই থাকবে। সাম্প্রতিক একটি ঘটনার জন্য কারামন্ত্রী অখিল গিরিকে পদত্যাগ করায় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সূত্রের খবর, কিছুদিনের মধ্যেই নতুন মন্ত্রীর নাম ঘোষণা করবে নবান্ন।

আজ দু'দিনের ঝাড়গ্রাম সফরে যাচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন: একগুচ্ছ কর্মসূচি নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আজ দু-দিনের সফরে ঝাড়গ্রাম যাচ্ছেন। শুক্রবার রাজ্য সরকারের তরফে বিশ্ব আদিবাসী দিবসের মূল অনুষ্ঠানটি আয়োজিত হবে ঝাড়গ্রামে। সেই অনুষ্ঠানেই যোগ দেবেন মুখ্যমন্ত্রী। অনুষ্ঠানের মঞ্চ থেকেই সেই জেলার উন্নয়নের জন্য ৩০০ কোটি টাকা প্রকল্পের উদ্বোধন ও শিলান্যাস করবেন। যার মধ্যে ১২০ কোটি টাকার প্রকল্পের শিলান্যাস হবে এবং উদ্বোধন হবে ১৮০ কোটি টাকার প্রকল্পের। যার মধ্যে রয়েছে ঝাড়গ্রামের নবনির্মিত নিজস্ব জেলাশাসকের অফিস ভবন, একাধিক হেলথ সেন্টার, রাস্তা, কমিউনিটি সেন্টার ও অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের উদ্বোধন। থাকছে হেল্পসেন্টার, রাস্তা, কমিউনিটি হল, সোলার লাইট, সোলার টিউবওয়েল ইত্যাদি। একই সঙ্গে অনুষ্ঠান মঞ্চ থেকে আদিবাসী গুণীজনদের সংবর্ধনা প্রদান, আদিবাসী কৃতী ছাত্রদের সহায়তা, আদিবাসী ক্লাবগুলিকে বাদ্যযন্ত্র দেওয়া হবে। এছাড়াও দিনভর নানাবিধ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। ঝাড়গ্রাম থেকেই মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যের অনান্য জেলার জন্যও প্রায় ১০০০ কোটি টাকা প্রকল্পের শিলান্যাস ও উদ্বোধন করবেন। এক-একটি জেলা ধরে পরিষেবা প্রদানের কথা রয়েছে। ঝাড়গ্রাম পুনরুদ্ধারের পর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এটাই প্রথম জেলা সফর। স্বাভাবিকভাবেই তৃণমূল কর্মী সমর্থকদের মধ্যে যা নিয়ে উৎসাহ উদ্দীপনা তৈরি হয়েছে। বিশ্ব আদিবাসী দিবসে দলনেত্রী কী বার্তা দেন, তা নিয়ে দলের অন্দরে জল্পনা শুরু হয়েছে। প্রাথমিকভাবে তাঁর হেলিকপ্টারে করেই ঝাড়গ্রাম যাওয়ার কথা আছে। তবে প্রাকৃতিক কারণে উড়ানের ছাড়পত্র না মিললে সড়কপথেই সেখানে যাবেন মুখ্যমন্ত্রী। সেই প্রস্তুতিও রাখা হয়েছে প্রশাসনের তরফে।

বার্তা খালেদা জিয়ার

ঢাকা, ৭ অগস্ট: গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ গড়ার বার্তা দিলেন খালেদা জিয়া। জেল থেকে মুক্তি পেয়ে বুধবার ঢাকায় বিএনপির সমাবেশে যোগ দেন বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া। দলীয় সমাবেশে তিনি দাবি করেছেন তাঁরা গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ গড়বেন, যেখানে সব ধর্মকে সমান মর্যাদা দেওয়া হবে। হাসিনা বিরোধী সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলনে যাদের মৃত্যু হয়েছে তাদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়েছেন বিএনপি নেত্রী।

আঁচ ব্যাঙ্কেও

ঢাকা, ৭ অগস্ট: চরম বিশৃঙ্খলার আঁচ এবার বাংলাদেশের ব্যাঙ্কেও। ব্যাঙ্কে ঢুকে চার ডেপুটি গভর্নরকে জোর করে সাদা কাগজে সই করিয়ে নেওয়া হল বলে সূত্রে খবর। এরপরই তাঁদের ইস্তফা দিতে বাধ্য করা হয়। সই করার পরই ব্যাঙ্ক ছেড়ে বেরিয়ে যান চার ডেপুটি গভর্নর। বুধবার সকালে একদল বিক্ষুব্ধ কর্মী বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের গভর্নর, চার ডেপুটি গভর্নর, উপদেষ্টা ও আর্থিক গোয়েন্দা দপ্তরের প্রধানের পদত্যাগের দাবি করে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের মূল ভবনে গভর্নরের ফ্লোরে ঢুকে পড়েন এবং ডেপুটি গভর্নরদের সাদা কাগজে সই করাতে বাধ্য করেন। প্রায় ২০০-রও বেশি কর্মী এসে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন। ব্যাঙ্কিং খাতে অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগে ব্যাঙ্কের শীর্ষ কর্তাদের ইস্তফার দাবি করেন আন্দোলনকারীরা। প্রথমে তারা ডেপুটি গভর্নর কাজী ছাইদুর রহমানের ঘরে ঢুকে, পদত্যাগের দাবি করেন।

শপথ লীগ নেতৃত্বের

ঢাকা, ৭ অগস্ট: শেখ হাসিনাকে বাংলাদেশে ফেরানোর শপথ নিলেন আওয়ামী লীগ নেতৃত্ব। বুধবার গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় 'বঙ্গবন্ধু' শেখ মুজিবুর রহমানের সমাধিস্থলে দাঁড়িয়ে এই শপথ নিয়েছেন তাঁরা। সেই সঙ্গে পাল্টা আন্দোলনের বার্তাও দিয়েছেন। আন্দোলনের মাধ্যমে নেত্রীকে দেশে ফেরানোর কথা বলছেন বাংলাদেশের সদ্যপ্রাক্তন শাসকদলের নেতা-কর্মীরা। বাংলাদেশের সংবাদমাধ্যম প্রথম আলো জানিয়েছে, বুধবার টুঙ্গিপাড়ায় মুজিবের সমাধিস্থলের সামনে জড়ো হয়েছিলেন আওয়ামী লীগের একাধিক নেতা-কর্মী। ছিলেন জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি মাহবুব আলি খান, সাধারণ সম্পাদক জি এম সাহবুদ্দিন আজম-সহ অনেকে। মাহবুবের নেতৃত্বে শপথবাক্য পাঠ করা হয়। মুজিবের সমাধির উপরে শূন্যে মুষ্ঠিবদ্ধ হাত রেখে হাসিনার উপর ঘটা অন্যায়ের প্রতিশোধের শপথ নিয়েছেন দলের সদস্যেরা। হাসিনা সরকারের পতনের পর বাংলাদেশ জুড়ে যে নৈরাজ্যের সৃষ্টি হয়েছে, তা রুখে দেওয়ার প্রতিজ্ঞাও করেছেন।

ekdin_page_2_Layout 1 8/7/2024 10:51 PM Page 1

বেহাল রাস্তা মেরামতির নির্দেশ পূর্ত দফতরের

নিজস্ব প্রতিবেদন: পথ দুর্ঘটনায় লাগাম টানতে রাজ্য সরকার বর্ষার বৃষ্টির জেরে বেহাল রাস্তাঘাট যুদ্ধকালীন তৎপরতায় মেরামতির নির্দেশ দিয়েছে। বুধবার রাজ্যের পূর্ত দফতরের তরফে সব জেলায় রাস্তা মেরামতি শুরু করতে এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ারদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। রাস্তার হাল হকিকত পর্যালোচনা করতে পূর্ত কর্তারা এদিন জেলাগুলির সঙ্গে ভিডিও কনফারেন্স করেন। বর্ষার মরশুমে বেলঘড়িয়া এক্সপ্রেসওয়ে, ভিআইপি রোড-সহ রাজ্যের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ রাস্তার হাল বেহাল হয়ে পড়েছে। যান চলাচল স্বাভাবিক করতে এবং গতি বাড়াতে পূর্ত দফতরের অধীনে থাকা রাস্তাগুলি মেরামতি জরুরি বলে ওই পর্যালোচনায় উঠে এসেছে। তাই তড়িঘড়ি ওই রাস্তা মেরামতির কাজ শুরু করতে পূর্ত দফতর নির্দেশ দিয়েছে। এদিন রাত থেকেই ভিআইপি রোড -সহ একাধিক জায়গায় রাস্তা মেরামতির কাজ শুরু হবে বলে পূর্ত দফতর সূত্রে জানা গেছে। রাস্তা মেরামতি এবং রাস্তার রক্ষণাবেক্ষণ নিয়ে রাজ্য সরকার বরাবরই সচেষ্ট। শুধু কলকাতাই নয়, জেলায় জেলায় গুরুত্বপূর্ণ রাস্তাগুলিরও বেহালদশা। এই নিয়ে অভিযোগ এসেছে খোদ মুখ্যমন্ত্রীর দফতরে। তাই এবার রাস্তা ধরে ধরে প্যাচওয়ার্ক (গর্ত মেরামতি) তড়িঘড়ি শুরু করার নির্দেশ দেওয়া হল রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

গত ০২/০৮/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১০৩৯৫ নং এফিডেভিট বলে Samir Mandal S/o. Panchugopal Mandal ও Samir Mondal S/o. P. G. Mondal সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০৫/০৮/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১০৪৫৯ নং এফিডেভিট বলে আমি Amit Ganguly ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Murari Ganguly ও M. M. Ganguly সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

গত ০৫/০৮/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১০৪৬০ নং এফিডেভিট বলে Samir Kumar Bhattacharya S/o. Tarapada Bhattacharya ও Samir Bhattacherjee S/o. Lt. T. P. Bhattacherjee সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ৩১/০৭/২৪ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে ৫১৪৪ নং এফিডেভিট বলে Suryakanta Halder S/o. Ganga Dhar Halder ও Suryakanta Haldar S/o. G. Haldar সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০৭/০৮/২৪ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ৬৪২ নং এফিডেভিট বলে Amit Kumar Pal S/o. Anil Kumar Pal ও Amit Kumar Paul S/o. A. Kumar Paul সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ৩১/০৭/২৪ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে ৫১৫৪ নং এফিডেভিট বলে আমি Nilratan Das ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Shashti Das ও S. Ch. Das সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

গত ৩১/০৭/২৪ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে ৫১৫৩ নং এফিডেভিট বলে Ashim Dhali S/o. Anukul Dhali ও Ashim Kr. Dhali S/o. Anukul Ch. Dhali সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০৩/০৭/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৮৪৭৬ নং এফিডেভিট বলে আমি Shyamal Chatterjee ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Arjun Chatterjee ও A Chatterjee সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

গত ২৭/০৬/২৪ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ০৫ নং এফিডেভিট বলে Saurav Chatterjee S/o. Santosh Chatterjee ও Sourabh Chatterjee S/o. S. Chatterjee, Santosh Chattopadhyay সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ১৫/০৭/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৯২৪৫ নং এফিডেভিট বলে Brajagopal Belel S/o. Madan Mohan Belel ও Brojogopal Belel S/o. M. M. Belel সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০২/০৮/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১০৩৮৭ নং এফিডেভিট বলে Ashok Kumar Pramanick S/o. Mahadeb Pramanick ও Ashok Kr Pramanik S/o. M. Pramanik সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০৬/০৮/২৪ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ৫১৩ নং এফিডেভিট বলে Mohan Baul Das S/o. Netai Baul Das ও Mohan Khetrapal S/o. Netai Khetrapal, Nitai Khetrapal সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০৫/০৮/২৪ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ১১ নং এফিডেভিট বলে Shambhu Nath Adhikary S/o. Tarak Adhikary ও Sambhu Nath Adhikari S/o. Lt. B. Adhikari সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০৫/০৮/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১০৪৫৮ নং এফিডেভিট বলে Sutangshu Das S/o. Chhanchu Gopal Das ও Shutangshu Das S/o. C. Das সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২৬/০৬/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৮০৯৯ নং এফিডেভিট বলে Ignatius Bara ও Ignatisu Bara S/o. Elias Bara সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

SITUATION VACANT

Reputed College invites application for the post of Group-C and Group-D within 7 days. Post Box No: SV-0808/2024-25, Ekdin, 1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no.306 (S), Tobacco House, Kolkata-700001.

হারানো প্রাপ্তি

আমি কৃষ্ণপদ সিকদার ওরফে কৃষ্ণধন সিকদার ভবানীপুর পোঃ- বগুলা, থানা- হাঁসখালী, নদীয়ার স্থায়ী বাসিন্দা। আমি বিগত ২১/০৪/২৪ তারিখে আমার ক্রয়ের দুইখানি কোবলা দলিল যথাক্রমে ২২২৫ নং এবং ৯৩৯৯ নং দলিল রাস্তায় হারিয়ে ফেলি। উক্ত দলিল দুইখানি যথাক্রমে গত ইং- ১৬/০২/১৯৬৫ ও ১৫/১১/১৯৬০ তারিখে রানাঘাট এস.আর অফিসে ৭০ নং ভবানীপুর মৌজার ৮৯ নং খতিয়ানে আমার নামে রেকর্ডভুক্ত হইয়াছিল। যদি কেহ পেয়ে থাকেন উপরে উল্লেখিত ঠিকানায় ফেরৎ দিলে উপকৃত হইব।

॥ বিজ্ঞপ্তি ॥

আমমোক্তার নামা

আমার মক্কেল, ১। **শ্রী সুভাষ রঞ্জন হালদার**, ২। **শ্রীমত্যা অঞ্জলী চৌধুরী**, ৩। **শ্রীমতী মেনকা রায়**, ৪। **শ্রীমতী মাধুরী দাস**, ৫। **শ্রী হরিহর প্রসাদ হালদার**, ৬। **শ্রী দ্বীপনারায়ন হালদার**, ৭। **শ্রীমতী তৃপ্তি দত্ত**, সকলের পিতা- স্বর্গীয় সুরেশ চন্দ্র হালদার, ১ নং সাং- সাহেব বাগান, ব্যান্ডেল, চুঁচুড়া, হুগলী, ৭১২১২৩। ২, ৫,৬ নং-এর সাং-মানুষপুর, ব্যান্ডেল, চুঁচুড়া, হুগলী,৭১২১২৩। ৩ নং -এর সাং- ফটক দোয়ার, কালনা, পূর্ব বর্ধমান, ৭১৩৪০৯। ৪ নং -এর সাং-সারদা ৭৮/ চিরন্তনী পার্ক, বাঁশদ্রোনী, দঃ ২৪ পরগনা, ৭০০০৭০। ৭ নং -এর সাং- ওয়েষ্ট শান্তিনগর, বালি হাওড়া, ৭১১২২৭। গত ইং ১/১২/২০২৩ তারিখে এ. ডি. এস. আর. চুঁচুড়া, হুগলী অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I- ১১০০৬/২০২৩ নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে জেলা-হুগলী, থানা- চুঁচুড়ার সামিল জে. এল. নং ৪, মানুষপুর মৌজায় হাল ৫১৮১, ৫১৮৪,৫১৮৫,৫১৮৬, ৫১৮৭,৫১৮৮,৫১৮৯ নং খতিয়ানভুক্ত সাবেক ও হাল ৬০৩ নং দাগে বাস্তু ১৫ শতক সম্পত্তি, ছোটখেজুরিয়া, মগরা, হুগলী নিবাসি, **শ্রী দেবব্রত বিশ্বাস**, পিতা-শ্রী দেবল চন্দ্র বিশ্বাস, মহাশয়কে আমমোক্তার নিযুক্ত করিয়াছেন।

SANKAR DAS (ADVOCATE)
Reg. No.- F/405/12, District Judge's Court, Chinsurah, Hooghly.

॥ বিজ্ঞপ্তি ॥

আমমোক্তার নামা

আমার মক্কেল **১। শ্রীমত্যা প্রতিমা দাস**, পিতা- স্বর্গীয় সুরেশ চন্দ্র হালদার, সাং- ১ নং গান্ধী কলোনী, থানা-চুঁচুড়া, জেলা- হুগলী, ৭১২১২৩, **২। শ্রী পুলক দত্ত**, পিতা- স্বর্গীয় শান্তি প্রসাদ দত্ত, **৩। অপরাজিতা দত্ত**, পিতা শ্রী পুলক দত্ত, উভয়ের সাং- ৩৬ নিডল রোড, কালিয়া নিবাস, পোঃ- নোনাচন্দনপুকুর, থানা-টিটাগড়, জেলা- উঃ ২৪ পরগনা, ৭০০১২২, গত ইং ১৭/১০/২০২৩ তারিখে ডি. এস. আর. ১ হুগলী অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-৯৮৩২/২০২৩ নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে জেলা- হুগলী, থানা-চুঁচুড়ার সামিল জে. এল. নং ০৪, মানুষপুর মৌজায় হাল ৫১৮২ ও ৫১৮৩ নং খতিয়ানভুক্ত হাল ৬০৩ নং দাগে ০৬ শতক সম্পত্তি, গ্রাম-ছোট খেজুরিয়া, পোঃ-এ্যাডকোনগর, থানা-মগরা, জেলা-হুগলীর নিবাসি, **শ্রী দেবব্রত বিশ্বাস**, পিতা- দেবল বিশ্বাস, মহাশয়কে আমমোক্তার নিযুক্ত করিয়াছেন।

SANKAR DAS (ADVOCATE)
Reg. No.- F/405/12, District Judge's Court, Chinsurah, Hooghly.

PUBLIC NOTICE

One Original Title Deed of Conveyance dated 09-02-1957 in the name of **RENUPADA MITRA** (as owner therein) in respect of land measuring about **6 Cottah 6 Chittak** equivalent to 10.50 Decimal more or less, lying and situate at **Mouza- Chakraghata**, J.L. No.-26, R. S. No.-164, Touzi No.-146, comprised in Sabek Dag No.-159 under Sabek Khatian No.-161, comprised in R.S Dag No.-196 under R.S. Khatian No.- 176, Pargana Anowarpur, Ward No.- 22 at Holding No. 213, Debigarh, Police Station- Madhyamgram within Madhyamgram Municipality under jurisdiction of A.D.S.R. Barasat in the District- North 24 Parganas. Said Original Deed, duly registered in the office of S.R. Barasat, recorded in Book No.- I, Volume No. 12, Pages from 53 to 57, **Being No.- 1000 for the year 1957** said has been lost & misplaced. That a General Diary being **G.D.E. No.- 1172** was lodged on **10-03-2023** with Madhyamgram, Police Station by my client **KISHORE MITRA**. The said deed was not mortgaged before any bank. If anybody get the said deed or having any claim, should lodge a claim with us within 15 days from this date, failing which no such claim shall be entertained.

Ritu Hela (Advocate)
Barrackpore Court
Mobile: 9748856804

NOTICE

IN THE COURT OF LEARNED DISTRICT DELEGATE JUDGE, HOOGHLY, CHINSURAH.
ACT-39 (s) Case No. 12 of 2024.
In the matter of: **Smt. SUCHARITA ROY**, D/O Late, Sachin Palit, of 20/103, Joraghat Lane, po, & p.s. Chinsurah, Dist-Hooghly. 712101
Whereas the above mentioned petitioner has filed the succession Application on **26/02/2024** before the aforesaid Ld. court for grant succession certificate for two MIS accounts lying with Indian Post office, Chinsurah H.O, Hooghly 712101 amounting **RS. 200000/-** and **RS.170000 /-** With accured interest there of in the name of **Late Sachin Palit,** died on 09/01/2024. Notice is hereby given that any person having any interest in the property of the deceased may appear in the aforesaid court within 30 days from the date of the publication either in person or through agent and may file objection if any there of, otherwise the application will be heard and determined exparte in accordance with law.
Advocate Asok Kumar Banerjee
on behalf of the petitioner.
By order,
Charan Singh Sheristader
District Delegate Court, Hooghly,

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা
অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল- **adconnexon@gmail.com**
এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা-উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬
হুগলি
মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার, সবাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।
জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি, প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪
নদিয়া
টাইপ কর্ণার, নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮
রাজ টেলিকম, অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।

জেলা-নদীয়া মোকাম-নবদ্বীপের সিভিল জজ (জুঃডিঃ) আদালত, দেওয়ানী মোকদ্দমা নং ৮৩/১২
বাদী :- মহামায়া সরকার দিং বনাম বিবাদী :- সুপার ইন-টেন্ডডেন্ট অফ পোষ্ট অফিসেস (নর্থ) দিং বিজ্ঞপ্তি
এতদ্বারা নিম্ন লিখিত ব্যক্তিগণকে জানানো যাইতেছে যে, বাদী উক্ত মামলায় আপনাদের মোকাবিলা বিবাদী করিয়াছেন এবং আপনাদের ওপর অত্র আদালত হইতে নোটিশ পাঠানো হয় কিন্তু আপনাদের ঠিকানা না পাওয়ার জন্য এই বিজ্ঞপ্তি দৈনিক সংবাদপত্রে প্রকাশ করা হইতেছে।
এক্ষনে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগনের কোনো আপত্তি থাকিলে অত্র আদালতে হাজির হইয়া আপনাদের বক্তব্য পেশ করিবেন। অন্যথায় আইন মোতাবেক কাজ হবে।
মোকাবিলা বিবাদীগণ :- ১) আরতী রাণী সরকার ২) গোপাল সরকার ৩) মদন সরকার ৪) সন্ধ্যা রায়, স্বামী-কার্ত্তিক রায় ৫) ভারতি রাণী রায়, স্বামী-ভানু রায় সকলের পিতা-মৃত গোবিন্দ চন্দ্র সরকার, সর্ব সাং- গ্রাম মাজদিয়া, পোষ্ট-চরব্রহ্ম নগর, থানা-নবদ্বীপ, জেলা-নদীয়া, পিন-৭৪১৩০১ আদালতের সিল মোহর যুক্ত মতে দেওয়া হল।

নন্দ লাল শর্মা (সেরেস্তাদার)
নবদ্বীপ কোর্ট, নদীয়া

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ৮ই আগষ্ট, বৃহস্পতি বার। ২৩ শে শ্রাবণ । চতুর্থী তিথি। জন্মে কন্যা রাশি, অষ্টোত্তরী মঙ্গল ও বিংশোত্তোরী রবি র মহাদশা, মৃতে দ্বিপাদ পাদ দোষ।

মেষ রাশি : মধ্যম মানের দিন। দিনটা বুদ্ধিমত্তা ও সতর্কতার সঙ্গে চলতে হবে। প্রতিবেশীর সঙ্গে বিবাদ বিতর্ক হলেও সন্ধ্যার পর শুভ। ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য অশুভ বিবাহের কথা পাকা হওয়ার সম্ভাবনা, প্রবীণ নাগরিকের সম্মান প্রাপ্তি। মন্ত্র ওম নমঃ শিবায়।

বৃষ রাশি : শুভাশুভ মিশ্র অনুভূতি দিন। ভাবনা চিন্তা না করে, এক নারীর বুদ্ধিতে, আজকের দিনটি কাটাতে হবে, পিতা-মাতা বড় ভাই বোন, পরিবারের বয়োজ্যেষ্ঠ নাগরিকদের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে কাজ করতে হবে। মায়েদের নিম্নতল পেটের সমস্যা, গলব্লাডার সমস্য হবে, প্রস্টেড গ্ল্যান্ড নিয়ে যারা সমস্যায় রয়েছেন তাদের সুচিকিৎসার সম্ভাবনা। মন্ত্র দুর্গা মন্ত্র।

মিথুন রাশি : দিনটি বিজয় সূচক। আজ ডিস্ট্রীবিউটার বা এজেন্ট বাজারে যারা খুচরো ব্যবসায়ী তাদের লাভ প্রাপ্তি। যে কাজটা হওয়ার কথা ছিল, যদি তাড়াহুড়ো না করেন তাহলে তা হয়ে পড়বে। পরিবারে গৃহশত্রু থেকে সতর্কতা। আজকের মন্ত্র গঙ্গা মন্ত্র।

কর্কট রাশি : শুভাশুভ মিশ্র দিন। লেখক শিল্পী সাংবাদিক তাদের সম্মান প্রাপ্তির দিন। গুপ্ত কথা কেন প্রকাশ্যে আলোচনা করছেন? ভাইদের মধ্যে, কনিষ্ঠ যে তার দ্বারা কিছু সমস্যার তৈরি হবে। সতর্ক থাকা ভালো। জল ও তরল পদার্থ ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসার ঘটাতে পারেন। প্রতিবেশীর দ্বারা গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্র। মন্ত্র ওম নমো শিবায়।

সিংহ রাশি : সতর্ক থাকতে হবে ভাই বন্ধু স্বজন থেকে কিছু দুশ্চিন্তা থাকবে। পরিবারে দাম্পত্য প্রেম-ভালোবাসায় তৃতীয় ব্যক্তির নাক গলানোর জন্য সমস্যা তৈরি হবে। সন্ধ্যার পর পুরাতন বান্ধব দ্বারা সমস্যা মুক্তি। মন্ত্র গণেশ দেব ভগবান।

কন্যা রাশি : যে ছলনা করছে তাকে আজ চিনতে পারবেন। পরিবারে বিবাদ বিতর্ক, বৃদ্ধি হবে। যাকে বিশ্বাস করে এগিয়েছেন তার ওপর ভরসা রাখুন, নিশ্চয়ই শুভ ফল পাবেন, প্রবীন নাগরিকদের পেট লিভার স্টমাক পীড়া দেখা দেবে। মন্ত্র মহাকালী মন্ত্র।

তুলা রাশি : পরিবারের ছোট ভ্রমণ হবে। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। আজ যে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে যাচ্ছেন। সেখানে বিরূপ সমালোচনা হবে। ধৈর্য রাখবেন জয় আপনার নিশ্চিত। ঋণ বিষয় চিন্তা আজ দুশ্চিন্তায় পরিণত হবে। মন্ত্র গনেশ মন্ত্র।

বৃশ্চিক রাশি : প্রভাব শালী মানুষ আপনাকে স্বাগতম জানাবে। প্রেম শুভ পরিবারে বয়স্ক সদস্যের কারণে চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে। ব্যবসায় অস্থিরতা থাকবে। বিদ্যার্থীদের ধৈর্য ধরা উচিত প্রতিবেশীর দ্বারা শুভ হবে। মন্ত্র শনি মন্ত্র।

ধনু রাশি : সতর্কতার সঙ্গে আজকের দিনটি, বুদ্ধির দ্বারা ও এক মহিলার সহযোগিতায় শুভ হবে। ব্যাংকে গচ্ছিত সম্পদ থেকে আয় বৃদ্ধি। যারা বিদেশে কর্মরত তাদের শুভ সৌভাগ্য। কর্মের জন্য যারা চেষ্টা করছেন তাদের জন্য শুভ। মন্ত্র কালী মন্ত্র।

মকর রাশি : আজ বুদ্ধি প্রয়োগ করতে হবে। সিদ্ধান্ত নিতে হবে। নারীর সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখতে হবে। যে প্রতিবেশীকে খুব ভালো ভেবে কিছু গুপ্ত কথা বলেছিলেন, আজ তার স্বরূপ ধরতে পারবেন। ছলনাময়ী নারী পুরুষ থেকে দুরে থাকুন। মন্ত্র শনিমন্ত্র।

কুম্ভ রাশি : কেন আপনার বিরুদ্ধাচারণ করবে তা ভাবা উচিত। তার থেকে সতর্ক থাকা ভালো। সংকল্প গোপন করুন। ন বিষয়ে দুশ্চিন্তা। প্রেমিক যুগল সতর্ক থাকুন। কর্ম প্রার্থীর সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি হবে। মন্ত্র। শনি মন্ত্র।

মীন রাশি : বিবাদ তর্ক আজ মিটে যাবে পরিবারে খুশির বাতা বরণ। যে বন্ধুর অপেক্ষায় ছিলেন আজ তার দ্বারা কোন উপকার সাধিত হবে। তবে ন বিষয়ে দুশ্চিন্তা। যারা কর্মের আবেদন করছেন তাদের জন্য আজ অত্যন্ত

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

গ্রামীণ এলাকায় ডেঙ্গু-ম্যালেরিয়ার মোকাবিলায় নয়া অ্যাপ আনল রাজ্য

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যের গ্রামীণ এলাকায় ডেঙ্গু এবং ম্যালেরিয়ার মোকাবিলা করতে পঞ্চায়েত দফতর একটি বিশেষ অ্যাপ চালু করেছে। এই অ্যাপের মাধ্যমে মশাবাহিত রোগ নির্মূল করার দায়িত্বে থাকা কর্মীদের কাজের উপর সরাসরি নজর রাখা হবে। পাশাপাশি, পঞ্চায়েত স্তরের কর্মীরা যে সব জায়গায় গিয়ে সমীক্ষা চালিয়েছেন, সেখান থেকেই তাঁদের ওই অ্যাপে যাবতীয় তথ্য আপলোড করতে বলা হয়েছে। পঞ্চায়েত দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে, আগে কেবলমাত্র শহর-শহরতলি এবং পুরসভা এলাকাগুলিতেই ডেঙ্গু, ম্যালেরিয়ার মতো রোগের প্রকোপ দেখা যেত। কিন্তু গত কয়েক বছরে পুরসভার পাশাপাশি পঞ্চায়েত এলাকাতেও ডেঙ্গি, ম্যালেরিয়ার প্রকোপ লক্ষ্য করা যাচ্ছে। পুরসভা এলাকাগুলিতে মশাবাহিত রোগের প্রকোপ দেখা দিলে এই সব রোগের মোকাবিলা তথা ডেঙ্গুও মশার লার্ভা ধ্বংস করার কাজে সরাসরি হস্তক্ষেপ করে পুর ও নগরোন্নয়ন দফতর। কিন্তু পঞ্চায়েত এলাকায় স্বাস্থ্য দফতরের কাছে যেতে হয়। আর সেকারণেই এই অ্যাপ চালু করা হয়েছে। জানা যাচ্ছে, আগাম অনুসন্ধান চালিয়ে মশার বংশবিস্তার রোধ করাই এই অ্যাপের উদ্দেশ্য।

পাশাপাশি, পরবর্তীতে যদি মশার লার্ভার সন্ধান মেলে, তাহলে সেটাও আগে থেকে নির্মূল করা সম্ভব। এর ফলে ডেঙ্গুও ম্যালেরিয়া অনেকটাই নির্মূল হবে বলে মনে করছে পঞ্চায়েত দফতর।

অন্যদিকে, ডেঙ্গু এবং ম্যালেরিয়ার মোকাবিলা করতে ৮ আগস্ট কলকাতার ধনধান্য প্রেক্ষাগৃহে রাজ্যের সব পুরসভাগুলির চেয়ারম্যান ও আধিকারিকদের নিয়ে বৈঠকে বসছেন পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম।

‘ননহে ফরিস্তে’ অভিযানে ১১ জন নাবালককে উদ্ধার করল পূর্ব রেল

নিজস্ব প্রতিবেদন: গোপন সূত্রে খবর পেয়ে দুটি বিশেষ অভিযানে হাওড়া ও আসানসোল বিভাগ থেকে ১১ জন নাবালককে উদ্ধার করল পূর্ব রেলের আরপিএফ আধিকারিকরা।

চলতি মাসের ৫ তারিখে আসানসোল বিভাগের জেসিডি স্টেশন থেকে ১০ জন নাবালক শিশুকে উদ্ধার করেন আরপিএফ আধিকারিকরা। আজারুদ্দিন আনসারী (১২), মুজাহিদ আনসারী (১১), ইক্রম আনসারী (৯), আরবাজ আনসারী (১৩), মিনহাজ আনসারী (১২), আশফাক আহমেদ (১০), হাসিব আনসারী (১২), সোহেল আনসারী (১১), ফারহান আনসারী (১৩), আজহার আনসারী(১৩) নামের দশ জনকে উদ্ধার করা হয়েছে।

এই নাবালকের সঙ্গে থাকা হাশিম আনসারী (২২) ও মহম্মদ আফগান (২২) নামের দুজনকে জিজ্ঞাসাবাদ করে আরপিএফ আধিকারিক। তারা জানায়, এই বাচ্ছাদের তাদের পরিবারের সম্মতিতেই মাদ্রাসাতে ভর্তি করানোর জন্য নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। যদিও এরপর ওই বাচ্ছাদের গোড্ডার চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটির হাতে তুলে দেওয়া হয়।

ওই দিনই হাওড়া বিভাগের শেওড়াফুলি স্টেশন থেকে রোহিত দাস (৯) নামের এক নাবালককে উদ্ধার করে তাকে গোপাল নগর নিবেদিতা ওয়েলফেয়ার সোসাইটির হাতে তুলে দেওয়া হয়।

কলকাতা পুরসভার মহিলা সংঘের পক্ষ থেকে কাউন্সিলর ক্লাবরুমে একটি রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। একইসঙ্গে অসুস্থ পুরকর্মীদের জন্য একটি হুইলচেয়ারের ব্যবস্থা করেন মহিলা সংঘের সদস্যরা। সেটি মুখ্য পুর স্বাস্থ্য অধিকর্তা এবং ডক্টর টি.কে মুখোপাধ্যায়ের হাতে তুলে দেওয়া হয়।

শহর জুড়ে পালিত হল রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মৃত্যু বার্ষিকীর শ্রদ্ধাজ্ঞাপন অনুষ্ঠান। নিমতলা শ্মশানে রবীন্দ্র স্মরণে ফিরহাদ হাকিম, শশী পাঁজা। জোড়াসাঁকো ঠাকুর বাড়িতে উপস্থিত ছিলেন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু।

তারকেশ্বরের শ্রাবনী মেলায় অতিরিক্ত ইএমইউ স্পেশ্যাল

নিজস্ব প্রতিবেদন: শ্রাবনী মেলা উপলক্ষে তারকেশ্বরে অগণিত ভক্তের সমাগম হচ্ছে। দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকেই তারকেশ্বর স্টেশনে ভক্তরা আসছেন মন্দিরে মহাদেবের মাথায় জল ঢালতে। তারকেশ্বর শহরটি দেশের বাকি অংশের সঙ্গে রেলপথের মাধ্যমেই সবথেকে ভালোভাবে সংযুক্ত, যার ফলে এই শহরের প্রবেশদ্বার হিসেবে তারকেশ্বর স্টেশনটিকেই বলা যেতে পারে। তারকেশ্বরে শ্রাবনী মেলা শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই পূর্বরেল দর্শনার্থীদের যাতায়াতের সুবিধার্থে অতিরিক্ত ই.এম.ইউ স্পেশ্যাল চালানো শুরু করেছে। শ্রাবনী মেলার বিশেষ দিনগুলিতে হাওড়া- তারকেশ্বরের মধ্যে অতিরিক্ত ৪ জোড়া এবং শেওড়াফুলি- তারকেশ্বরের মধ্যে অতিরিক্ত ৪ জোড়া ইএমইউ স্পেশ্যাল চালাচ্ছে পূর্ব রেল। ট্রেনগুলি চলবে পুণ্যার্থীদের মন্দির দর্শনের সুবিধাজনক সময়ে, যাতে দিনের দিন-ই ভক্তরা মন্দির দর্শন সেরে বাড়ি ফিরে যেতে পারে।

এবছর শ্রাবনী মেলার জন্য তারকেশ্বরে যাত্রী সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে ৫৯.৩৫ ও টিকিট বিক্রির আয় বেড়েছে ১০৭.৭৭। যাত্রী সংখ্যার এই অভাবনীয় বৃদ্ধির মাধ্যমেই প্রতিফলিত হয় যে, যাত্রীরা তারকেশ্বরে পৌঁছানোর জন্য রেলকেই পছন্দের মাধ্যম হিসাবে বেছে নিয়েছেন। দর্শনার্থীরা যাতে কোনও অসুবিধার সম্মুখীন না হয়, সেই জন্য রেলের তরফ থেকে বিশেষ বন্দোবস্ত করা হয়েছে তারকেশ্বর স্টেশনে।

অতিরিক্ত ইউটিএস কাউন্টার খোলা হয়েছে (মোট ১৫৬টি শিফটে অতিরিক্ত কাউন্টার চালু থাকবে), ভিড়ের সময়ে আরপিএফ এবং কমার্শিয়াল ডিপার্টমেন্টের কর্মীরা যাত্রীদের ট্রেনে উঠতে ও নামতে সহায়তা করছেন এবং স্টেশনে ভিড় নিয়ন্ত্রণ করছেন। অতিরিক্ত টিকিট চেকিং স্টাফ, আরপিএফ এবং সিভিল ডিফেন্সের স্বেচ্ছাসেবীদের যাত্রী সহায়তায় নিযুক্ত করা হয়েছে। মেডিক্যাল টিম ও অ্যাম্বুলেন্স যে কোনও পরিস্থিতির জন্য তৈরী রাখা হয়েছে। শ্রাবনী মেলার এই পুণ্যলগ্নে যাতে দর্শনার্থীরা সহজেই যাতায়াত করতে পারেন, তার জন্য পূর্বরেলের এই সিদ্ধান্ত বলেই জানান হয়েছে।

ekdin_page_3_Layout 1 8/7/2024 10:52 PM Page 1

একদিন আমার শহর

কলকাতা ৮ অগস্ট ২০২৪ ২৩ শ্রাবণ ১৪৩১ বৃহস্পতিবার

বাংলাদেশে অস্থিরতার জেরে ক্ষতির মুখে এপার বাংলার ট্রাক মালিকেরা

নিজস্ব প্রতিবেদন: বাংলাদেশে অস্থিরতা। তারই জের পড়েছে স্থল বন্দরগুলিতে। অশান্তির আবহে দুই দেশের মধ্যে মালপত্র আমদানি ও রফতানি প্রায় সবই বন্ধ। ওষুধ থেকে নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী সবই আটকে রাস্তায়। প্রতিদিন ১৪-১৬ কোটি টাকার ক্ষতি হচ্ছে বলে জানা যাচ্ছে। এই সঙ্কটজনক পরিস্থিতিতে কী হবে ভারত-বাংলাদেশ পণ্য আমদানি-রফতানির ভবিষ্যৎ, তা নিয়ে অনিশ্চয়তায় ভুগছেন ট্রাক মালিক থেকে ট্রাক চালকেরা। মানিকতলা ক্যানাল রোড সংলগ্ন এলাকায় সারি সারি দাঁড়িয়ে পণ্যবাহী ট্রাক। এদিকে হাসিনা দেশ ছাড়তেই বাংলাদেশ ও ভারতের বিভিন্ন স্থলবন্দর ও সীমান্তে ইতিমধ্যেই জারি হয়েছে হাই অ্যালার্ট। ফলে কপালে ভাঁজ এপারের ট্রাক মালিকদেরও।

বাংলাদেশ থেকে আসা বা ভারত থেকে বাংলাদেশে যাওয়া মালপত্র রফতানি এবং আমদানি করতে বড় পণ্যবাহী ট্রাকগুলিকে সাহায্য করে লিঙ্ক ট্রাক। এমতাবস্থায় বিপুল ক্ষতির মুখে ট্রাক মালিকরা। একইসঙ্গে বাংলাদেশে মালপত্র নিয়ে যেতে ভয় পাচ্ছেন চালকদের একটা বড় অংশ। তাঁদের বক্তব্য, এর আগেও তাঁরা বাংলাদেশ গিয়েছেন। তখন এমন পরিস্থিতি ছিল না। কিন্তু বর্তমানে পরিস্থিতি একেবারে হাতের বাইরে চলে গিয়েছে। ফেডারেশন অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল ট্রাক অপারেটরস অ্যাসোশিয়েসনের জেনারেল সেক্রেটারি সজল ঘোষ জানান, 'পেট্রাপোল হোক বা হিলি, মেহেদিপুর, ফুলবাড়ির মতো বর্ডারগুলিতে হাজার দু'য়েক গাড়ি আটকে রয়েছে। মঙ্গলবার ২ থেকে আড়াই ঘণ্টার জন্য বর্ডার খোলা হয়েছিল। সেই সময় এক থেকে দু' হাজার গাড়িকে পার করানো সম্ভব হয়। কিন্তু, কিছুক্ষণ পরেই বর্ডার বন্ধ হয়ে যায়। অন্য নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের গাড়ি আটকে পড়েছে। অনেক গাড়িতেই আদা-রসুন-পেঁয়াজ রয়েছে। অনেক ওষুধের গাড়িও আটকে গিয়েছে। এখন কবে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হবে বোঝা যাচ্ছে না। আমরা আমাদের সংগঠনের তরফে নীতীন গড়কড়ির কাছে দরবার করছি বিষয়টা দেখার জন্য। কারণ ক্ষতির পরিমাণ বেড়েই চলেছে।'

ট্রাক মালিকরা যে তথ্য দিয়েছেন তাতে মঙ্গলবার পর্যন্ত বিভিন্ন সীমান্তে ২০০টির বেশি ট্রাক বাংলাদেশে আটকে ছিল। বর্তমানে সেই ট্রাকগুলিকে ফিরিয়ে আনা হলেও ব্যাপক ক্ষতির মুখে চরম অনিশ্চিতার মধ্যে ইন্দো-বাংলা পণ্য পরিবহণ। গোটা দেশজুড়েই ট্রাক অপারেটররা বাংলাদেশের লোডিং নেওয়া বন্ধ করে দিয়েছেন। যতদিন না পরিস্থিতি স্বাভাবিক হচ্ছে নতুন করে নেওয়া হবে না লোডিং, এমনটাই সূত্রে খবর।

জব কার্ড বাতিলের ঘটনায় আন্দোলনের পথে তৃণমূল

নিজস্ব প্রতিবেদন: রিপোর্ট বলছে ভুয়ো জবকার্ড বাতিলের শীর্ষ সারিতে রয়েছে বিহার, উত্তরপ্রদেশ, ওড়িশা, মধ্যপ্রদেশ, অন্ধ্রপ্রদেশ, অসম, গুজরাতের মতো বিজেপি শাসিত বা বিজেপির সহযোগী রাজ্যগুলি। কিন্তু ভুয়ো জবকার্ডের কারণ দেখিয়ে শুধুমাত্র পশ্চিমবঙ্গের টাকাই আটকে রাখা হয়েছে। এর জবাব এবার কেন্দ্রের কাছ থেকে জানতে চায় বাংলার শাসকদল। বাংলার প্রাপ্য যদি আটকে রাখা হয়, তাহলে উত্তর প্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, ওড়িশা, অন্ধ্রপ্রদেশের কেন তহবিল বন্ধ করা হল না, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে তৃণমূল কংগ্রেস। আর সেই কারণেই রাজ্যওয়াড়ি ভুয়ো জবকার্ড বাতিলের তালিকা দেখিয়ে এবার পথে নামার প্রস্তুতি নিচ্ছে শাসকদল। এই ইস্যুতে রাজ্যসভার প্রাক্তন তৃণমূল সাংসদ কুণাল ঘোষ এক্স হ্যান্ডেলে একটা তালিকাও পোস্ট করেন। সেখানে ২০১৯-২০ থেকে ২০২৪-এর ৩০ জুলাই পর্যন্ত ভুয়ো জবকার্ড বাতিলের তালিকা রয়েছে।

সেই তালিকায় দেখা গিয়েছে পশ্চিমবঙ্গের থেকে ভুয়ো জবকার্ড বাতিলে অনেক এগিয়ে রয়েছে উত্তরপ্রদেশ, বিহার, ওড়িশা, মধ্যপ্রদেশ, অন্ধ্রপ্রদেশ। তারপরও শুধু বাংলার প্রাপ্য আটকেই ক্ষান্ত কেন্দ্র। এদিকে অন্য রাজ্যের ক্ষেত্রে টাকা আটকানো হয়নি। বঞ্চনা শুধু বাংলার সঙ্গে। পাশাপাশি কুণালের সংযোজন, 'শ্বেতপত্র প্রকাশের চ্যালেঞ্জ অভিষেক আগেই করেছিলেন। কেন্দ্র শুধু শধের জাগলারি করে গিয়েছে। এতদিনে সংসদে দুটি সত্য প্রকাশ হয়ে গিয়েছে। কেন্দ্র স্বীকার করেছে, একশো দিনের কাজে নয়া পয়সাও দেয়নি বাংলাকে। আর সামনে এসেছে ভুয়ো জবকার্ড বাতিলের তালিকা। বলছে পশ্চিমবঙ্গে অনিয়ম হয়েছে বলে টাকা বন্ধ। আমরা বলছি, যেটা অনিয়ম সেটার তদন্ত করে, বাকি টাকাটা দিন।'

কালীঘাট চত্বরে ট্রাম লাইন বুজিয়ে রাস্তা নির্মাণ, মামলা কলকাতা হাইকোর্টে

নিজস্ব প্রতিবেদন: কালীঘাট অঞ্চলে ট্রাম লাইন বুজিয়ে রাস্তা তৈরির ইস্যুতে মামলা দায়ের কলকাতা হাইকোর্টে। প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানমের ডিভিশন বেঞ্চের নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও কীভাবে ট্রাম লাইন বুজিয়ে বেআইনিভাবে রাস্তা তৈরি হচ্ছে সেই প্রশ্ন তুলে আবারও প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন মামলাকারী। মামলা দায়ের করার পাশাপাশি দ্রুত মামলার শুনানির আবেদন জানানো হয়। আদালত সূত্রে খবর, আবেদনে সায়ও দিয়েছে প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ।

প্রসঙ্গত, কলকাতা শহর থেকে ট্রাম তুলে দেওয়া হচ্ছে। এদিকে হেরিটেজের তকমা পেয়েছে কলকাতা শহরের ট্রাম। এরপরই শহর থেকে ট্রাম তুলে দেওয়ার বিরোধিতা করে কলকাতা হাইকোর্টে জনস্বার্থ মামলা দায়ের হয়। সেই মামলা চলাকালীন প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চের অন্তর্বর্তীকালীন নির্দেশ ছিল মামলার নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত এ বিষয়ে কোনও পদক্ষেপ গ্রহণ করা যাবে না। এরপরই এদিনের এই মামলায় আইনজীবী অনিন্দ্য লাহিড়ি প্রধান বিচারপতির দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

গত জুলাই মাসে ট্রাম নিয়ে একটি জনস্বার্থ মামলার প্রেক্ষিতে সরকারের ট্রাম-নীতি জানতে চেয়েছিল কলকাতা হাইকোর্ট। নবান্ন সূত্রের খবর, প্রশাসনের শীর্ষ পর্যায়ে আলোচনার পর শহর থেকে ট্রাম তুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়। রাজ্য সরকারের পরিবহণ দফতর হলফনামা দিয়ে ইকোর্টে ট্রাম নিয়ে তাদের এই সিদ্ধান্তের কথা জানায়। এরই মধ্যে কালীঘাটেই ট্রাম লাইন বুঝিয়ে রাস্তা নির্মাণ হচ্ছে বলে হাইকোর্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হল।

রং করার কারণে রাতে বন্ধ থাকবে মা-ফ্লাইওভার

নিজস্ব প্রতিবেদন: দক্ষিণ কলকাতার সঙ্গে উত্তর বা পূর্ব কলকাতা থেকে শুরু করে কলকাতার উপকণ্ঠের যোগাযোগের অন্যতম লাইফ লাইন মা উড়ালপুল। এবার সেই ব্রিজ বন্ধ থাকবে দিনের একটি বিশেষ সময়। কলকাতা পুলিশের ট্র্যাফিক বিভাগের তরফে জানানো হয়েছে, এই সময়টুকুর জন্য সল্টলেক ও পূর্ব কলকাতা থেকে আগত মা ফ্লাইওভারমুখি গাড়িগুলিকে অন্য রুটে ঘুরিয়ে দেওয়া হবে। সঙ্গে এও জানানো হয়েছে, এজেসি বোস ফ্লাইওভার থেকে আগত গাড়িও বিকল্প রুটে পাঠিয়ে দেওয়া হবে।

কলকাতা পুলিশ সূত্রে খবর, মা ফ্লাইওভারে রংয়ের কাজ চলার কারণে রাত ১২টা থেকে ভোর ৫টা পর্যন্ত বন্ধ থাকবে ফ্লাইওভারটি। আর তা কার্যকর হতে চলেছে বুধবার রাত থেকেই। কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত প্রতিদিন রাতেই বন্ধ রাখা হবে এই মা-ফ্লাইওভার। তবে কবে কাজ শেষ হবে, তা বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়নি।

পুলিশের বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, পূর্ব কলকাতা ও সল্টলেকের দিক থেকে আসা মা উড়ালপুলগামী গাড়িগুলিকে বাইপাস, পরমা আইল্যান্ড, পি সি কানেক্টর, ৪ নম্বর ব্রিজ, নিউ পার্ক স্ট্রিট, আমির আলি অ্যাভিনিউ দিয়ে ঘোরানো হবে। এই রুট দিয়ে এসে তারা এজেসি বোস উড়ালপুল ধরবে। আবার যে সমস্ত পূর্বমুখী গাড়িগুলি এজেসি বোস ফ্লাইওভার থেকে মা ফ্লাইওভারের দিকে আসবে তাদের সেভেন পয়েন্ট ক্রসিং, সুরাবর্দি অ্যাভিনিউ, দরগা রোড, ৪ নম্বর ব্রিজ, পি সি কানেক্টর হয়ে ইএম বাইপাস ধরবে।

যোধপুর পার্কের ক্যাফেতে বিস্ফোরণ, অগ্নিদগ্ধ ক্যাফেরই কর্মী

নিজস্ব প্রতিবেদন: খাস কলকাতার ক্যাফেতে বিস্ফোরণ। দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল আগুন। অগ্নিদগ্ধ যোধপুর পার্কের ওই ক্যাফের এক কর্মী। ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্য এলাকায়। খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে পৌঁছান স্থানীয় কাউন্সিলর।

জানা গিয়েছে, বুধবার ঘড়ির কাঁটায় পৌনে ১২ টা নাগাদ ঘটে দুর্ঘটনা। আচমকা বিকট শধ শুনতে পান ওই ক্যাফে সংলগ্ন এলাকার বাসিন্দারা। এরপরই তাঁদের নজরে আসে জ্বলছে ক্যাফের একাংশ। দোকানের শাটার ছিটকে পড়েছে বেশ কিছুটা দূরে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে স্বাভাবিকভাবেই প্রবল চাঞ্চল্য ছড়ায় এলাকায়। দ্রুত খবর দেওয়া হয় দমকলে। আগুনের খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় একাধিক ইঞ্জিন। এরপরই নজরে আসে আগুনে দগ্ধ হয়েছেন ওই ক্যাফের রাঁধুনি। তড়িঘড়ি তাঁকে উদ্ধার করে নিয়ে যাওয়া হয় হাসপাতালে।

এদিকে খবর পাঠানো হয় এলাকার কাউন্সিলরকে। বিষয়টা জানা মাত্রই তিনি নিজে ঘটনাস্থলে যান। এক প্রত্যক্ষদর্শীর কথায়, 'প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে সিলিন্ডার ফেটেই এই ঘটনা। শাটার ছিটকে দূরে গিয়ে পড়েছে বিস্ফোরণের তীব্রতায়।'

তবে কী থেকে বিস্ফোরণ, তা স্পষ্ট নয়। প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে, গ্যাস সিলিন্ডার থাকে লিকেজ হওয়ায় কারণে বিস্ফোরণ হয়ে থাকতে পারে। তবে ঘটনার পিছনে অন্য কোনও কারণ রয়েছে কিনা, সেটাও খতিয়ে দেখছে দমকল এবং পুলিশ।

বাংলা সহায়তা কেন্দ্র থেকে মিলছে ২৯২টি পরিষেবার সুবিধা

নিজস্ব প্রতিবেদন: পরিসংখ্যান বলছে, শেষ এক মাসে প্রায় ১২ লক্ষ ৪৩ হাজার মানুষ বাংলা সহায়তা কেন্দ্রগুলি থেকে নানা পরিষেবা বা তথ্য জানার সুযোগ পেয়েছেন। বাংলা সহায়তা কেন্দ্রের মাধ্যমে সম্প্রতি রেজিস্ট্রেশনের স্ট্যাম্প ডিউটি পেইমেন্ট প্রদান করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এছাড়াও জমির দলিলের কপি পাওয়ার আবেদন করা যাবে এই কেন্দ্রগুলি থেকে। জমির দাগ, খতিয়ান নম্বর সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য দিয়ে দলিলের খোঁজ খবর নেওয়া যাবে। এছাড়াও আধার মোবাইল লিঙ্ক, স্বাস্থ্যসাথী কার্ডের জন্য রেজিস্ট্রেশন, ডিজিটাল রেশন কার্ড আবেদন, স্ট্যাটাস চেক -এর মতো গুরুত্বপূর্ণ কাজ করা যায় এই কেন্দ্রগুলি থেকে।

এখানে বলে রাখা শ্রেয়, বাংলা সহায়তা কেন্দ্র হল মূলত রাজ্য সরকারের বিভিন্ন পরিষেবা দেওয়ার জন্য বা অবগত করার জন্য একটি প্রকল্প। নিঃখরচায় যে কোনও নাগরিকের কাছে সরকারি সহায়তা পৌঁছে দেওয়া হয় এই কেন্দ্রগুলোর মাধ্যমে। প্রতিটি জেলাতেই বাংলা সহায়তা কেন্দ্র গড়ে তোলা হয়েছে সরকারের তরফে। সরকারি নানা পরিষেবা কীভাবে পেতে হয় সেই সম্পর্কে জানতে, বিভিন্ন তথ্য পেতে জনসাধারণকে সরকারি অফিসের দ্বারস্থ না হয়ে এই কেন্দ্রগুলির থেকেই সহায়তা পেতে পারেন। এখনও পর্যন্ত মোট ৪০টি বিভাগের ২৯২টি বিভিন্ন ধরণের পরিষেবা পাওয়া যায় এই কেন্দ্রগুলি থেকে। এর মধ্যে ১০৪টি লেনদেন পরিষেবা, ৯৭টি ই-ওয়ালেট পরিষেবা এবং ৫৯টি তথ্য পরিষেবা সহ ২৬০টি পাবলিক পরিষেবা পাওয়া যায় এই কেন্দ্রগুলি থেকে। সরকারি ওয়েবসাইটের পরিসংখ্যান অনুসারে, এখনও পর্যন্ত রাজ্যে মোট ৩,৫৬১ টি বাংলা সহায়তা কেন্দ্র তৈরি করা হয়েছে। আগামী দিনে আরও ১,৪৬৪টি কেন্দ্র খোলার পরিকল্পনা রয়েছে রাজ্য সরকারের। এই প্রসঙ্গে বলে রাখা শ্রেয়, আপনি অনলাইনে মোবাইল থেকেই নিজের বাসস্থানের নিকটবর্তী বাংলা সহায়তা কেন্দ্র খুঁজে নিতে পারবেন।

শাহাজাহানের ভাই সিরাজউদ্দিনকে তলব ইডির

নিজস্ব প্রতিবেদন: ফের সন্দেশখালির 'ত্রাস' শাহাজাহানের ভাই সিরাজউদ্দিনকে তলব করল কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা ইডি। এর আগে চারবার তলব করেও দেখা মেলেনি সিরাজউদ্দিনের। ইডি সূত্রে খবর, আগামী সোমবার তাঁকে হাজিরার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তবে এবারও হাজিরা দেবেন কি না সিরাজউদ্দিন তা স্পষ্ট নয়।

গত ৫ জানুয়ারি, সন্দেশখালির সরবেড়িয়ায় শেখ শাহজাহানের বাড়িতে যান ইডি আধিকারিকরা। সন্দেশখালির 'ত্রাসে'র দুটি নম্বরে বার বার যোগাযোগ করার চেষ্টা করেন তদন্তকারীরা। তবে দীর্ঘক্ষণ দুটি নম্বরই ফোন ব্যস্ত থাকায় যোগাযোগ করা সম্ভব হয়নি। একটি নম্বরে ফোন ধরেন শাহজাহান। তবে ইডির কথা শুনেই ফোন কেটে দেন তিনি। কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার দাবি, ফোন কেটে দেওয়ার পরই শাহজাহান অনুগামীরা ইডি আধিকারিকদের ঘিরে ধরেন। হামলার শিকার হন তাঁরা। সরকারি গাড়িতেও চলে ব্যাপক ভাঙচুর। এই ঘটনার পর মাছের ভেড়ি এবং জমি দখলের অভিযোগে শাহজাহানের বিরুদ্ধে সরব হন সন্দেশখালির মহিলারা। দফায় দফায় পথে নামেন তাঁরা।

শাহজাহান গ্রেপ্তার হওয়ার পর থেকেই একের পর এক নাম সামনে আসে। শাহজাহানের এক ভাই আলমগিরকে গ্রেপ্তার করে সিবিআই। পরে আবার তাঁকে গ্রেপ্তার করে ইডিও। এছাড়া শাহজাহান 'ঘনিষ্ঠ' হিসাবে পরিচিত শিবু হাজরা এবং দিদার বক্সকেও গ্রেফতার করে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। তবে এখনও কোনও খোঁজ নেই শাহজাহানের ভাই সিরাজউদ্দিনের। তাঁকেই বার বার নোটিস পাঠাচ্ছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। ইডির স্ক্যানারে শাহজাহানের জামাই এবং গাড়িচালকও।

জোড়া পথদুর্ঘটনা কলকাতায়, মৃত ১

নিজস্ব প্রতিবেদন: খাস কলকাতায় ঘটে গেল জোড়া দুর্ঘটনা। বুধবার টালিগঞ্জ রেলব্রিজের কাছে পথের বলি হলেন এক স্কুটার চালক। অন্যদিকে, পাটুলিতে রাস্তা পার হওয়ার সময় জখম হলেন এক পথচারী।

কলকাতা পুলিশ সূত্রে খবর, মঙ্গলবার রাত আড়াইটে নাগাদ কালীঘাট থেকে টালিগঞ্জের দিকে যাচ্ছিল একটি স্কুটার। বেপরোয়া গতিতে আসা স্কুটারটি ধাক্কা দেয় গার্ডরেলে। চালক ছিটকে পড়েন রাস্তায়। স্থানীয়রা তড়িঘড়ি তাঁকে উদ্ধার করে নিয়ে যায় হাসপাতালে। সেখানেই চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। সূত্রের খবর, মৃতের নাম কৃষ্ণেন্দু দাস।

অন্যদিকে, বুধবার সকালে পাটুলি এলাকায় রাস্তা পেরনোর সময় বাইকের ধাক্কায় জখম পথচারী। বাইকের ধাক্কায় রাস্তায় ছিটকে পড়েন মহিলা। তাঁর মাথা ও পায়ে চোট লাগে। অভিযুক্ত চালককে আটক করেছে পুলিশ।

প্রসঙ্গত, রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে প্রতিদিন একাধিক দুর্ঘটনা ঘটে। পরিস্থিতি সামাল দিতে রাজ্যের তরফে বারবার সকলকে সতর্ক করা হয়। জেলায় জেলায় সেফ ড্রাইভ, সেভ লাইভ কর্মসূচিও হয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও বদলাচ্ছে না পরিস্থিতি। কখনও বেপরোয়া গতি, কখনই আবার চালকের সামান্য ভুলে বলি হতে হচ্ছে আমজনতাকে।

জট কাটিয়ে ১৬ আগস্ট থেকে খুলছে জগদ্দলের আংলো ইন্ডিয়া জুটমিল

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: জট কাটিয়ে অবশেষে আগামী ১৬ আগস্ট থেকে খুলছে জগদ্দলের আংলো ইন্ডিয়া জুটমিল। পুজোর আগেই বন্ধ মিল চালু হবার খবরে খুশি শ্রমিকরাও। প্রসঙ্গত, চলতি বছরের ৪ জুলাই রাতে মিলের গেটে সাসপেনশন অফ ওয়ার্কের নোটিশ ঝুলিয়ে দিয়েছিল মালিকপক্ষ। সাময়িক বন্ধের নোটিশে উৎপাদনের ঘাটতিকেই দায়ী করেছিল মালিকপক্ষ। নোটিশে উল্লেখ ছিল, চায়না তাঁত বিভাগে মেশিন বন্ধ রেখেই টিফিনে যেতেন শ্রমিকরা। টিফিনের নামে তারা অযথা সময় ব্যয় করতেন। এদিকে মিল খোলার দাবিতে গত ৪ আগস্ট সকালে মিল গেটে ব্যস্ততম ঘোষপাড়া রোড অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখায় শ্রমিকরা। ভাটপাড়া থানার পুলিশ পৌঁছে মিল খোলার আশ্বাস দিলে বিক্ষোভকারীরা অবরোধ প্রত্যাহার করে নিয়েছিলেন। অবশেষে বুধবার বেলায় ত্রিপাক্ষিক বৈঠকে জট কাটে। উক্ত বৈঠকে এদিন মালিক পক্ষ ছাড়াও মিলের ছয়টি শ্রমিক ইউনিয়নের প্রতিনিধি এবং ভাটপাড়া থানার ভারপ্রাপ্ত অধিকারিক হাজির ছিলেন। বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয়েছে আগামী ১৬ আগস্ট থেকে মিলে উৎপাদন চালু হবে। মিল চালু নিয়ে জুট টেক্সটাইল ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের সাধারন সম্পাদক অশোক কুমার সিং বলেন, আগামী ১৬ আগস্ট থেকে পুরোদমে মিল চালু হবে। মেশিন চালু রেখেই শ্রমিকদের টিফিনে যেতে হবে। সেক্ষেত্রে মেশিন ম্যান এবং হেল্পারকে পালা করে টিফিনে যেতে হবে। তাছাড়া গেটের বাইরে করে দেওয়া পাঁচজন শ্রমিককে ফের কাজে ফিরিয়ে নেওয়া হয়েছে।

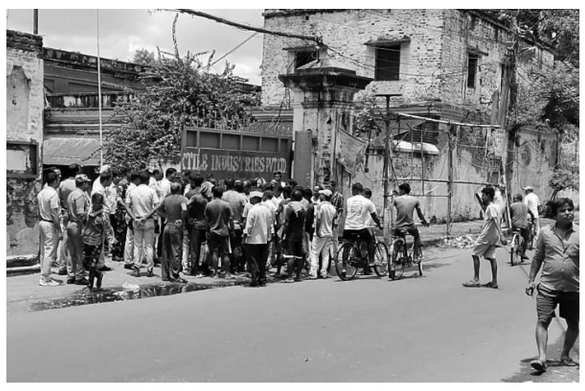

বাংলাদেশের অশান্তির জের পড়েছে ইলিশ আমদানিতেও

নিজস্ব প্রতিবেদন: বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতির কারণে বন্ধ রয়েছে আমদানি রফতানি। আর এই বাণিজ্যিক আদান-প্রদান বন্ধ থাকায় এবার আঁচ পড়েছে ইলিশের এরাজ্যে আমদানিতেও। বাংলাদেশ থেকে আসছে না ইলিশ। যার ফলে শারদোৎসবে ইলিশের বিভিন্ন পদের দেখা নাও মিলতে পারে খাদ্য প্রেমীদের পাতে।

বনগাঁর পেট্রাপোল সীমান্ত দিয়ে এরাজ্য প্রবেশ করে ইলিশ। বাংলাদেশের অশান্তির কারণে বন্ধ রয়েছে বাণিজ্য। সীমান্তে মোতায়েন করা হয়েছে কড়া নিরাপত্তা। মৎস্য ব্যবসায়ীদের কথায় শারদীয়ার সময় যে সব ইলিশ বাজারে পাওয়া যায় তার আমদানি হয় এই অগাস্ট মাস থেকেই। উৎসবের সময় তা বাজারে ছাড়া হয়। কিন্তু এখনও পর্যন্ত কোনও আমদানি না হওয়ায় এবছর শারদীয়ার সময় বাজারে ইলিশ দেখা যাবে কি না তা নিয়ে যথেষ্ট সন্দিহান মৎস্য ব্যবসায়ীরা।

গত বছর রাজ্যের পক্ষ থেকে ৩০০০ মেট্রিক টন ইলিশ চাওয়া হয়েছিল বাংলাদেশের কাছে। যা চাওয়া হয়েছিল তা দেওয়া হয়নি প্রতিবেশী উপ-মহাদেশের পক্ষ থেকে। মাত্র ৯০০ মেট্রিক টন ইলিশ পাঠানো হয় রাজ্যে।

তবে এখন বাজারে যে ইলিশ পাওয়া যাচ্ছে তা কিনতে গিয়ে ফিরে আসতে হচ্ছে অনেক মধ্যবিত্তকে। ২০০০ থেকে ২৩০০ টাকা কেজি দামে বিক্রি হচ্ছে সেই সব মাছ। ছোট মাছের দাম ১৫০০ টাকা। যার ফলে বৃষ্টি হলেও ইলিশের স্বাদ মেটাতে পারছেন না অনেকেই।

ফের নিম্নচাপ, বাংলা ও ঝাড়খণ্ড সীমানা এলাকায় ভারী বৃষ্টির আশঙ্কা

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যজুড়ে হয়ে চলেছে বিক্ষিপ্ত বৃষ্টিপাত। আগামী কয়েকদিনের আবহাওয়া সম্পর্কে আলিপুর আবহাওয়া দফতরের তরফ থেকে ফের নিম্নচাপ তৈরি হওয়ার সম্ভাবনার কথা জানানো হল।

এই নিম্নচাপ তৈরি হতে পারে বৃহস্পতিবার। তার জেরে বাংলা ও ঝাড়খণ্ড সীমানা এলাকায় ভারী বৃষ্টিপাতের আশঙ্কা। শুক্রবার প্রবল বৃষ্টির সম্ভাবনা ঝাড়খণ্ডে। প্রভাব পড়তে পারে বাংলায়। একইসঙ্গে এও জানানো হয়েছে, বাংলাদেশ ও সংলগ্ন গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গের উপর তৈরি ঘূর্ণাবর্ত সরে গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গ সংলগ্ন ঝাড়খণ্ড এবং উত্তর ওড়িশা এলাকায় অবস্থান করছে।

এটি দক্ষিণ দিকে ঝুঁকে থাকায় বৃষ্টির সম্ভাবনা বাড়বে।যা আগামী ২৪ ঘণ্টায় এটি নিম্নচাপে পরিণত হবে। অন্যদিকে সক্রিয় মৌসুমী অক্ষরেখা বাংলায়। এই অক্ষরেখা রাঁচি ও দিঘার ওপর দিয়ে পূর্ব মধ্য বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত।ফলে ঘূর্ণাবর্ত ও সক্রিয় মৌসুমী অক্ষরেখার জোড়া প্রভাবে বৃষ্টি বাড়বে বাংলায়। সপ্তাহ জুড়েই উত্তরের পাঁচ জেলায় ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস।

বিক্ষিপ্ত ভাবে ভারী বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা দক্ষিণবঙ্গেও। সঙ্গে এও জানানো হয়েছে, মঙ্গলবার পর্যন্ত ওয়াইড স্প্রেইড রেইনের সম্ভাবনা। শনিবার বৃষ্টির পরিমাণ কিছুটা কম থাকবে। ফের রবিবার থেকে বৃষ্টির সম্ভাবনা বাড়বে। সব জেলাতেই ওয়াইড স্প্রেইড রেইনের সম্ভাবনা রবিবার থেকে মঙ্গলবার পর্যন্ত।

এদিকে বৃহস্পতিবার দক্ষিণবঙ্গের ছয় জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির পূর্বাভাস। বৃষ্টি হবার সম্ভাবনা বীরভূম, পশ্চিম বর্ধমান, মুর্শিদাবাদ, নদিয়া, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলায়। বৃহস্পতিবার অতি ভারী বৃষ্টির সতর্কতা আলিপুরদুয়ারে। বৃষ্টি হতে পারে ২০০ মিমি পর্যন্ত। ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস দার্জিলিং, কালিম্পং, কোচবিহার এবং জলপাইগুড়ি জেলাতে। বাকি তিন জেলাতেও বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা মাঝারি বৃষ্টি।

শুক্রবার বৃষ্টি সম্ভাবনা কম থাকলেও শনিবার এর বিক্ষিপ্ত ভাবে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। শনিবার ভারী বৃষ্টি হবে দক্ষিণবঙ্গের তিন জেলা পুরুলিয়া পশ্চিম বর্ধমান এবং বীরভূমে।

অন্যদিকে উত্তরবঙ্গের উপরের দিকের পাঁচ জেলায় ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টি চলবে। প্রবল বৃষ্টির সতর্কতা আলিপুরদুয়ারে। বাকি জেলাতেও শনিবার পর্যন্ত ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা।শুক্রবার ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস দার্জিলিং, কালিম্পং, কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার এবং জলপাইগুড়ি জেলাতে। বাকি তিন জেলাতেও হবে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা মাঝারি বৃষ্টি।

সম্পাদকীয়

শুধু টাকার লোভে ক্ষতিকারক বস্তুর বিজ্ঞাপনে তারকাদের শামিল বন্ধ হওয়া জরুরি

অমৃতের স্বাদ আশা করে কেউ যাতে বিষ পান না করেন; তা নিশ্চিত করা রাষ্ট্রের কর্তব্য। প্রশ্ন হল, রাষ্ট্র কি সেই দায়িত্ব পালন করতে পারছে? মাঝে মাঝেই তো প্যাকেটজাত খাবারে ক্ষতিকারক বস্তু থাকার খবর সংবাদপত্রে দেখতে পাই। মধু, যা কিনা শিশু থেকে বৃদ্ধ; সব বয়সের মানুষরাই খেয়ে থাকেন, সেই নামী, দামি কোম্পানির মধুতেও ভেজাল পাওয়া গিয়েছে। তা হলে মানুষ কাদের বিশ্বাস করবেন? যাদের বিরুদ্ধে মধুতে ভেজাল মেশানোর অভিযোগ উঠেছে, তাদের বিরুদ্ধে কি তেমন কোনও শাস্তিমূলক ব্যবস্থা করা হয়েছিল? এমন অভিযোগ প্যাকেটজাত খাবার, নুডলস, চিপসের বিরুদ্ধেও উঠেছিল। চটজলদি নুডলস-এর এক ব্র্যান্ডের বিরুদ্ধেও মাত্রাতিরিক্ত সিসা থাকার অভিযোগ উঠেছিল। যাঁরা মাত্রাতিরিক্ত সিসা মেশানো নুডলস বা ভেজাল মধু ইতিমধ্যেই খেয়ে ক্ষতির শিকার হলেন, তাঁদের ক্ষতিপূরণ দেবে কে? সরকারের কি এই সব উপভোক্তাকে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার কোনও নির্দিষ্ট আইন আছে? টিভিতে একটি কোম্পানির পানমশলার বিজ্ঞাপনে দেখতে পাই বলিউড ও ক্রিকেট জগতের একাধিক রথী-মহারথীকে। সত্যিই কি ওই পানমশলায় ক্ষতিকারক পদার্থ ছাড়া উপকারী কিছু থাকে? তা হলে ওই সব তারকা শুধু টাকার লোভে ওই সমস্ত বিজ্ঞাপনে শামিল হন কেন? তারকাদের কোটি কোটি মানুষ রোলমডেল হিসাবে দেখেন। মানুষের স্বাস্থ্যের ব্যাপারে তাঁদের কি কোনও দায়িত্ব নেই ? শুধু টাকাটুকুই সব? ভেজাল শুধুমাত্র প্যাকেটজাত খাবারেই নেই। রাস্তার দু'পাশে, রেস্তরাঁয় যে সব ফাস্ট ফুড বিক্রি হয়, তার ভেজাল ধরার কোনও উদ্যোগ চোখে পড়ে না। অত্যধিক তেল, মশলা ও রাস্তার দূষণযুক্ত খাবার মানুষের যে কত বড় ক্ষতিসাধন করে চলেছে, তার হিসাব কেউ রাখে না। অধিকাংশ মানুষের আজ নানাবিধ রোগবালাইয়ের মূল কারণ রাস্তার দূষণ এবং ভেজালযুক্ত ফাস্ট ফুড খাওয়া। সমীক্ষায় উঠে এসেছে করোনাকালীন সময়ে রাস্তার ধারে ফাস্ট ফুড ও রেস্তরাঁ বন্ধ থাকার কারণে মানুষ ওই সব খাবার খেতে পারেননি। ফলে তাঁদের অন্য রোগব্যাধিগুলিও নিয়ন্ত্রণে ছিল। রাস্তার ধারের খাবারে ক্ষতিকর উপাদান বিষয়ে জনগণকে সজাগ করা একান্ত প্রয়োজন।

শব্দবাণ-১০

১			■	২		৩
	■	■	■	■	■	
	■	■	৪	■	■	
■	■	৫			■	■
৬	■	■		■	■	৭
	■	■	■	■	■	
৮			■	৯		

শুভজ্যোতি রায়

সূত্র—পাশাপাশি: ১. লোভী ২. উত্তম উপায় ৫. চিরস্থায়িত্ব ৮. বাধা, বিঘ্ন ৯. এর বড় বালাই।

সূত্র—উপর-নীচ: ১. এলাকা ৩. কড়া ধমক, তিরস্কার ৪. প্রান্তবর্তী ৬. শিষ্টাচার, ভদ্রতা ৭. বড়জাতীয় বাজ পাখি।

সমাধান: শব্দবাণ-৯

পাশাপাশি: ১. কলকাত্তাই ৪. মাগ ৫. বচন ৭. তনখা ৯. ডেরা ১১. জনবহুল।

উপর-নীচ: ১. কলরব ২. কাঠা ৩. ইমারত ৬. নটরাজ ৮. খাপরেল ১০. টব।

জন্মদিন

আজকের দিন

অতুল্য ঘোষ

১৯০৪ *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ অতুল্য ঘোষের জন্মদিন।*
১৯৪১ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেত্রী লিলি চক্রবর্তীর জন্মদিন।*
১৯৬১ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেত্রী দেবশ্রী রায়ের জন্মদিন।*

অতঃকিম বাংলাদেশ

তন্ময় সিংহ

মুক্তিযুদ্ধের পরস্বাধীন দেশ হওয়ার পঞ্চাশ বছর পরেও, যখন দেশের চাকরির প্রায় ৯০ শতাংশ সংরক্ষণ করে দেয়া হয় মুক্তিযোদ্ধা এবং অন্যান্য জাতিভিত্তিক বিভাগে, তখন দেশের ছাত্রদল আগামী নিয়ে অনিশ্চিত হবে এটাই স্বাভাবিক। যে দেশের জন্ম ভাষাগতভাবে তরুণ রক্তের বলিদান দিয়ে মাতৃভাষায় কথা বলার জন্য সেই দেশে ছাত্রছাত্রীরা বিপ্লব করবে এবং তাতে সারাদেশ অংশগ্রহণ করবে এটাই স্বাভাবিক। দেশের কোটা সংরক্ষণ থেকে ছাত্র-ছাত্রীদের মনে পুঞ্জিভূত ক্ষোভ দমন করবার জন্য শুরু থেকে বল প্রয়োগ করে প্রায় দুই শতাধিক ছাত্রছাত্রীর মৃত্যুর পর সুপ্রিম কোর্টের রায়ের মাধ্যমে সংরক্ষণ তুলে দিলেও সরকারের ভাবমূর্তি নষ্ট হওয়ার যেটুকু তা সম্পূর্ণ হয়েছে। এর সাথে আছে বিভিন্ন ধরনের বিরোধী শক্তি গুলির উস্কানি এবং কিছু ক্ষেত্রে পুলিশ বা প্রশাসনের প্রতি সক্রিয়তা এবং সেনাবাহিনীর নিষ্ক্রিয়তা, শেষ পর্যন্ত আরব বসন্তের মতন বাংলাদেশেও পরিবর্তন এলো, শেখ হাসিনা বাধ্য হলেন দেশ ছেড়ে চলে আসতে সেনাবাহিনী ক্ষমতা দখল করল সেই সুযোগে।

যদি সময় পিছিয়ে গিয়ে ঘটনাটা দেখা যায় তাহলে আমরা দেখতে পাবো এই জনগনের সরকার বিরোধীতার পরিসর এবং সরকারের মধ্যে আমি যেটা করছি সেটাই ঠিক মনোভাব লুকিয়ে আছে শেখ হাসিনা নেতৃত্বাধীন সরকারের শাসন কালে। স্বৈরাচারী মনোভাব নিয়ে গণতন্ত্র বর্তমান বিশ্বে বিভিন্ন দেশেই ক্রমবর্ধমান। প্রধান বিরোধী নেত্রীকে এবং দলকে বাদ দিয়ে বাংলাদেশে নির্বাচন করা, বিরোধীদের জেলে রাখা ফল ছিল বিপুল ভোটে জিতে তৃতীয়বারের জন্য প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শেখ হাসিনার শপথ নেওয়া। পতনের শুরু ও সেখান থেকে। রাজনীতিতে বিরোধী দলের থাকা গণতন্ত্রের পক্ষে সবচেয়ে বড় উদাহরণ, কোন দলই বিরোধী না রেখে গণতন্ত্র চালাতে পারে না। তার অবলুপ্তি ঘটেই। নির্বাচনকে প্রহসন বানিয়ে প্রতিবেশী বাংলাদেশে বিপুল ভোটে নির্বাচিত সরকার একই ভুল করেছিল। শেখ হাসিনা ব্যক্তিগতভাবে জনপ্রিয় হওয়া সত্বেও তার বিরুদ্ধে একটি ছাত্র আন্দোলনকে মূলধন বিরোধী রাজনীতিকরা সমূলে আরেকবার উৎপাটিত করল ৫০ বছরের কিছু বেশি স্বাধীন দেশটির গণতন্ত্রকে। আগামীর অরাজকতার ট্রেলার আমরা দেখলাম বঙ্গবন্ধুর মূর্তি ভাঙ্গা কিংবা গণভবন লুঠ হওয়ার মধ্যে।

প্রতিবেশী রাষ্ট্র হিসেবে ভারতের প্রভাব বাংলাদেশের উপরে সব সময় বেশি, মুক্তিযুদ্ধে সহযোগিতার পরেও বাংলাদেশ ভারতের উপর নির্ভরশীল। এযাবৎকালে ক্ষ্মবয়কট ভারতক্ষ্ম আন্দোলন ছিল শেখ হাসিনা বিরোধী শক্তিগুলির একটি মিলিত প্রয়াস। যেটি ধরতে শেখ হাসিনার সাথে সাথে ব্যর্থ হয় ভারত ও। ভারতের তরফ থেকেও বারংবার বাংলাদেশের অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে দিশা নির্দেশ থাকলেও বর্তমানে এই অঞ্চলে চীন বড় শক্তি হওয়ায় করার ছিল না সেভাবে কিছু। নিরাপদ আশ্রয় হিসাবে শেখ হাসিনার ভারতে আসা বাংলাদেশে ভারত বিরোধী শক্তিকে আরো অনুপ্রাণিত করবে এবং ভারত কে বিশেষত ত্রিপুরা, পশ্চিমবঙ্গ কে, প্রতিবেশী হিসেবে এক কঠিন সময় আসবে যদি আবার উদ্বাস্তু সমস্যা ফিরে আসে। বাংলাদেশে যাকে দ্বিতীয় মুক্তিযুদ্ধ বলা হচ্ছে, প্রায় তিন শত তরুণ ছাত্র ছাত্রীদের কোটা বিরোধী আন্দোলনে আত্ম বলিদান এর ফলে সুপ্রিম কোর্ট নতুন রায়দানে দেশে কোটা সিস্টেমকে অবলুপ্ত হওয়ার পাশাপাশি, শেখ হাসিনা সরকার কেউ বাধ্য করে ছাত্রদলের সাথে বসতে এবং তাদের দাবিদাওয়া মেনে নিতে। কিন্তু তারপরেও এই ছাত্র আন্দোলন বাগ মানে নি দেশ জুড়ে চলতে থাকায় ইন্টারনেট বন্ধ ও পুলিশের শাসন এবং মৃত ছাত্রছাত্রীদের সুবিচার চেয়ে এই আন্দোলনে ঘৃতাহুতি দেয় শেখ হাসিনার বিরোধী শক্তি । শেষ পর্যন্ত লংমার্চের মত সারাদেশ থেকে কোটি কোটি মানুষ বাংলাদেশের ঢাকায় এসে উপস্থিত হয় এবং এই দ্বিতীয় মুক্তিযুদ্ধ যা ছাত্র ছাত্রীদের কোটা বিরোধী সংগ্রাম থেকে শুরু হয়েছিল শেষ পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ক্ষমতাচ্যুত করে । রাষ্ট্রপতির কাছে পদত্যাগ করে শেখ হাসিনা দেশ ত্যাগ করার পর রাষ্ট্রপতির সাথে আলোচনা করে সেনাবাহিনীর প্রধান দেশের ক্ষমতা তুলে নিয়েছেন।

যদিও শেখ হাসিনা বারবার বলছিলেন এই আন্দোলনের পিছনে দেশবিরোধী শক্তি গুলির হাত আছে যারা, অস্থির পরিস্থিতি তৈরি করে সেনাশাসন ও পরবর্তীকালে দেশে এক জাতির শাসন প্রতিষ্ঠা করতে বদ্ধপরিকর। তবু শেখ হাসিনা ছাত্রছাত্রীদের সাথে সরাসরি কথা বলেননি, তিনি তাদের আন্দোলন থেকে সরে আসছে সরাসরি বারংবার অনুরোধ করেননি। শেষ পর্যন্ত বিরোধীহীন গণতন্ত্র চালাতে গিয়ে শেখ হাসিনা বাধ্য হলেন দেশ ত্যাগ করতে। যদিও গতকাল থেকে বিভিন্ন পোস্টে হিন্দুদের উপরে অত্যাচারের খবর আসছে। সেনাবাহিনীর প্রধানের প্রথম ভাষণেও বাংলাদেশের চিরকালের জাতিভিত্তিক লাঞ্ছনার শিকার হিন্দুদের জন্য কিছু ছিল না, বাংলাদেশের আইন-শৃঙ্খলা শক্ত হাতে দমন করবার মতো কোনো কথা তিনি বলেননি, তাই এই দ্বিতীয় মুক্তিযুদ্ধের আড়ালে এবং সেনাবাহিনী নীরবতার সুযোগ বাংলাদেশে ঘটে গেল রাজনৈতিক চরিত্র বদল। উপ মহাদেশের এক অস্থির সময় , ভারতের প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলি আর্থিকভাবে কম হয়ে লোনের গ্রাসে জড়িয়ে পড়ছে, যে দেশটির আর্থিক বৃদ্ধি এই সময়ে অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য ছিল সেখানে শেখ হাসিনার পতন ছাত্র-ছাত্রীদের আন্দোলনের মাধ্যমে ড্রাগনের উপস্থিতি বাড়িয়ে তুলবে। সময় বলবান, তবুও তরুণ প্রজন্মের কাছে আশা থাকবে, শেখ হাসিনা সরকারের পতন ও কোটা বিরোধী আইন পাস হওয়ার সাথে সাথেই তাদের হয়তো সম্পূর্ণ রাজনৈতিক জয় সম্পূর্ণ হয়েছে। কিন্তু দেশের সংখ্যালঘু হিন্দুদের রক্ষা করা এবং দেশকে আবার গণতন্ত্রের পথে ফিরিয়ে নিয়ে আসা এই আগামী প্রজন্মের কাছে বড় চ্যালেঞ্জ হিসেবে থেকে গেল।

আনন্দকথা

"যদি বল দুঃখ, পাপ, অশান্তি — এ-সকল তবে কি? তার উত্তর এই যে, ও-সব জীবের পক্ষে। ব্রহ্ম নির্লিপ্ত। সাপের ভিতর বিষ আছে, অন্যকে কামড়ালে মরে যায়। সাপের কিন্তু কিছু হয় না।

(ব্রহ্ম অনির্বচনীয় অব্যপদেশ্যম্ — The Unknown and Unknowable)

"ব্রহ্ম যে কি, মুখে বলা যায় না। সব জিনিস উচ্ছিষ্ট হয়ে গেছে। বেদ, পুরাণ, তন্ত্র, ষড় দর্শন — সব এঁটো হয়েছে। কিন্তু একটি জিনিস কেবল উচ্ছিষ্ট হয় নাই, সে জিনিসটি ব্রহ্ম। ব্রহ্ম যে কি, আজ পর্যন্ত কেহ মুখে বলতে পার নাই।"

বিদ্যাসাগর (বন্ধুদের প্রতি) — বা! এটি তো বেশ কথা! আজ একটি নূতন কথা শিখলাম।

শ্রীরামকৃষ্ণ — এক বাপের দুটি ছেলে। ব্রহ্মবিদ্যা শিখবার জন্য ছেলে দুটিকে, বাপ আচার্যের হাতে দিলেন। কয়েক বৎসর পরে তারা গুরুগৃহ থেকে ফিরে এল, এসে বাপকে প্রণাম করলে।

(ক্রমশঃ)

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

অশান্ত হাসিনা-হীন বাংলাদেশ, সর্বত্র চলছে লুট-খুন, আতঙ্কে দেশ ছাড়ছেন বহু পরিবার

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: বাংলাদেশের রাস্তায় নেই সেনাবাহিনী। কর্মবিরতি ডাক দিয়েছে পুলিশের বিভিন্ন সংগঠন। সর্বত্র চলছে লুট, ধর্ষণ, খুন, ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগ। নিরাপত্তার অভাব বোধ করেই বহু ভারতীয়রা পালিয়ে আসছে এপারে। এমনকী বাংলাদেশী অনেক মানুষেরা চিকিৎসার কথা বলেই তড়িঘড়ি ভারতে প্রবেশ করছে। বুধবার সকাল থেকেই মালদা জেলার মহদিপুর এলাকার ভারত - বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সীমান্তে এমন চিত্র দেখা গিয়েছে। যেখানে অনেক বাংলাদেশী পরিবার নিয়ে চিকিৎসার নাম করে ভারতের মহদিপুর সীমান্ত দিয়ে প্রবেশ করেছেন। তাঁরাই বলছেন, এরকম বাংলাদেশ আমরা চাইনি। শেখ হাসিনাতো পদত্যাগ করেছেন। কোটা সংস্কারও মেনে নিয়ে সিদ্ধান্ত দিয়েছে বাংলাদেশের সর্বোচ্চ আদালত। তারপরও আন্দোলন থেমে নেই। সর্বত্রই লুট চলছে। ভাঙচুর করা হচ্ছে বাড়িঘর, দোকানপাট। পুকুরের মাছ থেকে জমির ফসল সব লুট করছে দুষ্কৃতীরা। রাস্তায় আগুন জ্বলছে। খুন হয়ে যাওয়ার আতঙ্কে পরিবার নিয়ে পালিয়ে এসেছি। রাস্তায় সেনাবাহিনী নেই, পুলিশ নেই। নিরাপত্তার সর্বত্রই অভাব রয়েছে। এই ঘটনার পিছনে বিদেশি শক্তির হাত রয়েছে বলেও এদিন ভারতে প্রবেশকারী বাংলাদেশী বেশ কিছু নাগরিকেরা জানিয়েছেন।

মালদার বাসিন্দা সুশান্ত সরকার গিয়েছিলেন বাংলাদেশের চাঁপাইনবাবগঞ্জের শ্বশুরবাড়িতে। এদিন সকালে আত্মীয়দের নিয়ে ফিরে এসে সুশান্তবাবু বলেন, সংখ্যালঘুদের ওপর চরম অত্যাচার চলছে। বাড়িঘর পুড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। সমস্ত কিছু লুট করে নেওয়া হচ্ছে। মহিলারাও আতঙ্কে রয়েছে। যেকোনো মুহূর্তে খুন হয়ে যাওয়ার ভয়ে নিজের দেশে চলে এসেছি। বাংলাদেশের পরিস্থিতি ভয়াবহ। বাংলাদেশের এক নাগরিক রাজশাহীর বাসিন্দা মহম্মদ হেলালউদ্দিন বলেন, হাসিনা সরকার তো পদত্যাগ করেছে। সবকিছু স্বাভাবিক হয়ে যাওয়ার কথা। কিন্তু হয়নি। আমার তিনটে পুকুরের মাছ লুট করেছে দুষ্কৃতীরা। বাড়িঘর ভাঙচুর করে দিয়েছে। ওরা বাড়ির সদস্যদের খুন করার চেষ্টা করেছিল। অনেক আকুতি মিনতি করাই প্রাণের রক্ষা পেয়েছি। চিকিৎসার নাম করে ভারতে পালিয়ে এসেছি। দেশে ফিরতে পারব কিনা জানি না। এরকম বাংলাদেশ আমরা চাইনি। মহিলাদের বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। যেখানে সেখানে অগ্নিসংযোগ ঘটিয়ে দেওয়া হচ্ছে। আজকের বাংলাদেশকে শেষ করে দেওয়ার পিছনে বিদেশি শক্তির হাত রয়েছে বলেই মনে করছি। জানি না কবে বাংলাদেশের পরিস্থিতি ঠিক হবে। এরকম আরো অনেকেই বাংলাদেশ ফেরত ভারতীয়রা একের পর এক উত্তাল পরিস্থিতির কথা জানিয়েছেন। ওই দেশের সংখ্যালঘুদের ওপর বিশাল দুর্যোগ নেমে এসেছে বলেও অভিযোগ করেছেন।

এদিকে বুধবার বাংলাদেশের অস্থির পরিস্থিতির মধ্যেও কাঁচা সবজি রপ্তানির শুরু হল। মহদিপুর এলাকার ভারত - বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সীমান্তের শুল্ক অধিকর্তা দেশদুলাল চ্যাটার্জী বলেন, সীমান্তের ওপারে এখনো দেড়শোটি ভারতীয় লরি আটকে রয়েছে। সেগুলোই আনার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। তবে ওপারে আটকে থাকা লরি চালক ও খালাসিরা প্রত্যেকে চলে এসেছে। পরিস্থিতি বুঝে ভারত থেকে কিছু কাঁচা সবজি যেমন লঙ্কা, পেঁয়াজ রপ্তানির করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। যদিও এখনো পর্যন্ত বাংলাদেশের পরিস্থিতি ভালো নেই। এব্যাপারে ওপারের শুল্ক দপ্তর এবং সীমান্ত বাহিনীর সঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। তবে রপ্তানির ক্ষেত্রে কোনওরকম সমস্যা হবে না বলে ওপারের প্রশাসন জানিয়েছে। সেইসব পরিস্থিতি তদারকি করে সাময়িক কিছু কাঁচামাল রপ্তানি করা হবে।

বন্ধ আমদানি-রপ্তানি, বিপুল আর্থিক ক্ষতির মুখে ব্যবসায়ীরা

নিজস্ব প্রতিবেদন, পেট্রাপোল: বন্ধ আমদানি-রপ্তানি, সীমান্তে দাঁড়িয়ে সারিসারি ট্রাক। মাছ, টমেটো সহ বিভিন্ন পচনশীল খাদ্যদ্রব্য পচে যাচ্ছে, বিপুল আর্থিক ক্ষতির মুখে ব্যবসায়ীরা। রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে বাংলাদেশে অশান্ত পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। সদ্য প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পদত্যাগের পর দ্রুত অশান্তি ছড়িয়ে পড়ে সমগ্র বাংলাদেশে জুড়ে বিভিন্ন প্রান্তে। বাংলাদেশের এই অশান্ত পরিস্থিতির জন্য আমদানি-রপ্তানি বন্ধ রয়েছে ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে। দুই দেশের মধ্যে আমদানি-রপ্তানি বন্ধ থাকার জেরে পেটপোল সীমান্তে দাঁড়িয়ে রয়েছে সারি সারি পণ্য বোঝাই করা ট্রাক। বিগত কয়েকদিন ধরে পেট্রাপোল সীমান্তে কয়েকটি মাছ বোঝাই করা ট্রাক দাঁড়িয়ে রয়েছে। তাদের মধ্যে দুটি ট্রাকের মাছ ইতিমধ্যেই নষ্ট হয়ে গিয়েছে। সেই ট্রাকগুলো ইতিমধ্যে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। এছাড়াও একটি ট্রাকের মাছ আজ নষ্ট হয়ে যাওয়ায় সেই ট্রাকটিকেও সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার প্রস্তুতি শুরু হয়েছে। ট্রাকের চালকরা জানাচ্ছেন প্রায় ৭০ থেকে ৮০ লক্ষ টাকার ক্ষতির সম্মুখীন হতে হল আমদানি-রপ্তানি বন্ধ থাকার জেরে মাছ পচে যাওয়ায়। অন্যদিকে কর্নাটক থেকে আসা টমেটো বোঝাই ট্রাক এখনও ঠায় দাঁড়িয়ে রয়েছে পেট্রাপোল সীমান্তে। চালকরা জানাচ্ছেন বিগত কয়েকদিন ধরে আমদানি রপ্তানি বন্ধ থাকার জেরে এভাবেই পণ্য বোঝাই ট্রাক নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছেন তারা। যদি আজকালের মধ্যে আমদানি-রপ্তানি চালু না হয় তাহলে তাদের ট্রাকে বোঝাই করা সমস্ত টমেটো নষ্ট হয়ে যাবে এবং বিপুল ক্ষতির সম্মুখীন হতে হবে।

ট্রেনে ধুমপান করায় মারামারির অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: মঙ্গলবার রাতে বাকি দিনের থেকে একটু বেশিই ভিড় ছিল তারকেশ্বর লোকালে। অফিস থেকে নিত্যযাত্রীরা ফিরছিলেন ট্রেনে। সেই সময় আচমকা শুরু ঝামেলা। তা থেকে বচসা। আর সেই বচসা থেকে শুরু মারামারি। রেল সূত্রে খবর, গোটা ঘটনায় আটক হয়েছেন ছ'জন। জানা গিয়েছে, তারকেশ্বর লোকাল শেওড়াফুলি স্টেশনে ঢোকার পরই শুরু হয় তুমুল গণ্ডগোল। ট্রেনের কামরায় ধুমপান করার নিয়ে শুরু হয় ঝামেলা। অভিযোগ, শেওড়াফুলি স্টেশনে ট্রেন থেকে নামিয়ে বেধড়ক মারধর করা হয় জলযাত্রীদের। সূত্রের খবর লাঠি হাতে মারতে উদ্যতও হয়েছেন নিত্যযাত্রী। কালীঘাট থেকে এসেছিলেন তাঁরা।

আরামবাগ বিডিও অফিসের গেটে টোটো পার্কিং, উদাসীন প্রশাসন

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: দিনের পর দিন গুরুত্বপূর্ণ প্রসাশনিক ভবন ও মেডিক্যাল কলেজের সামনে টোটো পার্কিং থাকায় নাজেহাল অবস্থা সাধারণ মানুষের। এই ঘটনা দেখা যাচ্ছে আরামবাগ বিডিও অফিসে। জানা গেছে, আরামবাগ বিডিও অফিসের দুটি প্রধান গেট।

একটি গেট পঞ্চায়েত নির্বাচনের সময় শান্তি শৃঙ্খলার জন্য চাবি দেওয়া হয়। তারপর থেকে চাবি খোলা হয়নি। গেটের চাবি না খোলার সুযোগ নেয় আরামবাগের টোটো চালকেরা। গেটের সামনে টোটো পার্কিং করতে শুরু করে। পাশাপাশি বিডিও অফিসের প্রাচীরের পাশে টোটো পার্কিং করা হয়। অভিযোগ এই টোটো পার্কিংয়ের ফলে প্রত্যেকদিন যানজট সৃষ্টি হয় আরামবাগ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের মুখে। তাছাড়া বিডিও অফিসে আসা সাধারণ মানুষও সমস্যায় পড়েন। এমনকী প্রশাসনিক ভবনের গাড়ি যাতায়াত করতেও অসুবিধা হয়। তবে আরামবাগ বিডিও অফিসে প্রত্যেকদিন কয়েক হাজার মানুষ আসেন। কিন্তু একটা মাত্র গেটে যাতায়াতে তাদের অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়। অথচ অন্য গেটটি চাবি দেওয়া এবং টোটো পার্কিং করা আছে কার স্বার্থে। উঠছে প্রশ্ন? কেন বিডিও অফিসের গেটের সামনে থেকে টোটো পার্কিং তোলা হবে না। কেন প্রশাসনিক ভবনের দুটো গেট সচল থাকবে না। প্রসাশনিক উদাসীনতার জন্য সাধারণ মানুষের ভোগান্তি বাড়ছে বলে অভিযোগ। এই বিষয়ে টোটো চালকদের দাবি, বিডিও অফিসে গেটে তালা দেওয়া আছে তাই টোটো পার্কিং করা আছে। নিষেধ করলে আর রাখা হবে না। যদিও আরামবাগ শহর আইএনটিটিইউসির সভাপতি শেখ সফিকুল আলম বলেন, আমরা বিডিও অফিসের সামনে থেকে টোটো সরিয়ে নেব। মাত্র ছয় সাতটি টোটোকে যাত্রী নামিয়ে চলে যাওয়ার কথা বলা হয়েছিল। আরামবাগ পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ মিতা বাগ বলেন, বহুবার টোটোগুলিকে সরিয়ে নেওয়ার কথা বলা হয়েছে। এবার বিডিও ব্যবস্থা নেবেন। অপরদিকে আরামবাগের বিডিও অনন্যা বিশ্বাস বলেন, বিডিও অফিসে গেটে ও প্রাচীরের গায়ে টোটো রাখার বিষয়টি পুলিশকে জানানো হয়েছে। দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

SBI — স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া
স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ, বর্ধমান
উল্লাস গেট নং ১, বর্ধমান - ৭১৩১০৪, ইমেল ঃ sbi.14817@sbi.co.in
ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ

অনুমোদিত অফিসারের বিস্তারিত ঃ নাম ঃ অভিজিৎ চক্রবর্তী, ইমেল আইডি ঃ sbi.14817@sbi.co.in, মোবাইল নং ঃ ৯৬৭৪৪৫৮৮৮৮

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি
[রুল ৮(৬) সংস্থান দ্রষ্টব্য]

স্থাবর সম্পদ বিক্রয় নিমিত্ত ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিনকস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) সংস্থান অধীনে]

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় ঃ তারিখ ঃ ১১.০৯.২০২৪
সময় ঃ ২৪০ মিনিট বেলা ১১টা থেকে বিকেল ৩টে পর্যন্ত ১০ মিনিটের অসীমায়িত সম্প্রসারণ প্রতিটি ডাকের জন্য সহ
সম্পত্তি পর্যবেক্ষণের তারিখ ঃ ০৪.০৯.২০২৪ সময় : সকাল ১১টা থেকে দুপুর ৩টে পর্যন্ত

সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণ) এর প্রতি বিশেষভাবে বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে নির্ধারিত ঋণদাতার নিকট নিম্নোক্ত বন্ধকদত্ত/দায়বদ্ধ স্থাবর সম্পত্তি **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, জামিন অধীনে ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার** কর্তৃক **স্বত্ব দখলীকৃত** এবং তা বিক্রয় করা হবে **'যেখানে যেমন আছে', 'যেখানে যা আছে' এবং 'যেখানে যেমন অবস্থায় আছে' ভিত্তিতে ১১.০৯.২০২৪ তারিখে সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৩টার মধ্যে।**

ক্রম নং ০১ — **[দ্রষ্টব্য সংস্থান রুল ৮(৬)]**

সংশ্লিষ্ট **১৮,৪৯,১৭৬.০০ টাকা ০২.১২.২০২৩** অনুযায়ী এবং পরবর্তী সুদ অন্যান্য ব্যয় এবং শুল্ক অনুযায়ী জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া আদায় **শ্রী উজ্জ্বল কুমার বসু এবং শ্রীমতি অনন্যা চক্রবর্তী**-এর কাছ থেকে আদায় সম্পর্কিত।
সংরক্ষিত মূল্য ঃ **১৪.৯৮ লাখ টাকা এবং বায়না জমা দাখিল ১,৪৯,৮০০.০০ টাকা**
ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ ১০,০০০.০০ টাকা

(জ্ঞাত দায়বদ্ধতা সহ স্থাবর সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ)

সংশ্লিষ্ট সকল অংশ স্বয়ংসম্পূর্ণ বসবাসের ফ্ল্যাট নং টি/৫, চতুর্থ তলে উত্তর পশ্চিম দিকে ভবনের নাম সোনারতরী এবং ঢাকা এরিয়া ৭৯২ বর্গফুট এবং সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৯৫০ বর্গফুট এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগঅংশ সুবিধা এবং পরিষেবা ভোগ দখলের অধিকার সমন্বিত। ভবন অবস্থিত জেলা : হুগলি, থানা : উত্তরপাড়া অ্যাডি ডিস্ট্রিক্ট সাব রেজিস্ট্রি শ্রীরামপুর, মৌজা : খোরদা বাহেরা, জেএল নং ৬, নবগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন। সম্পত্তির স্বত্বাধিকারীর নাম উজ্জ্বল বসু এবং অনন্যা চক্রবর্তী উল্লেখ্য স্বত্ব দলিল নং ০৬২১০৩৭৫০-২০১৮ সালের।

সম্পত্তির স্বত্ব দখলীকৃত

ক) বিক্রয়ের বিশদ নিয়ম এবং শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, সিকিউরড ক্রেডিটরের ওয়েবসাইট www.sbi.co.in এবং নির্দিষ্ট ই-নিলামের জন্য নির্দিষ্ট লিঙ্কে দেওয়া লিঙ্কটি দেখুন https://ebkray.in। ডাকদাতারা রেজিস্ট্রেশনের জন্য অনুগ্রহ করে পাথ https://ebkray.in>eauction-psb>bidder-registration দেখুন।
খ) ইচ্ছুক দরদাতা/গণ তার ইএমডির পরিমাণ ebkray/PSB Alliance Pvt. Ltd. সাথে রক্ষণাবেক্ষণ করা তার বিডার অ্যাকাউন্টে তৈরি করা চালানের মাধ্যমে স্থানান্তর করতে হবে। (ই-মেইল আইডি support.ebkray@psballiance.com) https://ebkray.in-এ নিলামের তারিখের আগে তার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে NEFT/RTGS স্থানান্তর করে

সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে কোনও বিতর্কের সৃষ্টি হলে ইংরাজি মাধ্যমকেই সঠিক গণ্য করতে হবে

তারিখ ঃ ০৮.০৮.২০২৪
স্থান ঃ বর্ধমান
অনুমোদিত অফিসার
এসবিআই, স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি শাখা, বর্ধমান

Bally Co-operative Bank Limited
Head Office: 396, Grand Trunk Road, Bally, Howrah-711201
R.B.I. Licence No. UBDW.B. 01/2001-2002
ESTD.:1925
PHONE :2654-2108,
FAX: 91-033-2654-3296
Email: ballybank3296@gmail.com

BALANCE SHEET
Balance as on 31st March 2024

CAPITAL & LIABILITIES	SCHEDULE	31-03-2024	31-03-2023
CAPITAL	1	81,05,836.00	81,05,836.00
Reserves and Surplus	2	11,47,57,626.23	11,31,13,225.54
Deposits	3	9,83,27,287.10	10,27,28,247.21
Borrowings	4	0.00	0.00
Other Liabilities and Provisions	5	41,22,23,734.82	39,87,42,520.86
		63,34,14,484.15	62,26,89,829.61
ASSET		31-03-2024	31-03-2023
Cash and Balances with Reserve Bank of India	6	3,20,983.00	5,75,074.00
Balances with Banks and Money at Call and Short Notice	7	10,39,42,927.21	10,49,64,587.47
Investments	8	5,63,64,773.03	5,63,09,406.55
Advances	9	4,07,65,356.65	4,10,85,934.58
Fixed Assets	10	25,57,708.73	28,25,534.89
OTHER ASSETS	11	42,94,62,735.53	41,69,29,292.12
CONTINGENT LIABILITIES	12	0.00	0.00
		63,34,14,484.15	62,26,89,829.61
I.Income		31-03-2024	31-03-2023
Interest Earned	13	98,44,195.36	85,22,767.79
Other Income	14	27,58,395.69	36,27,394.48
		1,26,02,591.05	1,21,50,162.27
II.Expenditure		31-03-2024	31-03-2023
Interest Expended	15	30,27,500.97	32,10,096.85
Operating Expenses	16	47,89,465.27	53,61,247.92
		78,16,966.24	85,71,344.77
III.Profit/Loss		31-03-2024	31-03-2023
Net profit for the year		47,85,624.81	35,78,817.50
Profit/loss(-) brought forward			
Total III.Profit/Loss		47,85,624.81	35,78,817.50
IV.Appropriations		31-03-2024	31-03-2023
Transfer to statutory reserves		4,76,127.22	7,15,763.50
Transfer to Baddebt Fund		7,14,190.83	5,36,822.63
Provision for Income Tax		10,47,479.88	8,18,134.00
Deferred Tax Liability			58,641.00
Transfer To Co-Operative Education Fund		15,000.00	15,000.00
Total IV.Appropriations		22,52,797.93	21,44,361.13

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক
জোনাল অফিস - চুঁচুড়া
৩য় তল, সেনকো বিল্ডিং, বালি মোড়, ব্যান্ডেল, জেলা - হুগলি, পশ্চিমবঙ্গ - ৭১২১০৩
ফোন - (০৩৩) ২৬৮০ ২৯৯০, ই-মেল zochinsurah@indianbank.co.in
স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

পরিশিষ্ট - IV-A [রুল ৮(৬) সংস্থান দ্রষ্টব্য]
২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন, ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) সংস্থান অধীনে স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ

এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণ)এর প্রতি বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট নিম্নোক্ত বন্ধকদত্ত/দায়বদ্ধ স্থাবর সম্পত্তি ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, জামিন অধীনে ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক স্বত্ব দখলীকৃত **"যেখানে যে অবস্থায় আছে", "যেখানে যা আছে" এবং "যেখানে যেমন আছে"** ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে **১১.০৯.২০২৪ তারিখ সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টের মধ্যে** প্রতিটি অ্যাকাউন্টের অধীনে ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া আদায়ের জন্য নিম্নোক্ত ঋণগ্রহীতাগণের কাছ থেকে।

ক্র. নং	ক) অ্যাকাউন্ট/ঋণগ্রহীতার নাম খ) শাখার নাম	সম্পত্তির বিস্তারিত	জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি পরিমাণ গ) ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ ঘ) সম্পত্তির আইডি নং ঙ) সম্পত্তির দায়বদ্ধতা চ) দখলের ধরণ
১.	**শ্রী শ্রীমন্ত কর (ঋণগ্রহীতা)** পিতা শ্রী সোমনাথ কর, গ্রাম : মলিমপুর, পো: রাজহাট, থানা : পোলবা, জেলা : হুগলি, পশ্চিমবঙ্গ, পিন : ৭১২২১২। **শাখা : চন্দননগর।**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাণ ২ কাঠা ৯ বর্গফুট কমবেশি, মৌজা : রাজহাট, জেএল নং ৬৫, আরএস এবং এলআর দাগ নং ৮৭৩, পুরানো এলআর খতিয়ান নং ৬০৪, নতুন এলআর খতিয়ান নং ২১৯২, আরএস খতিয়ান নং ৫২৮, বিক্রয় দলিল নং ০৬২৬১ -২০১২ সালের তারিখ ২২.১১.২০১২ ;বুক নং ১, সিডি ভল্যুম নং ১৮, পৃষ্ঠা ৩৩২১ থেকে ৩৩৩১, রেজিস্ট্রিকৃত এডিএসআর চুঁচুড়া, হুগলি এবং অবস্থিত রাজহাট গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, পো : রাজহাট, থানা : পোলবা, জেলা : হুগলি, পশ্চিমবঙ্গ।	**২১৬৪৬৪৬.০০ টাকা (একুশ লাখ চৌষট্টি হাজার ছশো ছেচল্লিশ টাকা)** (উপরোক্ত অ্যাকাউন্টে সংশ্লিষ্ট তারিখ পর্যন্ত সুদ সহ) **০৭.০৮.২০২৪** অনুযায়ী এবং **০৮.০৮.২০২৪** থেকে পরবর্তী সুদ, চার্জ এবং ব্যয় সহ	ক) **৬,৭৫,০০০ টাকা** (ছয় লাখ পঁচাত্তর হাজার টাকা) খ) **৬৭,৫০০ টাকা** (সাতষট্টি হাজার পাঁচশ টাকা) ২০.০৮.২০২৪ তারিখ বা তার আগে বিকেল ৪টে মধ্যে জমা করতে হবে গ) **১০,০০০ টাকা** (দশ হাজার টাকা) ঘ) **IDIB50445639346** ঙ) **আমাদের জ্ঞাত নয়** চ) **প্রতীকী দখলীকৃত**
২	**শ্রী সুব্রত মুখার্জি (ঋণগ্রহীতা)** পিতা সত্য বিজয় মুখার্জি, ফ্ল্যাট নং ৪০৪, ৪র্থতল, ১৪৪ বীরেশ্বর ব্যানার্জি স্ট্রিট, পো ভদ্রকালী, থানা : উত্তরপাড়া, জেলা : হুগলি, ৭১২২৩২, পব। **শাখা : রিষড়া।**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বসবাসের ফ্ল্যাট নং ৪০৪, ৪র্থতল, পরিমাণ ৮১১ বর্গফুট (সুপার বিল্ট আপ এরিয়া সহ) কমবেশি অবস্থিত আরএস দাগ নং ১৫১৮ এবং ১৫১৯, এলআর দাগ নং ৩৬১৩ এবং ৩৬১৮, আরএস খতিয়ান নং ৮৭৭, এলআর খতিয়ান নং ৪৪১০, ৪৪৪৬, ১২৮৭, ৮৫৫৪, ৮৫৫০, এবং ৮৫৫৬ , মৌজা : উত্তরপাড়া কোতরং, জেএল নং ৮, হোল্ডিং নং ১৪৪, বীরেশ্বর ব্যানার্জি স্ট্রিট, থানা : উত্তরপাড়া, পো : ভদ্রকালী, জেলা হুগলি, উত্তরপাড়া কোতরং পুরসভা অধীন,রেজিস্ট্রিকৃত উল্লেখ্য দলিল নং ৬২২ তারিখ ১০.০২.২০২০ , বুক নং ১, ভল্যুম নং ০৬২১-২০২০,পৃষ্ঠা ২০৯৮৯ থেকে ২১০২৫, এডিএসআর উত্তরপাড়া, স্বত্বাধিকারীর নাম শ্রী সুব্রত মুখার্জি।	**১৭৩২৩৪৮.০০ টাকা (সতের লাখ বত্রিশ হাজার তিনশ আটচল্লিশ টাকা)** (উপরোক্ত অ্যাকাউন্টে সংশ্লিষ্ট তারিখ পর্যন্ত সুদ সহ) **০৭.০৮.২০২৪** অনুযায়ী এবং **০৮.০৮.২০২৪** থেকে পরবর্তী সুদ, চার্জ এবং ব্যয় সহ	ক) **১৮,৬১,০০০ টাকা** (আঠার লাখ একষট্টি হাজার টাকা) খ) **১,৮৬,১০০ টাকা** (এক লাখ ছিয়াশি হাজার একশ টাকা) ১০.০৯.২০২৪ তারিখ বা তার আগে বিকেল ৪টে মধ্যে জমা করতে হবে গ) **১০,০০০ টাকা** (দশ হাজার টাকা) ঘ) **IDIB10487239574** ঙ) **আমাদের জ্ঞাত নয়** চ) **স্বত্ব দখলীকৃত**

সংরক্ষিত মূল্যের অধিক হতে হবে বিক্রয় মূল্য

পর্যবেক্ষণের তারিখ : ০৮.০৮.২০২৪ থেকে ১০.০৯.২০২৪
ই-নিলামের তারিখ এবং সময় : তারিখ - ১১.০৯.২০২৪; সময় - সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত
ই-নিলাম পরিষেবা প্রদায়ক প্ল্যাটফর্ম - (https://www.ebkray.in)

দরদাতাদের অনলাইন বিডে অংশ নিতে আমাদের ই-নিলাম পরিষেবা প্রদানকারী পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রা. লি.-এর ওয়েবসাইট (https://www.ebkray.in) দেখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। প্রযুক্তিগত সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে ফোন করুন ৮২৯১২২০২২০। রেজিস্ট্রেশন স্ট্যাটাস এবং ইএমডি স্ট্যাটাস জানতে অনুগ্রহ করে মেল করুন support.ebkray@psballiance.com
সম্পত্তির বিশদ বিবরণ এবং সম্পত্তির ফটোগ্রাফ এবং নিলামের নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে দেখুন https://www.ebkray.in এই পোর্টাল সম্পর্কিত ব্যাখ্যার জন্য, অনুগ্রহ করে পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রা. লি.-এ যোগাযোগ করুন, যোগাযোগ নং ৮২৯১২২০২২০।
দরদাতাদের https://www.ebkray.in-এর সাথে ওয়েবসাইটে সম্পত্তি অনুসন্ধান করার সময় উপরে উল্লিখিত সম্পত্তি আইডি নম্বর ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

যোগাযোগের ব্যক্তি :
১. অশ্বিন কুমার দাস, অনুমোদিত অফিসার (মো: ৯৪৩৯৩৩৯৮৫৫) ২. প্রশান্ত কুমার, শাখা প্রবন্ধক, চন্দননগর শাখা (মো : ৯১২২৮০১০২৮)
৩. বিভাস কুমার সাহা, শাখা প্রবন্ধক রিষড়া শাখা (মো : ৬৩৮৭৬১২৬৮৯)

ব্যাঙ্ক ওয়েবসাইট www.indianbank.in	ই-নিলাম ওয়েবসাইট	সম্পত্তির ফটো ক্র. নং ১ (শ্রী শ্রীমন্ত কর)	সম্পত্তির ফটো ক্র. নং ২ (শ্রী সুব্রত মুখার্জি)

দ্রষ্টব্য : সংশ্লিষ্ট এই নোটিশ ঋণগ্রহীতা(গণ)/বন্ধকদাতা(গণ)/জামিনদাতা(গণ)/-এর উদ্দেশ্যেও

তারিখ : ০৮.০৮.২০২৪
স্থান : ব্যান্ডেল
স্বা/-
অনুমোদিত অফিসার

যূকো বেঁক UCO BANK
অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট ব্রাঞ্চ, কলকাতা
৭০এ, ব্লক - ডি, নিউ আলিপুর, কলকাতা - ৭০০ ০৫৩
ফোন নং : ২২৯০২৫৩৫ (টেলিফ্যাক্স), ২২৯০২৭৮৩, ইমেল : arbkol@ucobank.co.in
অফলাইন বিক্রয় নোটিশ

অফলাইনে অস্থাবর দ্রব্যসমূহ বিক্রয়ের জন্য সাধারণ বিজ্ঞপ্তি
অফলাইনে বিক্রির তারিখ : ২৭.০৮.২০২৪

অস্থাবর দ্রব্যসমূহ বিক্রি, এ-৭, সত্যেন পার্ক, ঠাকুরপুকর, কলকাতা - ৭০০ ০৮৪, মৌজা - পূর্ব বরিষা, থানা - বেহালা বর্তমানে ঠাকুরপুকুর, জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগনা

ক্রম নং	ক) শাখার নাম এবং ইমেল আইডি খ) অনুমোদিত ব্যক্তির নাম এবং মোবাইল নম্বর	নাম এবং ঠিকানা ক) ঋণগ্রণীতা খ) জামিনদাতা/স্বত্বাধিকারীর নাম এবং ঠিকানা	ক) প্রেরিত দাবি নোটিশের তারিখ খ) দখলের তারিখ গ) দাবি নোটিশ অনুযায়ী বকেয়া পরিমাণ	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) বায়না জমা (ইএমডি) গ) ডাক বাড়ানোর পরিমাণ ঘ) অফলাইনে বিক্রির তারিখ এবং সময়
১	ক) এএমবি কলকাতা, শাখা arbkol@ucobank.co.in খ) অরুণ কুমার পাত্র ৭৮৯৪৯৪২০২৪	ক) মেসার্স বিসিডি ট্রেডিং এন্টারপ্রাইজ খ) শ্রীমতি অথেল গোমস এ-৭, সত্যেন পার্ক, ঠাকুরপুকর, কলকাতা - ৭০০ ০৮৪, মৌজা - পূর্ব বরিষা, থানা - বেহালা বর্তমানে ঠাকুরপুকুর, জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগনা	ক) ০৭.১২.২০১৯ খ) ২০.০২.২০২০ গ) ৩,০৯,২৮,৪৩৭.৪২	ক) ১,২৫,০০০ টাকা খ) ১২,৫০০ টাকা গ) ১,৩০০ টাকা ঘ) ২৭.০৮.২০২৪, দুপুর ১টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত

অস্থাবর দ্রব্যসমূহের বিবরণ

বিবরণ	পরিমাণ	প্রতি দ্রব্যের মূল্য (টাকা)	পরিমাণ (টাকা)
দক্ষিণ অংশ (১ম তল)			
রুম নং ১ - ফাঁকা ঘর	খালি		
রুম নং ২	খালি		
রুম নং ৩ - খাবার ঘর	খালি		
রুম নং ৪ - টয়লেট	খালি		
রুম নং ৫ - রান্নাঘর	খালি		
রুম নং ৬, পশ্চিম অংশে (একতলা)			
হোয়ার্লপুল ফ্রিজ	১	১০০০	১০০০
স্যামসাং টিভি	১	২০০০	২০০০
ডাইনিং টেবল	১	৩০০০	৩০০০
কাঠের চেয়ার	১	১০০০	১০০০
মিক্সার গ্রাইন্ডার	১	১০০০	১০০০
ওয়াশিং মেশিন	১	১০০০	১০০০
ড্রেসিং টেবল	১	১০০০	১০০০
কাঠের সোফা-২ চেয়ার সহ	১	৩০০০	৩০০০
টিভি টেবল	১	১০০০	১০০০
সিলিং ফ্যান	২	১০০০	২০০০
রুম নং ৭ পশ্চিমে অংশে (একতলা)			
ডাবল বেড	১	৫০০০	৫০০০
সিলিং ফ্যান	২	১০০০	২০০০
অ্যাকোয়াগার্ড	১	০	০
পেডেস্টাল ফ্যান	১	১০০০	১০০০
রুম নং ৮ বাথরুম পশ্চিম অংশে (একতলা)			
গিজার	১	১০০০	১০০০
রুম নং ৯ বাথরুম পশ্চিম অংশে (একতলা)			
গিজার	১	১০০০	১০০০
রুম নং ১০ কিচেন পশ্চিম অংশে (একতলা)			
সিলিন্ডার	১	০	০
ওভেন	১	১৫০০	১৫০০
ওয়াশিং মেশিন	১	১০০০	১০০০
ফ্রিজ	১	১০০০	১০০০
কাঠের র‍্যাক (কিচেন সরঞ্জাম সহ)	১	৩০০০	৩০০০
অ্যাকোয়া গার্ড	১	০	০
মাইক্রো ওভেন	১	১০০০	১০০০
একজস্ট ফ্যান	১	৫০০	৫০০

বিবরণ	পরিমাণ	প্রতি দ্রব্যের মূল্য (টাকা)	পরিমাণ (টাকা)
রুম নং ১১- ডাইনিং রুম, পশ্চিম অংশ (১ম তল)			
ডিনার টেবিল	১	৩০০০	৩০০০
কাঠের র‍্যাক	২	২০০০	৪০০০
গ্যাস সিলিন্ডার	১	০	০
সি সি ক্যামেরা	১	০	০
চেয়ার	৮	৮০০০	৬৪০০০
সোফা	৬	৪২০০	২৫২০০
চায়ের টেবিল	১	৩০০০	৩০০০
ফিক্সড ওয়ার্ডরব	১	৫০০	৫০০
সিসি টিভি সিস্টেম	১	০	০
ফ্যান	৩	১৫০০	৪৫০০
ঘড়ি	১	৫০০	৫০০
লাইট	৮	০	০
স্যামসাং টিভি	১	৫০০০	৫০০০
ফিলিপস সাউন্ড বার	১	২০০০	২০০০
ওয়ার্ডরব	১	৩০০০	৩০০০
হোম থিয়েটার	১	৫০০০	৩০০০
রুম নং ১২ কিচেন (একতলা)			
গ্যাস ওভেন	১	২০০০	২০০০
রুম নং ১৩ টয়লেট (একতলা) খালি			
রুম নং ১৪ (একতলা)			
স্টিল আলমারি	২	৮০০০	১৬০০০
স্টিল ওয়ার্ডরোব	১	১৫০০	১৫০০
ডাবল বেড	১	৫০০০	৫০০০
সিলিং ফ্যান	১	৫০০	৫০০
কাঠের সোকেশ	১	৪০০০	৪০০০
সিলিন্ডার	১	০	০
রুম নং ১ (দোতলা)			
কাঠের আলমারি	১	২০০০	২০০০
স্টিল আলমারি	১	৪০০০	৪০০০
ডাবল বেড	১	৫০০০	৫০০০
কাঠের সোকেশ	২	৪০০০	৮০০০
আলনা	১	২০০০	২০০০
সিলিং ফ্যান	১	৫০০	৫০০
সি.সি. ক্যামেরা	১	০	০

বিবরণ	পরিমাণ	প্রতি দ্রব্যের মূল্য (টাকা)	পরিমাণ (টাকা)
রুম নং ২ (২য় তল)			
ডাবল বেড	১	৫০০০	৫০০০
হিতাচি উইন্ডো এসি	১	৫০০	৫০০
সিলিং ফ্যান	১	৫০০	৫০০
ফিক্সড উডেন ওয়ার্ডরব	১	১০০০	১০০০
উইন্ডো এসি	১	৫০০	৫০০
রুম নং ৩ (২য় তল)			
উডেন ওয়ার্ডরোব	১	২০০০	২০০০
ড্রেসিং টেবল	১	১০০০	১০০০
কাঠের চেয়ার	২	৩০০০	৬০০০
পেডেস্টাল ফ্যান	১	১০০০	১০০০
কাঠের টেবল	১	২০০০	২০০০
৩য় তল (ছাদ)			
টুল	১	৩০০	৩০০
মোট			১২৫০০০

আনুমানিক বাজার মূল্য ১,২৫,০০০.০০ টাকা
আনুমানিক উশুলযোগ্য মূল্য ১,১২,৫০০.০০ টাকা
আনুমানিক ক্ষতি বিক্রয় মূল্য ১,০০,০০০.০০ টাকা

অফলাইন বিক্রির নিয়ম এবং শর্তাদি

২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের নির্ধারিত নিয়ম এবং শর্তাদি এবং নির্মোক্ত শর্তাধীন সাপেক্ষে বিক্রয় সম্পাদিত হবে:

ক) **'যেখানে যেমন আছে', 'যেখানে যা আছে' এবং 'যে অবস্থায় আছে'** ভিত্তিতে দফাগুলি বিক্রয় করা হবে।
খ) উল্লিখিত তপশিলে বর্ণিত নির্ধারিত দফাগুলির বিবরণ অনুমোদিত অফিসারের জ্ঞাত মতে প্রকাশিত, কিন্তু কোনও ত্রুটি, ভুল তথ্য বা তথ্য অনুল্লেখে বা ঘোষণা উল্লেখ না করলে অনুমোদিত অফিসার উত্তরদায়ী হবেন না।
গ) দফাগুলি সংরক্ষিত মূল্যের কমে বিক্রি হবে না।
ঘ) ডাকদাতাদের সিলকরা খামে এএমবি শাখা কলকাতায় ইএমডি দাখিল করতে পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

সংশ্লিষ্ট সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) এবং রুল ৯(১) অধীনে ১৫ দিনের বিধিবদ্ধ বিক্রয় নোটিশ

ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা/বন্ধকদাতা কে সংশ্লিষ্ট অফলাইন বিক্রয় তারিখের পূর্বে সুদ এবং অন্যান্য ব্যয়/চার্জ এবং সংশ্লিষ্ট তারিখ পর্যন্ত সুদ সহ সমুদয় বকেয়া পরিমাণ পরিশোধের জন্য নোটিশ দেওয়া হয়েছে, অন্যথায় জামিনদত্ত সম্পদ(গুলি) বিক্রয়/নিলাম করা হবে দায় সম্পাদনের জন্য।

তারিখ : ০৮.০৮.২০২৪, স্থান : কলকাতা
অনুমোদিত অফিসার, ইউকো ব্যাঙ্ক, এএমবি, কলকাতা

বাঁধের গার্ডওয়াল ভেঙে জল বের করতে পুলিশি বাধা, ক্ষোভে চাষিরা

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: ঐতিহাসিক লালবাঁধের জলে ডুবে হেক্টরের পর হেক্টর কৃষিজমি, বাঁধের গার্ডওয়াল ভেঙে জল বের করতে গেলে পুলিশের বাধা, পুলিশকে ঘিরে ব্যাপক বিক্ষোভ চাষিদের। পরিকল্পনার ভুলে ঐতিহাসিক লালবাঁধের জলে ডুবে গিয়েছে হেক্টরের পর হেক্টর কৃষিজমি। ডুবে যাওয়া কৃষিজমির জল বের করার উদ্দেশ্যে মঙ্গলবার বাঁধের গার্ড ওয়াল ভাঙার চেষ্টা করেন ক্ষতিগ্রস্থ কৃষকরা। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় বিষ্ণুপুর থানার পুলিশ। এরপরই পুলিশকে ঘিরে বিক্ষোভে ফেটে পড়েন ক্ষতিগ্রস্থ কৃষকরা।

বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুর শহরের ঐতিহাসিক লালবাঁধ সংস্কার করার পর কিছুদিন আগে মাছ চাষের জন্য ওই দিঘি লিজে দেওয়া হয়। দিঘির জলধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে মাছ চাষি দিঘির জল বের হওয়ার রাস্তায় তিন ফুট উঁচু করে গার্ড ওয়াল নির্মাণ করান। সম্প্রতি অতি বৃষ্টির জেরে লালবাঁধের জলস্তর বেশ কিছুটা বৃদ্ধি পায়। আর তাতেই লালবাঁধ লাগোয়া হেক্টরের পর হেক্টর জমি লালবাঁধের জলে ডুবে যায়। জলে ডুবে থাকা জমির ফসল নষ্ট হয়ে যাওয়ার আশঙ্কায় এদিন সকালে স্থানীয় চৌকান ও দক্ষিণ মগরা গ্রামের ক্ষতিগ্রস্থ কৃষকরা গাঁইতি কোদাল নিয়ে লালবাঁধের জল বের হওয়ার নিকাশি নালার মুখে নব নির্মিত গার্ড ওয়াল ভাঙতে শুরু করেন। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় বিষ্ণুপুর থানার পুলিশ। পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছাতেই পুলিশকে ঘিরে প্রবল বিক্ষোভে ফেটে পড়েন এলাকার ক্ষতিগ্রস্থ কৃষকরা।

বিক্ষোভকারীদের দাবি, শতকের পর শতক ধরে লালবাঁধের অতিরিক্ত জল দিঘির নিকাশি নালা দিয়ে বেরিয়ে সরাসরি নদীতে চলে যেত। এর ফলে কোনও দিনই লালবাঁধের পার্শ্ববর্তী এলাকায় জল ঢোকেনি। সম্প্রতি দিঘির মাছচাষি দিঘির নিকাশি নালার মুখে তিন ফুট উঁচু গার্ড ওয়াল তৈরি করান। তার ওপর নেট দিয়ে ঘিরে ফেলা হয়। একদিকে গার্ড ওয়াল অন্যদিকে গার্ড ওয়ালের ওপরে থাকা নেটে কচুরিপানা আটকে গিয়ে দিঘির জল নিকাশে বাধার সৃষ্টি করে। আর তাতেই দিঘির জলে হেক্টরের পর হেক্টর জমির ফসল নষ্টের পাশাপাশি দিঘি তীরবর্তী গ্রামে জল ঢোকার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। অবিলম্বে প্রশাসন ওই গার্ড ওয়াল ভেঙে দিঘির বাড়তি জল বের করার ব্যবস্থা না করলে আগামী দিনে আরও বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তোলা হবে।

বিদ্যুতের মাশুল বৃদ্ধি নিয়ে আন্দোলন আরামবাগ বিজেপির

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: এবার বিদ্যুতের মাশুল বৃদ্ধি নিয়ে আন্দোলনে নামল বিজেপি। ভারতীয় জনতা পার্টির প্রতিবাদ মিছিল ও বিক্ষোভ হয় আরামবাগ মহকুমা বিদ্যুৎ দপ্তরে। রাজ্যে অতিরিক্ত বিদ্যুতের মূল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদে এই বিক্ষোভ হয়। বিজেপি আরামবাগ সাংগঠনিক জেলার সভাপতি তথা পুরশুড়া বিধায়ক বিমান ঘোষের নেতৃত্বে প্রতিবাদ মিছিল ও বিদ্যুৎ দপ্তরের সামনে বিক্ষোভ কর্মসূচিটি অনুষ্ঠিত হয় বুধবার। মিছিলটি শুরু হয় দৌলতপুর সাংগঠনিক জেলা কার্যালয় থেকে শুরু করে বাসস্ট্যান্ড হয়ে গিয়ে পৌঁছয় বিদ্যুৎ দপ্তরের সামনে। বিজেপির একটি প্রতিনিধি দল বিদ্যুৎ দপ্তরের আধিকারিক কাছে একটি স্মারকলিপি তুলে দেয়। এদিন বিদ্যুৎ দপ্তরের সামনে ছিল পুলিশের কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা যাতে কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে। প্রতিবাদ মিছিল ও বিক্ষোভ কর্মসূচিতে জেলা সভাপতি ছাড়াও ছিলেন সাংগঠনিক জেলার যুব মোর্চার সভাপতি উপাসক দে, সাংগঠনিক জেলার সহসভাপতি হেমন্ত বাগ, স্মৃতিকণা মেদ্দা, সঞ্জিত হেলা, শৌভিক কুন্ডু, বিজেপি নেতা অসিত কুন্ডু, সুমন তেওয়ারি সহ হাজার হাজার কর্মী সমর্থকরা। বিদ্যুতের মূল্য বৃদ্ধির জন্য রাজ্যের তৃণমূল সরকারকে তীব্র ভাষায় কটাক্ষ করেন বিজেপি নেতৃত্ব। সাংগঠনিক জেলা সভাপতি বিমান ঘোষ বলেন, রাজ্যে জুড়ে বিদ্যুতের মাশুল বৃদ্ধির প্রতিবাদে আমরা বিজেপি সাংগঠনিক জেলার পক্ষ থেকে মিছিল আকারে বিদ্যুৎ দপ্তরের সামনে এসে ধরনা ও বিক্ষোভের আয়োজন করা হয়েছিল। আমাদের দাবি, বিদ্যুৎ মাশুল কমাতে হবে, প্রত্যেক মাসে ইলেকট্রিক মিটারের ইউনিট নিতে হবে এবং তার বিল পাঠাতে হবে। পাশাপাশি আমরা লক্ষ্য করছি লোডশেডিং এর ভার যেভাবে বাড়ছে সেই দিকটা ভেবেও বিদ্যু দপ্তরে বিষয়টা জানিয়েছি। আমরা প্রত্যেকটা ব্লকে প্রতিবাদ আন্দোলন করবো বিদ্যুতের মাশুল বৃদ্ধির কারণে। পাশাপাশি বিজেপির দলীয় কাউন্সিলর বিশ্বজিৎ ঘোষ বলেন, রাজ্যে যেভাবে বিদ্যুতের মাশুল বৃদ্ধি করা হয়েছে অবিলম্বে কমাতে হবে। অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় এ রাজ্যে বিদ্যুতের ইউনিটের দাম অনেক বেশি। যাতে বিদ্যুতের মাশুল কমানো হয় তার জন্যই আমরা প্রতিবাদে নেমেছি। আগামী দিনে আমরা বৃহত্তর আন্দোলনের নামব। সবমিলিয়ে এখন দেখার বিদ্যুতের মাশুল বৃদ্ধি নিয়ে আরামবাগ বিজেপির আন্দোলন আগামী দিনে কোন দিকে যায়।

বাস ওনার্স ওয়েলফেয়ার টাইম কিপারকে না জানিয়ে নয়া নিযুক্তির অভিযোগ সেক্রেটারির বিরুদ্ধে

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: পানাগড় বাজারে পানাগড় বাস ওনার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের টাইম কিপারকে না জানিয়ে তাঁকে কোনও রকম নোটিশ না দিয়েই নতুন টাইম কিপার নিযুক্ত করার অভিযোগ উঠল অ্যাসোসিয়েশনের সেক্রেটারির বিরুদ্ধে। এই বিষয়ে বর্তমান সেক্রেটারির বিরুদ্ধে অনৈতিক কাজ করার অভিযোগ তুলে কাঁকসা থানার পুলিশের দ্বারস্থ হন প্রাক্তন টাইম কিপার সুব্রত চক্রবর্তী।

তার অভিযোগ তিনি গত দু' হাজার নয় সাল থেকে টাইম কিপার পদে নিযুক্ত ছিলেন। ২০২৪ সালে তাঁরা বিভিন্ন দাবি-দাওয়া নিয়ে তৎকালীন সেক্রেটারির কাছে তাঁদের দাবি-দাওয়া পেশ করেছিলেন। কিন্তু তাঁদের দাবি দাওয়া মেনে না নিয়ে উলটে তাঁদর কাজ বন্ধ রাখতে বলা হয়। সেইমতো তিনি ও অন্যান্য কর্মীরা কাজ বন্ধ করে দেওয়ার পর প্রায় ৬ মাস কাজ বন্ধ থাকে। হঠাৎ করে তাঁরা জানতে পারেন, তাঁদের জায়গায় নতুন কর্মী নিয়োগ করে পানাগড় বাজারে বাসস্ট্যান্ডে টাইম কিপারের কাজ শুরু করিয়েছেন বর্তমান সেক্রেটারি আদিত্য সামন্ত।

এই বিষয়ে আদিত্য সামন্তর নামে কাঁকসা থানায় ও প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরে অভিযোগ জানান সুব্রতবাবু। তিনি দাবি করেন, তাঁদের মাস মাইনে ছিল মাত্র ৩০০ টাকা। এর পর বাস কর্মীদের কাছে হাত পেতে তাঁরা যা পেতেন সেই দিয়ে তাঁদের সংসার চলত। বর্তমানে তাঁকে ও তাঁর মতোই অনেকজনকে কোনও নোটিশ ছাড়াই কাজ থেকে বার করে দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ। তাঁদের না জানিয়ে গোটা প্রক্রিয়াটি করেছে বর্তমান অ্যাসোসিয়েশনের সেক্রেটারি আদিত্য সামন্ত বলে তাঁর অভিযোগ।

এই বিষয়ে পানাগড় বাস অনার্স অ্যাসোসিয়েশনের সেক্রেটারি আদিত্য সামন্তকে বহুবার যোগাযোগ করা হলেও, তিনি এই বিষয়ে কোনও রকম প্রতিক্রিয়া দিতে চাননি।

আঁচল ইস্পাত লিমিটেড

CIN: L27106WB1996PLC076866

রেজিস্টার্ড অফিস: মৌজা- চামরাইল, এনএইচ ৬, হাওড়া, পশ্চিমবঙ্গ-৭১১১১৪

ই-মেল: info@aanchalispat.com, টেলি:০৩২১২-২৪৬১২১, **ওয়েবসাইট:** www.aanchalispat.com

৩০ জুন, ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের স্ট্যান্ডঅ্যালোন অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের সারাংশ

(ইপিএস ব্যতীত টাকায় অঙ্ক লাখে)

বিবরণ	৩ মাস সমাপ্ত ৩০.০৬.২০২৪ (অনিরীক্ষিত)	৩ মাস সমাপ্ত ৩১.০৩.২০২৪ (নিরীক্ষিত)	৩ মাস সমাপ্ত ৩০.০৬.২০২৩ (অনিরীক্ষিত)	বর্ষ সমাপ্ত ৩১.০৩.২০২৪ (নিরীক্ষিত)
মোট আয় কার্যাদি থেকে (নিট)	৪,৪০৮.৩৩	৪,৭২৬.২৮	৪,৪৭২.৭২	১০,৯৩৯.০৫
সময়কালের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) (কর, ব্যতিক্রমী এবং/অথবা বিশেষ দফাদি পূর্ববর্তী	১.৩৪	(৮.৭৭)	(১৮৬.৪৭)	(৭৫৪.২১)
সময়কালের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পূর্ব (ব্যতিক্রমী এবং/অথবা বিশেষ দফাদি পরবর্তী)	১.৩৪	(৮.৭৭)	(১৮৬.৪৭)	(৭৫৪.২১)
সময়কালের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পরবর্তী (ব্যতিক্রমী এবং/অথবা বিশেষ দফা পরবর্তী)	১.১১	১২০.৬৩	(১৮৬.৪৭)	(৬২৪.৮১)
মোট ব্যাপক আয় সময়কালের জন্য কর এবং অন্যান্য ব্যাপক আয় (কর পরবর্তী) পর পরবর্তী	১.১১	১২০.১৪	(১৮৬.৪৭)	(৬২৫.৩০)
ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	২০৮৫.৩৮	২০৮৫.৩৮	২০৮৫.৩৮	২০৮৫.৩৮
অন্যান্য ইক্যুইটি (পূর্ব বর্ষে ব্যালান্স সীটে প্রদর্শিতমতো পুনর্মূল্যায়ণ সংরক্ষণ ব্যতীত)	-	-	-	-
শেয়ার প্রতি আয় (১০/- টাকা প্রতিটি)				
মৌলিক: (টাকায়)	০.০১	০.৫৮	(০.৮৯)	(৩.০০)
মিশ্রিত: (টাকায়)	০.০১	০.৫৮	(০.৮৯)	(৩.০০)

দ্রষ্টব্য :

১ উপরোক্ত বিষয়টি সেবি (লিস্টিং ওবলিগেশন অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫-এর রেগুলেশন ৩৩ অধীনে অনুযায়ী স্টক এক্সচেঞ্জে পেশ করা ৩০ জুন, ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিস্তারিত ফরম্যাটের সারাংশ। সমাপ্ত ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফরম্যাট স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট **www.bseindia.com** এবং কোম্পানির ওয়েবসাইটে **http://www.aanchalispat.com/financial.html#financials** -তে পাওয়া যাবে।

২ উপরোক্ত ফলাফলগুলি কোম্পানি আইন ২০১৩ -এর ধারা ১৩৩ -এর অধীনে বিজ্ঞাপিত ইন্ডিয়ান অ্যাকাউটিং স্ট্যান্ডার্ডস ("আইএনডি এএস") অনুসারে প্রস্তুত করা হয়েছে যা কোম্পানি (ইন্ডিয়ান অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ডস) বিধি ২০১৫ -এর সাথে একত্রে পঠিত।

স্থান : কলকাতা
তারিখ: ০৭.০৮.২০২৪

আঁচল ইস্পাত লিমিটেড

হিন্দুস্তান মোটরস্ লিমিটেড

রেজিঃ অফিস : "বিড়লা বিল্ডিং", ১৪তম তল, ৯/১, আর.এন. মুখার্জি রোড, কলকাতা-৭০০০০১

CIN- L34103WB1942PLC018967 টেলি: +৯১ ০৩৩ ২২৪২০৯৩২ ফ্যাক্স: +৯১ ০৩৩ ২২৪৮০০৫৫

ইমেল- hmcosecy@hindmotor.com ওয়েবসাইট- www.hindmotor.com

৩০ জুন, ২০২৪ তারিখ সমাপ্ত ত্রৈমাসিকর আর্থিক ফলাফলের সারাংশ (টাকার অঙ্ক লাখে)

বিবরণ	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩০.০৬.২০২৪ (অনিরীক্ষিত)	নয় মাস সমাপ্ত ৩১.০৩.২০২৪ (নিরীক্ষিত)	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩১.০৩.২০২৪ (নিরীক্ষিত)
কার্যাদি থেকে মোট আয় / অন্যান্য আয়	৯১৮	১,৭২১	৩,০১৬
নিট লাভ/(ক্ষতি) সময়কালের জন্য (কর এবং ব্যতিক্রমী দফা পূর্ব)	৮০৮	১,৬১০	২,৫২৯
নিট লাভ/(ক্ষতি) সময়কালের জন্য কর পূর্ব (ব্যতিক্রমী দফা পরবর্তী)	৮০৮	১,৬১০	২,৫২৯
নিট লাভ/(ক্ষতি) সময়কালের জন্য কর পরবর্তী (ব্যতিক্রমী দফা পরবর্তী)	৮০৮	১,৬১০	২,৫৪২
মোট ব্যাপক আয় সময়কালের জন্য [(কর পরবর্তী) সময়কালের জন্য অন্তর্গত লাভ/(ক্ষতি) এবং অন্যান্য ব্যাপক আয় (কর পরবর্তী)]	৮১৩	১,৬০২	২,৫৩৭
ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন (বাজেয়াপ্ত শেয়ারের ক্ষেত্রে পরিমাণ ব্যতীত)	১০৪৩৩	১০৪৩৩	১০৪৩৩
শেয়ার প্রতি আয় (ফেস ভ্যালু ৫/- টাকা প্রতি শেয়ার)			
মৌলিক এবং মিশ্রিত :	০.৩৯	০.৭৭	১.২২

দ্রষ্টব্য :

১. ০৭ অগস্ট, ২০২৪ তারিখে অনুষ্ঠিত তাদের সভায় নিরীক্ষণ সমিতি দ্বারা পর্যালোচিত এবং পরিচালন পর্ষদ দ্বারা উপরের ফলাফলসমূহ অনুমোদিত করা হয়েছে।

২. ৩০ জুন, ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের আর্থিক ফলাফলের বিবরণের বিশদ ফর্ম্যাটের সারাংশ উপরেরটি যা স্টক এক্সচেঞ্জে ফাইল করা হয়েছে, সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস্ অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়্যারমেন্টস্) রেগুলেশনস, ২০১৫-র রেগুলেশন ৩৩ অধীনে। ৩০ জুন, ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফর্ম্যাট পাওয়া যাবে বিএসই এবং এনএসই-র ওয়েবসাইট যথাক্রমে www.bseindia.com এবং www.nseindia.com -তে এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট www.hindmotor.com -তে।

হিন্দুস্তান মোটরস্ লিমিটেড -এর পক্ষে
স্বা/-
(উত্তম বোস)
ডিরেক্টর

তারিখ : ৭ অগস্ট, ২০২৪
স্থান : কলকাতা

বেহাল রাস্তা, উদাসীন ইসিএল কর্তৃপক্ষ, প্রতিবাদে অবরোধ

নিজস্ব প্রতিবেদন, অণ্ডাল: দীর্ঘদিন ধরে রাস্তা বেহাল বারবারই ইসিএল আধিকারিকদের জানিয়েও লাভ হয়নি কোনও কিছুই। বেহাল রাস্তার দরুণ নিত্যদিন ঘটছে দুর্ঘটনা মঙ্গলবারও এক বাইক আরোহী দুর্ঘটনার সম্মুখীন হয়েছেন। প্রতিবাদে ইসিএলের পরিবহণের গাড়ি আটকে অবরোধ স্থানীয় বাসিন্দাদের। ঘটনাটি ঘটেছে বুধবার অণ্ডালের সিদুলি এলাকায়। এদিন স্থানীয় বাসিন্দারা বেহাল রাস্তার দরুণ দুর্ঘটনা ঘটার প্রতিবাদে পথ অবরোধের সামিল হয়েছেন বলে জানান। অণ্ডালের সিদুলি থেকে বহুলা এবং স্থানীয় কোলিয়ারির একটা বালি ব্যাংকার এ যাওয়ার প্রধান রাস্তা এটি। আর এই প্রধান রাস্তার ওপর দিয়েই প্রত্যেকদিন স্কুলের ছেলে মেয়ে ছাড়াও প্রচুর মানুষ যাতায়াত করেন। কয়েকদিন আগেই এই রাস্তার ওপর উলটে যায় একটা যাত্রী ভর্তি টোটো। সৌভাগ্যবশত কোনও প্রাণহানির ঘটনা না ঘটলেও, অল্পবিস্তর আহত হন সকলেই।

স্থানীয় বাসিন্দা উমেশ যাদব ও ধর্মেন্দ্র যাদবরা জানান, ইসিএলের কেন্দা এরিয়ায় বিভিন্ন জায়গায় রাস্তা মেরামতের কাজ হয়েছে কিন্তু ব্রাত্য থেকেছে সিদুলি এলাকা। এই এলাকার প্রধান সড়কটির ওপর নজর নেই ইসিএল আধিকারিকদের। যেহেতু এই রাস্তার ওপর দিয়ে ইসিএলের পরিবহণের গাড়ি নিত্যদিন যাতায়াত করে তাই এই রাস্তা মেরামতের দায় ইসিএলের বলে জানান স্থানীয়রা।

স্থানীয় বাসিন্দা ধর্মেন্দ্র যাদব জানান, এই দিনের এই আন্দোলনের পর সমস্যার সমাধান না হলে আগামী দিনে বৃহত্তর আন্দোলনে নামবেন তাঁরা। অন্যদিকে সিদুলি কোলিয়ারির ম্যানেজার একে চৌধুরী জানান, রাস্তা মেরামতের ব্যাপারে কোলিয়ারির উচ্চতর আধিকারিকদের সঙ্গে আলোচনা করা হবে এবং যাতে এই এলাকার মানুষের সমস্যার সমাধান হয়, সেই বিষয়ে নজর দেওয়া হবে। অবশেষে ম্যানেজারের আশ্বাসেই অবরোধ তুলে নেন স্থানীয় বাসিন্দারা। অবরোধের জেরে প্রায় দু'ঘণ্টা সিদুলি বহুলা এবং বালি ব্যাংকার যাওয়ার রাস্তা বন্ধ হয়ে যায়। পরে অবশ্য পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়।

বেঙ্গল স্টিল ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড

CIN: L70109WB1947PLC015087

রেজিস্টার্ড অফিস : ট্রিনিটি প্লাজা, ৪র্থ তল, ৮৪/১এ, তপসিয়া রোড (দক্ষিণ), কলকাতা-৭০০০৪৬

ফোন নং : ৪০৫৫৬৮০০, ইমেল: bengalsteel@bengalsteel.co.in

৩০ জুন, ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের স্ট্যান্ডঅ্যালোন এবং কনসোলিডেটেড অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল

(লাখ টাকায়)

বিবরণ	স্ট্যান্ডঅ্যালোন				কনসোলিডেটেড			
	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত			বর্ষ সমাপ্ত	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত			বর্ষ সমাপ্ত
	৩০.০৬.২০২৪	৩১.০৩.২০২৪	৩০.০৬.২০২৩	৩১.০৩.২০২৪	৩০.০৬.২০২৪	৩১.০৩.২০২৪	৩০.০৬.২০২৩	৩১.০৩.২০২৪
	অনিরীক্ষিত	নিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত	নিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত	নিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত	নিরীক্ষিত
কার্যাদি থেকে মোট আয়	১২.০০	১২.০০	১২.০০	৪৮.০০	১২.০০	১২.০০	১২.০০	৪৮.০০
নিট লাভ/(ক্ষতি) সময়কালের জন্য কর ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফা পূর্ব	(৮.৯১)	২.৪৫	(৩.৯৪)	৯.২২	(৯.১৩)	২.৪৪	(৪.০৭)	৮.৯২
নিট লাভ/(ক্ষতি) সময়কালের জন্য কর পূর্ব (ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফা কর পরবর্তী)	(৮.৯১)	২.৪৫	(৩.৯৪)	৯.২২	(৯.১৩)	২.৪৪	(৪.০৭)	৮.৯২
নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পরবর্তী (ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফা কর পরবর্তী) "	(৮.৯১)	২.০৯	(৩.৯৪)	৭.৭৮	(৯.১৩)	২.০৮	(৪.০৭)	৭.৪৮
মোট ব্যাপক আয় (সময়কালের (কর পরবর্তী) সমন্বিত লাভ/(ক্ষতি) এবং অন্যান্য ব্যাপক আয় (কর পরবর্তী))	(৮.৯১)	২.০৯	(৩.৯৪)	৭.৭৮	(৯.১৩)	২.০৮	(৪.০৭)	৭.৪৮
ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	৪৯০.০০	৪৯০.০০	৪৯০.০০	৪৯০.০০	৪৯০.০০	৪৯০.০০	৪৯০.০০	৪৯০.০০
অন্যান্য ইক্যুইটি	-	-	-	৪৯৮.০৪	-	-	-	৪৯৩.৩২
মৌলিক ও মিশ্রিত শেয়ার প্রতি আয় (১০/- টাকা প্রতিটি)	(০.১৮)	০.০৪	(০.০৮)	০.১৬	(০.১৯)	০.০৪	(০.০৮)	০.১৫

দ্রষ্টব্য সেবি (এলওডিআর)-র রেগুলেশন, ২০১৫ সালের রেগুলেশন ৩৩ অধীনে সংভার বিনিময় কেন্দ্রে ফাইল করা স্ট্যান্ডঅ্যালোন এবং কনসোলিডেটেড অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিশদ ফর্ম্যাটের সারাংশ উপরোক্তটি। সংভার বিনিময় কেন্দ্রের ওয়েবসাইট সমূহ (www.bseindia.com) এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট (www.bengalsteel.co.in) -এ ফলাফলের সম্পূর্ণ ফর্ম্যাট পাওয়া যাবে।

পরিচালন পর্ষদের পক্ষে
স্বা/-
ভি. এন. আগরওয়াল
ডিরেক্টর

স্থান: কলকাতা
তারিখ: ০৭ অগস্ট, ২০২৪

আশুতোষ এন্টারপ্রাইজেস লিমিটেড

CIN: L51109WB1981PLC034037

রেজিস্টার্ড অফিস: ট্রিনিটি প্লাজা, ৪র্থ তল, ৮৪/১এ, তপসিয়া রোড (দক্ষিণ), কলকাতা-৭০০০৪৬

ফোন নং : ৪০৫৫-৬৮০০, ইমেল: asutosh@asutosh.co.in

৩০ জুন, ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল

(লাখ টাকায়)

বিবরণ	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত			বর্ষ সমাপ্ত
	৩০.০৬.২০২৪	৩১.০৩.২০২৪	৩০.০৬.২০২৩	৩১.০৩.২০২৪
	অনিরীক্ষিত	নিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত	নিরীক্ষিত
কার্যাদি থেকে মোট আয়	-	-	-	-
নিট লাভ/(ক্ষতি) সময়কালের জন্য কর ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফা পূর্ব	(৬.৫৭)	(২.০১)	(৪.৫১)	৭৫৫.১৫
নিট লাভ/(ক্ষতি) সময়কালের জন্য কর পূর্ব (ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফা কর পরবর্তী)	(৬.৫৭)	(২.০১)	(৪.৫১)	৭৫৫.১৫
নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পরবর্তী (ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফা কর পরবর্তী)	(৬.৫৭)	(১৭.৩৬)	(৪.৫১)	৫২৯.১৫
বর্তমান সময়ের মোট আয় (এই সময়ের (কর পরবর্তী) লাভ/(ক্ষতি) এবং অন্যান্য আয় (কর পরবর্তী))	(৬.৫৭)	(১৭.৩৬)	(৪.৫১)	৫২৯.১৫
ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	২২৪.১০	২২৪.১০	২২৪.১০	২২৪.১০
অন্যান্য ইক্যুইটি	-	-	-	১,৭৬১.৩২
মৌলিক ও মিশ্রিত আয় শেয়ার প্রতি (১০/- টাকা প্রতিটি)	(০.২৯)	(০.৭৭)	(০.২০)	২৩.৬১

দ্রষ্টব্য সেবি (এলওডিআর)-র রেগুলেশন, ২০১৫ সালের রেগুলেশন ৩৩ অধীনে সংভার বিনিময় কেন্দ্রে ফাইল করা অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিশদ ফর্ম্যাটের সারাংশ উপরোক্তটি। সংভার বিনিময় কেন্দ্রের ওয়েবসাইট (www.bseindia.com) এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট (www.asutosh.co.in) -এ ফলাফলের সম্পূর্ণ ফর্ম্যাট পাওয়া যাবে।

পরিচালন পর্ষদের পক্ষে
স্বা/-
ভি. এন. আগরওয়াল
ডিরেক্টর

স্থান: কলকাতা
তারিখ: ০৭ অগস্ট, ২০২৪

লক্ষাধিক টাকার গাঁজা-সহ গ্রেপ্তার যুবক

নিজস্ব প্রতিবেদন, বসিরহাট: লক্ষাধিক টাকার গাঁজা-সহ এক যুবককে গ্রেপ্তার করল মিনাখাঁ থানার পুলিশ। ধৃত যুবক আজগার মোল্লাকে পাঠানো হলো আদালতে। মিনাখাঁর বামনপুকুর ফেরিঘাট সংলগ্ন এলাকায় ওই যুবক গাঁজা নিয়ে নদী পেরোনোর চেষ্টা করছিল। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে মিনাখাঁ থানার পুলিশ ওই বামনপুকুর ফেরিঘাটে পৌঁছে আজগার মোল্লা নামে ওই যুবককে আটক করে। তার কাছে থাকা দুটি ব্যাগের মধ্যে থেকে প্রায় সাত কিলো গাঁজা উদ্ধার করে পুলিশ। যার বর্তমান বাজার মূল্য প্রায় ছয় লক্ষ টাকা। সঙ্গে সঙ্গে ওই যুবককে গ্রেপ্তার করে মিনাখাঁ থানায় নিয়ে আসে পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা যায় ধৃত ওই যুবকের বাড়ি হাসনাবাদের রাজাপুর এলাকায়। তবে সেই গাঁজা কোথা থেকে নিয়ে আসছিল, কোথায় কিভাবে বিক্রি করতো এই গাজা সেই সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয় নিয়ে বিস্তারিত ভাবে জানার জন্য ওই যুবককে বুধবার পুলিশি হেপাজতের আবেদন জানিয়ে বারাসাত আদালতে পাঠিয়েছে পুলিশ। বিচারক তাকে পুলিশি হেপাজতের নির্দেশ দেন।

ডব্লুপিআইএল লিমিটেড

CIN: L36900WB1952PLC020274

রেজিস্টার্ড অফিস: "ট্রিনিটি প্লাজা", ৪র্থ তল, ৮৪/১এ, তপসিয়া রোড (দক্ষিণ) কলকাতা-৭০০ ০৪৬

৩০ জুন, ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের স্ট্যান্ডঅ্যালোন অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের সারাংশ

(লাখ টাকায়)

ক্র. নং	বিবরণ	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত			বর্ষ সমাপ্ত
		জুন ৩০, ২০২৪	মার্চ ৩১, ২০২৪	জুন ৩০, ২০২৩	মার্চ ৩১, ২০২৪
		অনিরীক্ষিত	নিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত	নিরীক্ষিত
১	কার্যাদি থেকে মোট আয়	৩৭,৪৪৫.৫২	৬০,২০৪.৯০	৩২,৭৭০.৭৬	১,৬৯,২৬১.৩২
২	নিট লাভ/(ক্ষতি) সময়কালের জন্য (কর এবং ব্যতিক্রমী এবং/বা অতিরিক্ত দফা পূর্ববর্তী)	৫,৮৫৩.৮৯	৯,৯৪৫.২৯	৪,৯৮৮.৭৩	২৭,০৮৪.৭৯
৩	নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পূর্ববর্তী সময়কালের জন্য (ব্যতিক্রমী এবং/বা অতিরিক্ত দফা পরবর্তী)	৫,৮৫৩.৮৯	৯,৯৪৫.২৯	৪,৯৮৮.৭৩	২৭,০৮৪.৭৯
৪	নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পরবর্তী সময়কালের জন্য (ব্যতিক্রমী এবং/বা অতিরিক্ত দফা পরবর্তী)	৪,৩০৫.০৭	৬,৫৮৪.৫০	৪,০৪২.৮৮	৬৮,৩৭৬.৫৮
৫	সময়কালের জন্য মোট আনুপুঙ্খিক আয় [সময়কালের জন্য লাভ/(ক্ষতি) সমন্বিত(কর পরবর্তী) এবং অন্যান্য আনুপুঙ্খিক আয় (করের পরে)]	৩,৯৫৯.৬৮	৪,৭৬১.৩৮	৪,৮৬৯.৮৮	৬৯,৩৬৯.০৫
৬	ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	৯৭৬.৭১	৯৭৬.৭১	৯৭৬.৭১	৯৭৬.৭১
৭	অন্যান্য ইক্যুইটি	-	-	-	১,২৩,৬১৪.৬৯
৮	ইক্যুইটি শেয়ার প্রতি আয় (১০/- টাকা প্রতিটি) (বার্ষিকীকৃত নয়) :				
	১. মৌলিক	৩.৯৬	৬.৫৩	৩.২৫	৪৮.৬৩
	২. মিশ্রিত	৩.৯৬	৬.৫৩	৩.২৫	৪৮.৬৩

দ্রষ্টব্য : সেবি (লিস্টিং ওবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস)-র রেগুলেশন, ২০১৫ সালের রেগুলেশন ৩৩ অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জে ফাইল করা স্ট্যান্ডঅ্যালোন অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিশদ ফর্ম্যাটের সারাংশ উপরোক্তটি। সম্পূর্ণ আর্থিক ফলাফল এবং এর সারাংশ অডিট কমিটি কর্তৃক পুনরীক্ষিত এবং ০৭ অগস্ট, ২০২৪ তারিখের বোর্ড অফ ডিরেক্টর্সের সভায় অনুমোদিত হয়েছে। স্ট্যান্ডঅ্যালোন অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফর্ম্যাটটি পাওয়া যাবে কোম্পানির ওয়েবসাইট (http://www.wpil.co.in) এবং বিএসই লিমিটেডের ওয়েবসাইট (www.bseindia.com) -তে।

ডব্লুপিআইএল লিমিটেড-এর
পরিচালন পর্ষদের পক্ষে
স্বা/-
পি. আগরওয়াল
(ম্যানেজিং ডিরেক্টর)
DIN : 00249468

স্থান: কলকাতা
তারিখ : ৭ অগস্ট, ২০২৪

ডব্লুপিআইএল লিমিটেড

CIN: L36900WB1952PLC020274

রেজিস্টার্ড অফিস: "ট্রিনিটি প্লাজা", ৪র্থ তল, ৮৪/১এ, তপসিয়া রোড (দক্ষিণ) কলকাতা-৭০০ ০৪৬

৩০ জুন, ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের কনসোলিডেটেড অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের সারাংশ

(লাখ টাকায়)

ক্র. নং	বিবরণ	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত			বর্ষ সমাপ্ত
		জুন ৩০, ২০২৪	মার্চ ৩১, ২০২৪	জুন ৩০, ২০২৩	মার্চ ৩১, ২০২৪
		অনিরীক্ষিত	নিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত	নিরীক্ষিত
১	কার্যাদি থেকে মোট আয়	২৪,৭৮১.০০	৪৪,১১২.১৩	১৮,৮৬২.৭৩	১,১০,৭২৯.৮০
২	নিট লাভ/(ক্ষতি) সময়কালের জন্য (কর এবং ব্যতিক্রমী এবং/বা অতিরিক্ত দফা পূর্ববর্তী)	৪,১২০.৭৮	৭,৯৬৮.৭১	২,৯৬৩.৫৫	১৯,৯২৪.১৮
৩	নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পূর্ববর্তী সময়কালের জন্য (ব্যতিক্রমী এবং/বা অতিরিক্ত দফা পরবর্তী)	৪,১২০.৭৮	৭,৯৬৮.৭১	২,৯৬৩.৫৫	১৯,৯২৪.১৮
৪	নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পরবর্তী সময়কালের জন্য (ব্যতিক্রমী এবং/বা অতিরিক্ত দফা পরবর্তী)	৩,০৮৩.৮১	৫,৫৯৪.৬১	২,২০৬.২৪	১৪,২০২.৯৪
৫	সময়কালের জন্য মোট আনুপুঙ্খিক আয় [সময়কালের জন্য লাভ/(ক্ষতি) সমন্বিত(কর পরবর্তী) এবং অন্যান্য আনুপুঙ্খিক আয় (করের পরে)]	৩,০৮৫.৩৮	৫,৬৩০.২০	২,১৯৬.১১	১৪,২০৮.১৪
৬	ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	৯৭৬.৭১	৯৭৬.৭১	৯৭৬.৭১	৯৭৬.৭১
৭	অন্যান্য ইক্যুইটি	-	-	-	৭৫,০২৭.১৩
৮	ইক্যুইটি শেয়ার প্রতি আয় (১০/- টাকা প্রতিটি) (বার্ষিকীকৃত নয়) :				
	১. মৌলিক	৩.১৬	৫.৭৩	২.২৬	১৪.৫৪
	২. মিশ্রিত	৩.১৬	৫.৭৩	২.২৬	১৪.৫৪

দ্রষ্টব্য : সেবি (লিস্টিং ওবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস)-র রেগুলেশন, ২০১৫ সালের রেগুলেশন ৩৩ অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জে ফাইল করা কনসোলিডেটেড অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিশদ ফর্ম্যাটের সারাংশ উপরোক্তটি। সম্পূর্ণ আর্থিক ফলাফল এবং এর সারাংশ অডিট কমিটি কর্তৃক পুনরীক্ষিত এবং ০৭ অগস্ট, ২০২৪ তারিখের বোর্ড অফ ডিরেক্টর্সের সভায় অনুমোদিত হয়েছে। কনসোলিডেটেড অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফর্ম্যাটটি পাওয়া যাবে কোম্পানির ওয়েবসাইট (http://www.wpil.co.in) এবং বিএসই লিমিটেডের ওয়েবসাইট (www.bseindia.com) -তে।

ডব্লুপিআইএল লিমিটেড-এর
পরিচালন পর্ষদের পক্ষে
স্বা/-
পি. আগরওয়াল
(ম্যানেজিং ডিরেক্টর)
DIN : 00249468

স্থান: কলকাতা
তারিখ : ৭ অগস্ট, ২০২৪

বক্রেশ্বর নদীর ওপরে মোহনপুর থেকে কামারডাঙা যাওয়ার রাস্তার সেতু জলের স্রোতের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। যার ফলে ভোগীরথপুর, জামুড়ি, মেহেরপুর ও অন্যান্য গ্রামের সঙ্গে কামারডাঙা, রামচন্দ্রপুর, শিকারপুর ও অন্যান্য গ্রামের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। এদিন পরিস্থিতি পরিদর্শন পৌঁছন সিউড়ির বিধায়ক বিকাশ রায় চৌধুরী।

কাঁকসায় কুনুর নদীর ওপর বেহাল ব্রিজ পরিদর্শনে পূর্ত দপ্তরের আধিকারিকরা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: গত কয়েক মাস ধরে বেহাল অবস্থায় পড়ে রয়েছে কাঁকসার দোমরা ও পিয়ারিগঞ্জ গ্রামের মাঝে অবস্থিত কুনুর নদীর ওপর নির্মিত ব্রিজ। বর্তমানে ব্রিজের বিভিন্ন জায়গায় ফাটল দেখা দিয়েছে। ব্রিজের দু'ধারের অংশ অনেকটাই নীচে নেমে যায়। গত ৫ বছর আগে ওই ব্রিজের দু'ধারের অংশ লোহার খাঁচা দিয়ে উঁচু করা হলেও, বর্তমানে ব্রিজের ফের সেই সমস্ত জায়গা নীচে নেমে যায়। একইসঙ্গে বিভিন্ন জায়গায় ফাটল দেখা দিয়েছে।

পানাগড় মোড়গ্রাম রাজ্য সড়কের ওপর ব্রিটিশ আমলে তৈরি এই ব্রিজ দক্ষিণবঙ্গের সঙ্গে উত্তরবঙ্গের সড়ক পথে যোগাযোগের অন্যতম মাধ্যম। স্থানীয়দের অভিযোগ মাঝে মধ্যেই ব্রিজে ফাটল দেখা দেয়। আবার তা মেরামত করে পুনরায় তার ওপর দিয়েই গাড়ি চলাচল করে। যে ভাবে মেরামত করা হয় সেই ভাবে কখনোই স্থায়ী ভাবে ওই ব্রিজের ওপর দিয়ে চলাচল করা সম্ভব নয়। তাই স্থায়ী ভাবে আরও একটি ব্রিজের প্রয়োজন।

পানাগড় মোড়গ্রাম রাজ্য সড়ক ধরে এই ব্রিজের ওপর দিয়ে প্রতিদিন ভারী যানবাহন চলাচল করে। পাশাপাশি পানাগড় থেকে বীরভূম ও উত্তরবঙ্গ যাওয়ার যাত্রীবাহী বাস এই ব্রিজের ওপর দিয়েই চলাচল করে। ফলে ব্রিজের বর্তমান যা অবস্থা তাতে যেকোনো মুহূর্তে ওই ব্রিজ ভেঙে গেলে বড়সড়ো দুর্ঘটনা ঘটতে পারে বলে আশঙ্কা স্থানীয়দের।একই সাথে উত্তরবঙ্গের সাথে দক্ষিণবঙ্গের সড়ক পথে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে।

বাসের চালকরা জানিয়েছেন, দীর্ঘদিন ধরে ওই ব্রিজের ওপর দিয়ে তাঁরা বাস নিয়ে চলাচল করেন। ব্রিজের অবস্থা খারাপ হওয়ার কারণে যানবাহনের ক্ষতি হয়। মাঝে মধ্যেই যানবাহন বিকল হয়ে ব্রিজের ওপর দাঁড়িয়ে থাকে। এর ফলে দীর্ঘক্ষণ ধরে যানজটের শিকার হতে হয় অনেককেই। তাই প্রশাসন এই বিষয়ে দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ করে যাতে পাশাপাশি আরও একটি ব্রিজ নির্মাণ করা যায় সেই বিষয়ে আবেদন করেছেন স্থানীয় বাসিন্দা থেকে বাস চালকরা।

বোলপুর পুরসভার উদ্যোগে ও বোলপুর সাংস্কৃতিক মঞ্চের সহযোগিতায় রবীন্দ্র প্রয়াণ দিবসে উদযাপিত হল 'হাজার কণ্ঠে রবীন্দ্রনাথ'। বুধবার বীরভূম জেলা পরিষদ ডাকবাংলো মাঠ সংলগ্ন বোলপুর মহকুমা ক্রীড়া সংস্থার স্টেডিয়ামে রবীন্দ্র প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা হয়। রবীন্দ্র সংগীতের মাধ্যমে শুভ সূচনাও প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন সুপ্রিয় ঠাকুর ও স্বামী সংঘমিত্রানন্দ। এরপরই বোলপুর পুর অঞ্চলের এক হাজার শিল্পী কণ্ঠ মেলান ও শ্রদ্ধার্ঘ্য জানান কবিকে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিনহা, বিধায়ক বিকাশ রায়চৌধুরী,বিধায়ক অভিজিৎ সিনহা, উৎসবের অন্যতম আয়োজক সুদীপ্ত ঘোষ, বোলপুর পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান অমর শেখ। বোলপুর পুরসভার চেয়ারম্যান পর্ণা ঘোষ বলেন, সমস্ত সাংস্কৃতিক দলের সদস্যদের নিয়ে এই ধরনের আয়োজন প্রথম।

বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু যুবকের

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: মাথার ওপরে ইলেকট্রিকের তারে ঝুলছে যুবকের দেহ। আর নীচে হায় হায় করছে জনতা। বুধবার দুপুরে এমন দৃশ্যের সাক্ষী থাকল হাওড়ার অন্যতম পর্যটন কেন্দ্র গড়চুমুক। মৃত যুবকের নাম মেঘনাথ বেরা (২৫)। মৃতের বাড়ি পূর্ব মেদিনীপুর। দু'দিন আগেই ওই হোটেলে এক বন্ধুর সঙ্গে রান্নার কাজ করতে এসেছিল মৃত যুবক।

জানা গিয়েছে, শ্যামপুর থানা এলাকার ৫৮ গেট পর্যটন কেন্দ্রের কাছে একটি হোটেলের ছাদে রান্না করতে গিয়ে পা পিছলে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মর্মান্তিক ভাবে মৃত্যু হল এক যুবকের। পর্যটন কেন্দ্র লাগোয়া ওই হোটেলের ছাদে বেআইনি ভাবে শেড তৈরি করা হয়েছিল এবং সেই শেডের পাশ দিয়েই চলে গিয়েছে উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন ইলেকট্রিকের তার। এদিন দুপুর বারোটা নাগাদ কাজ করতে গিয়ে পা পিছলে সরাসরি ইলেকট্রিকের তারে জড়িয়ে যায় ওই যুবক। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় তাঁর। প্রায় আধঘণ্টা ধরে ওই যুবকের দেহ ইলেকট্রিকের তারে ঝুলে ছিল বলে জানিয়েছেন এলাকার বাসিন্দারা। পরে খবর পেয়ে বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে পুলিশ এবং দমকল ওই যুবকের দেহ নামায়। এরপরই পর্যটন এলাকায় হোটেলগুলির বেআইনি ব্যবসা এবং কাজকর্মের প্রতিবাদে দেহ বেশ কিছুক্ষণ আটকে রেখে বিক্ষোভ দেখান স্থানীয় বাসিন্দারা। পরে শ্যামপুর থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী গিয়ে পরিস্থিতি সামাল দেয়। এলাকার বাসিন্দাদের অভিযোগ, পুলিশ এবং প্রশাসনের নাকের ডগায় বিদ্যুতের তারের এক ফুট দূর থেকে কী ভাবে লোহার শেড তৈরি হল তা নিয়ে ব্যাপক ক্ষোভ থাকা সত্ত্বেও রমরমিয়ে নিয়ে চলেছে হোটেলটি। এ বিষয়ে কোনও রকম আপত্তি কর্ণপাত করেননি প্রশাসনিক কর্তারা। পুলিশ হোটেলটির মালিককে আটক করেছে বলে জানা গিয়েছে।

পেট্রাপোল সীমান্তে কমেছে যাত্রী চলাচল, আয়ে ভাটা মুটে দিনমজুরদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, পেট্রাপোল: যাত্রী চলাচল কম হচ্ছে পেট্রাপোল সীমান্ত দিয়ে, দুশ্চিন্তা দানা বাঁধছে মুটে দিনমজুরদের মনে। বেশ কিছুদিন ধরে বাংলাদেশের উত্তপ্ত পরিস্থিতি ধীরে ধীরে অগ্নিগর্ভ রূপ নেয়। সোমবার প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পদত্যাগের পর লুটতরাজ শুরু হয় গোটা বাংলাদেশে, বিভিন্ন জায়গায় ভেঙে ফেলা হয় বাংলাদেশের জাতিরজনক শেখ মুজিবর রহমানের মূর্তি। আন্দোলনকারীরা বাংলাদেশের গণভবন এবং শেখ হাসিনার বাসভবনে লুঠতরাজ চালায়। বাংলাদেশের মধ্যে এমন বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির কারণে পেট্রাপোল সীমান্ত দিয়ে যাত্রী চলাচল স্বাভাবিকের তুলনায় অনেকেই কম হচ্ছে। আর এতেই দুশ্চিন্তার কালো মেঘ দানা বাঁধছে মুটে, দিনমজুরদের মনে। যাত্রী চলাচল কম হওয়ায় ইনকাম কমেছে তাদের। ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের পেট্রাপোল দিয়ে বাংলাদেশী এবং ভারতীয় যাত্রীদের আসা-যাওয়ার ওপর পেট্রাপোলের মুটে মজদুরদের জীবন জীবিকা নির্ভরশীল। সেই জীবন জীবিকাই এবার কার্যত ঝুঁকির মুখে। মুটে মজদুররা জানাচ্ছেন বিগত কয়েকদিন ধরে বাংলাদেশে রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলার জেরে দুদেশের মধ্যে পেট্রাপোল সীমান্ত দিয়ে যাত্রী পারাপার সেভাবে হচ্ছে না। আগে যেখানে তিন থেকে চারশো টাকা দৈনিক আয় হত, সেই আয় এখন একশো টাকায় এসে ঠেকেছে, যা দিয়ে দিন গুজরান সম্ভব হচ্ছে না। কম আয় হওয়ার কারণে সংসারে অনটন দেখা দিচ্ছে এবং দেনা হয়ে পড়তে হচ্ছে তাদেরকে। তাই তারা চাইছেন যত দ্রুত সম্ভব বাংলাদেশের এই রাজনৈতিক অস্থিরতা কেটে যাক, স্বাভাবিক হোক বাংলাদেশ।

বেচারাম মান্নার উপস্থিতিতে আলু ব্যবসায়ী সংগঠনের ও কোল্ড স্টোরেজ অ্যাসোসিয়েশনের সভা

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: বুধবার সিঙ্গুর তাপসী মালিক কৃষি মান্ডিতে রাজ্যের মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কৃষি উপদেষ্টা মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার ও রাজ্যের কৃষিজ বিপণন মন্ত্রী বেচারাম মান্নার উপস্থিতিতে রাজ্যের প্রতিটি জেলার আলু ব্যবসায়ী সংগঠনের প্রতিনিধি ও কোল্ড স্টোরেজ অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যদের নিয়ে আলু নিয়ে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় সিদ্ধান্ত হয় কোল্ড স্টোরেজ থেকে ২৫ টাকা কেজি দরে কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী জেলায় রাজ্য সরকারের তত্ত্বাবধানে আলু বিক্রয় করা হবে। বাঁকুড়া ও মেদিনীপুর ও পুরুলিয়া জেলায় আলু ২৩ টাকা কেজি দরে স্টোর থেকে রাজ্য সরকারের তত্ত্বাবধানে আলু বিক্রয় করা হবে। রাজ্য সরকারের সার্বিক লক্ষ্য ৩০ টাকার মধ্যে আলুর দাম বেঁধে রাখা। আলোচনায় আলু ব্যবসায়ীদের বিভিন্ন অসুবিধে বিশেষত বাইরের রাজ্যে আলু পাঠানোর অসুবিধা নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা হয়। বৈঠকে কেট (ছোট) আলু ও মাঝারি আলু বীজ হিসাবে ব্যবহারে কিছু অসুবিধা আছে তাও দীর্ঘ আলোচনা হয়। এই বৈঠকের সুবিধা ও অসুবিধার বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেবেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

বাড়ির বাগানে বিরাট ধস, আতঙ্ক এলাকায়

নিজস্ব প্রতিবেদন, আসানসোল: গৃহস্থ বাড়ির বারান্দায় নামল ধস। কুলটির রক্তা গ্রামে নামল বিরাট ধস। আসানসোল পুরনিগমের ১০৩ নম্বর ওয়ার্ড তথা সাকতোড়িয়ার রক্তা উত্তরপাড়ায় এই ঘটনা। সেখানে গোপ পরিবারের বাড়ির বাগানে বিশাল ধস নামে। ধসের জেরে বাড়ির চারপাশে দেওয়া দেওয়ালের একাংশ মাটির নীচে তলিয়ে যায়। বাগানের মধ্যে শৌচালয়টিও ঝুলে রয়েছে। ধস ক্রমশ এগোচ্ছে ওই পরিবারের বাড়ির দিকে। ঘটনাটি ঘটেছে মঙ্গলবার সন্ধ্যায়। বুধবার ধস ভয়াবহ আকার ধারণ করে। ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। পরিবারের সদস্য অসীম গোপ জানিয়েছেন, ধস ক্রমশ গভীর ও আয়তনে বেড়ে চলেছে। আতঙ্কের মধ্যে রাত কাটাতে হয়েছে তাঁদের। এলাকায় বৃষ্টি হওয়ার পরেই এই ঘটনা ঘটে। তবে অনেক আগে এখানে মাটির তলায় ইসিএলের খনি ছিল। ১৯৭৩ সালে রক্তা আন্ডারগ্রাউন্ড মাইনস বা খনিটি বন্ধ হয়ে যায়। এর আগেও এই এলাকায় ধস নেমেছিল। ফলে আতঙ্কে শুধু পরিবার নয়, রয়েছে গোটা গ্রামে। অভিযোগ, ইসিএলের গাফিলতি রয়েছে। মাটির তলা থেকে তাঁরা কয়লা তুলে নিলেও পদ্ধতি মতো বালি ভরাট করা হয়নি বলে অভিযোগ।

অভিষেকের হাত ধরে সেজে উঠছে ডায়মন্ড হারবার, তৈরি হবে পুরাতন কেল্লার রেপ্লিকা

নিজস্ব প্রতিবেদন, ডায়মন্ড হারবার: সপ্তাহান্তে কলকাতার কাছেপিঠে ছুটি কাটানোর জন্য অন্যতম ডেস্টিনেশন হল ডায়মন্ড হারবার। পর্তুগিজদের তৈরি কেল্লাই ছিল এই পর্যটন কেন্দ্রের মূল আকর্ষণ। কিন্তু কালের নিয়মে নদীগর্ভে তলিয়ে গিয়েছে গোটা কেল্লাটাই। এখন কেল্লা বলতে শুধু পড়ে রয়েছে কয়েকটা ইট ও পাথরের ধ্বংসাবশেষ। ফলে ডায়মন্ড হারবার বেড়াতে এসে এক প্রকার নিরাশ হয়েই ফিরতে হয় পর্যটকদের। এবার পর্যটকদের কথা মাথায় রেখে পুরাতন কেল্লার রেপ্লিকা বানানো হবে ডায়মন্ড হারবারে। শুধু তাই নয় হুগলি নদীর পাড়ের এই বন্দর শহরকেও এবার ঢেলে সাজানোর পরিকল্পনা নিয়েছেন সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর উদ্যোগে হুগলি নদীর পাড় সৌন্দর্যায়ন, বাঁধ সংস্কার এবং পর্যটনকেন্দ্র গড়ে তুলতে বুধবার বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিক ও জনপ্রতিনিধি এবং পুলিশ প্রশাসনের আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক করলেন দক্ষিণ ২৪ পরগনার জেলা শাসক সুমিত গুপ্তা। ডায়মন্ড হারবারের সার্কিড হাউস 'শুভান্ন' ভবনে এই বৈঠকে যোগ দিয়েছিলেন সাংসদের আপ্তসহায়ক সুমিত রায়, মহকুমা শাসক অঞ্জন ঘোষ, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মিতুন কুমার দে, বিধায়ক পান্নালাল হালদার প্রমুখ।

প্রাথমিকভাবে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, হুগলি নদীর গোটা পাড় জুড়েই রঙিন আলোয় মুড়ে ফেলা হবে। প্রত্যেক জায়গাতেই থাকবে পর্যটকদের বসার জন্য সুসজ্জিত চেয়ার। নদীর ধারে সেলফি পয়েন্টের কাছে পর্যটকদের সময় কাটানোর জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করা হবে। ফোয়ারা ও বিভিন্ন ফুলের বাগানে সেটি সাজিয়ে তোলা হবে। থাকবে ক্যাফেটেরিয়াও। এছাড়া আলোকচিত্রের মাধ্যমে তুলে ধরা

হবে ডায়মন্ড হারবার শহরের ইতিহাস ও বিভিন্ন মনীষীদের কর্মকান্ড। নদীতে নামার জন্য বিশাল একটি ঘাটও বানানো হবে। বিনোদনের জন্য মুক্তাঙ্গনের কাছে একটি ওপেন এয়ার থিয়েটারও গড়ে তোলার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। জেলা প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে, আপতত একটি বিশেষজ্ঞ টিম সৌন্দর্যায়নের প্রাথমিক রূপরেখা ঠিক করবে। সব ঠিকঠাক থাকলে ধাপে ধাপে কাজ শুরু হয়ে যাবে। পর্যটক নিয়ে আলোচনার পাশাপাশি ডায়মন্ড হারবার মেডিক্যাল কলেজে নির্মীয়মান 'মাদার এন্ড চাইল্ড হাব' সহ একাধিক কাজের অগ্রগতি খতিয়ে দেখেন জেলাশাসক। জেলাশাসক সুমিত গুপ্তা বলেন, 'ডায়মন্ড হারবারের নদীর তীরকে আরও সুন্দরভাবে সাজিয়ে তোলার জন্য বিভিন্ন পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা হল। সেই আলোচনা বাস্তবায়ন করা হবে ধাপে ধাপে।' অন্যদিকে ডায়মন্ড হারবারের তৃণমূল বিধায়ক পান্নালাল হালদার বলেন,'আমাদের সাংসদ কথা দিয়ে কথা রাখেন। তাঁরই উদ্যোগে এবার ডায়মন্ড হারবারকে ঢেলে সাজানো হচ্ছে। রাজ্যের পর্যটন মানচিত্রে আমাদের শহর আরও বড় জায়গা করে নিতে চলেছে।'

সম্পত্তির লোভে যুবতীর গায়ে গরম জল দেওয়ার অভিযোগে গ্রেপ্তার

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: সম্পত্তির লোভে দিদির গায়ে গরম জল ঢেলে দেওয়ার অভিযোগ। গ্রেপ্তার পিসেমশাই ও তাঁর পিসতুতো ভাই। বর্তমানে আশঙ্কাজনক অবস্থায় ভর্তি উত্তরপাড়া স্টেট জেনারেল হাসপাতালে। আহত যুবতীর নাম ঐশ্বর্য আদক। বয়স পঁচিশের আশপাশে। ঘটনায় মদত দেন যুবতীর পিসি ও পিসেমশাই বলে দাবি আহতর বাবা প্রণব আদকের।

প্রণববাবুর অভিযোগ, তাঁকে ও তাঁর মেয়েকে ওই বাড়ি থেকে উৎখাত করতে নানারকম অভিসন্ধি করেন তাঁর বোন-ভগ্নীপতি। ঘটনার দিন তিনি কাজে গিয়েছিলেন। রাত ন'টা নাগাদ বাড়ি ফিরে মেয়ের কাছে জানতে পারেন নির্মমতার কথা। তারপর তাঁর পিসি বোরোলিন লাগিয়ে দেন। পিসেমশাই আবার আইসক্রিম খাওয়াতে নিয়ে যায় যেন ব্যাপারটা এমন কিছুই হয়নি। প্রণববাবু বলেন, 'মেয়েকে দেখে আমি স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছি। ও একটু জড়ো সড়ো। সব কথা গুছিয়ে বলতে পারে না। মানসিক স্বাস্থ্য খারাপ। এমন ভাবে ওর ওপর অত্যাচার হয়েছে এর বিচার চাই।' তবে এই অত্যাচার কিন্তু দীর্ঘদিনের।

প্রণব আদকের অভিযোগ, তাঁর বাবা পান্নালাল আদকের মৃত্যুর আগে বোন ভগ্নিপতি জোর করে তাঁদের বাড়ি নিজেদের নামে লিখিয়ে নেন। তবুও

তাঁরা পৈত্রিক ভিটেতেই থাকেন। আহত যুবতীর বাবা জানিয়েছেন, 'এর আগে একবার আমার মাথায় জল ভর্তি পিতলের বালতি ছাদ থেকে ফেলে দিয়েছিল আমার ভাগ্না। সেটা আমি দেখে ফেলি। কিন্তু অলৌকিক ঘটনা বলে চালানোর চেষ্টা করত। সে যাত্রায় কোনও ভাবে প্রাণে বাঁচি। আমাকে মারতে পারছে না এখন অবলা মেয়েটার ওপর নির্যাতন চলছে। এর বিচার চাই।' কোন্নগর পুরসভার চেয়ারম্যান স্বপন দাস বলেন, 'সম্পত্তির জন্য মানুষ যে এত নির্মম হতে পারে তা দেখে খারাপ লাগছে। ঘটনা যদি সত্যি হয় পুলিশ তার ব্যবস্থা নেবে। অভিযুক্তদের পক্ষে কেউ থাকবে না।'

Tender Notice

Tender is invited from empaneled Architects & Engineers within 14 days of advertisement for sanction of (G+4 storied) HIG building plan at Plot no. AA-IIIG/1744, Premises no.36-0949, New Town from N.K.D.A for Morning

Melody Co-operative Housing Society Ltd.
morningmelodycooperativehsg@gmail.com

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং : [illegible] তারিখ ০৬.০৮.২০২৪। [illegible]

OFFICE OF THE BOARD OF COUNCILORS OF RANAGHAT MUNICIPALITY RANAGHAT, NADIA

NOTICE INVITING E-TENDER

Memo. No. 1228/RM
Date – 07.08.2024
Tender Ref No : WBMAD/ULB/RM/NIT-6e/2024-25/SL1 to SL3
Tender ID : 2024_MAD_729675_1 to 3

Name of the work : i) Supplying, installation & commissioning of 60 nos.9 Mtr. Minimasts with Octagonal Poles & Luminaries within Ranaghat Municipality under Green City Mission. ii) Removing existing luminaries [Sodium, Mercury Vapour Lamps & LED Battens] and S & F of 60 Watt LED Street lights along with allied accessories in different wards within Ranaghat Municipality under Green City Mission. iii) S & F of 45 Watt LED Street lights along with allied accessories in different wards within Ranaghat Municipality under Green City Mission. Last Date Of Submission of Bid : 24.08.2024. Intending bidders may download tender documents and all other Terms and Conditions from the website https://www.wbtenders.gov.in

S/d Chairman
Ranaghat Municipality

UTTARPARA-KOTRUNG MUNICIPALITY

N.I.T. NO.-UKM/002/WW/2024 – 2025, DATED–08.08.2024

1. 250 mm dia and 100 mm dia D.I. pipeline interconnection at Chandlala street and Laxmee street Junction in ward no. 18 & 19
2. 250 mm dia and 100 mm dia D.I. pipe line interconnection at Netaji Subhas Road and Shibtala Street Junction in ward no 16 & 17
3. Supplying and installation 100 mm dia C.I. sluice valve into the existing old water supply pipe line including construction of valve chamber [at Dobapukur off street] in ward no. 04.
4. Supplying, Fitting & Fixing water tank and 40 mm and 25 mm dia PVC pipe line and water supply allied work at Makhla boarding ground in ward no. 20 under U.K.M
5. Construction of small sump room for installation a 1 H.P. mono block pump at Haripukur math under U.K.M
6. Supplying and installation 200 mm dia C.I. sluice valve (including taking out old valve) at Makhla saradapally, Makhla roy para, Makhla 1 no. Govt. Colony etc ward no: 22, 21, 23 under U.K.M. Bid Submission closing Date – 20.08.2024, at 1.00 p.m.

For More Details – Visit www.uttarparamunicipality.in
Sd/- Chairman
Uttarpara-Kotrung Municipality

Memari-II Panchayat Samity
Paharhati, Purba Bardhaman

e-Tender Notice

e-Tender is invited vide **NIT No.: 76/2024-25 & Memo No.: 941, Date: 07.08.2024,** for **04 nos. scheme** under Memari-II Panchayat Samity. Documents download/sell end date (Online) for Bid Submission up to **27.08.2024** for detail information please contact with Memari-II PS office notice board/SAE Section and go through e-Tender site **www.wbtenders.gov.in**

Sd/-
Executive Officer,
Memari-II Panchayat Samity

Office of the
GARAIMARI GRAM PANCHAYAT
Vill & Post. : Garaimari, P.S.: Domkal, Dist- Murshidabad, (W.B)
Under Domkal Block

NIeT No: 08/2024-25 & 09/2024-25 Publishing & Bid Submission Start Date: **6/8/2024 from 1.00 PM.** Bid Submission Closing Date: **13/8/2024 upto 12.00 PM.** Bid Opening Date: **15/8/2024 after 12.00 PM.** Details See In: **www.wbtenders.gov.in**

Sd/- Prodhan
Garaimari Gram Panchayat

NOTICE INVITING TENDER

Sealed tender hereby invited by the undersigned against **N.I.T No – 3/2024-25 -Dated - 05/08/2024**-12 Nos scheme under 15th C.F.C(Untied) Fund. Bid Submission End Date:**13/08/2024 upto 6.00 PM**.Technical Bid Opening Date-**16/08/2024**.Detailed information may be obtained from the office of the undersigned in any working day.

Sd/-Prodhan
Chandpara Gram Panchayat
Gaighata Block,N.24 Pgs.

সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া
Central Bank of India

টেন্ডার নোটিশ

এনআইটি নং : ৫৬৯৪৪ তারিখ : ০৬.০৮.২০২৪

সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া, রিজিওনাল অফিস **দুর্গাপুর অধীন আসানসোল শাখা** প্রেমিসেসে সংস্কার সাধন (আসবাব, বৈদ্যুতিক, ডেটা কেবলিং এবং এয়ার কন্ডিশনিং) এর কাজের জন্য উপযুক্ত টেন্ডারদাতাদের কাছ থেকে **অনলাইন** টেন্ডার আহ্বান করছে। টেন্ডার আহ্বায়ক নোটিশের বিস্তারিত জানতে অনুগ্রহ করে ওয়েবপেজ **http://www.centralbankofindia.co.in/en/active-tender** এবং/বা **https://centralbank.abcprocure.com/EPROC/** দেখতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

টেন্ডার দাখিলের শেষ তারিখ ২৬.০৮.২০২৪ বিকেল ৩ টা পর্যন্ত।

রিজিওনাল হেড
রিজিওনাল অফিস, দুর্গাপুর

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Value of Work
WBMAD/ULB/RSM/17/24-25 Dated 06.08.2024	Construction of pavement road with supporting wall and pond piling work at bosepukur road bye lane at ward no- 16 under Rajpur Sonarpur Municipality	Rs.8,11,528.00

Bid Submission end date: 16.08.2024 at 11-00 hrs. For more information please visit http://www.wbtenders.gov.in

Sd/- E.O.,
Rajpur-Sonarpur Municipality

DUM DUM MUNICIPALITY
44, Dr. Sailen Das Sarani, Kolkata - 700028

"DUM DUM MUNICIPALITY has published in Govt website "wbtenders.gov.in." e_tender for- "Supply / Installation / Commissioning of Two nos of Eliza plate reader with washer and kit under VBD fund" Refer etender for more details. e-NIT No / eTender Ref No: 415/DDM/GEN/24-25 Dtd 06.08.2024 published on 07/08/2024 , Last Date for Dropping Bids is 15.08.2024 and technical bid opening is 17.08.2024.

Sd/-
Chairman
Dum Dum Municipality

Sridharnagar Gram Panchayat
Vill + P.O Raskhalpur, P.S- Gobardhanpur Coastal, Dist. - South 24 Parganas

On behalf of Sridharnagar Gram Panchayat under Patharpratima Block of South 24 Pgs district we invite bids for various kind of work Vide **NIT No. 258/SGP/2024** (Roads & Boundary Wall)**, and 259/SPG/2024** (Tube well), Dated **07/08/2024** within the GP area. The last bid submission date is **17/08/2024 till 2.00 P.M.** For more details visit to our GP office Notice Board or visit **wbtenders.gov.in**

S/d Pradhan,
Sridhanrnagar GP

Shankarpur-I Gram Panchayet
Vill.+P.O.: Shankarpur, P.S.: Baruipur, Dist.: South 24 PGS., Pin-743610

Notice Inviting e-Tender

e-Tender is invited from the experiecned bidders for execution of different development works vide **NIT No.: 01, Memo No.: 191/SGP-I/24-25, Date: 07.08.2024. Scheme- 1 No., NIT No.: 02, Memo No.: 192/SGP-I/24-25, Date: 07.08.2024. Scheme- 2 Nos. Fund : 15th FC (Untied & Tied, 2nd Installment 2023-2024), NIT No.: 03, Memo No.: 193/SGP-I/24-25, Date: 07.08.2024. Scheme- 6 Nos. Fund: 15th FC (Untied, 1st Installment 2024-2025).** Date of publish of Tender: **07.08.2024 from 05:30 PM.** Last Date of Submission: **16.08.2024 upto 02:00 PM.** Date of opening of Tender: **20.08.2024 at 02:00 PM.** For details visit **www.wbtenders.gov.in** & undersigned GP Office.

Sd/-
Prodhan
Shankarpur-I Gram Panchayet

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Value of Work
WBMAD/ULB/RSM/19/24-25 Dated 06.08.2024	Approach Road at D.N Street to Trenching Ground Road in Ward No-18 Under Rajpur-Sonarpur Municipality	Rs.2,58,889.00
WBMAD/ULB/RSM/17/24-25 Dated 06.08.2024	Construction of Concrete Road with Surface Drain infront of Santi Ranjan Das's House to Alok Babu's House at R.N.C in Ward No-21 Under Rajpur-Sonarpur Municipality	Rs.2,58,809.00
WBMAD/ULB/RSM/17/24-25 Dated 06.08.2024	Construction of Concrete Road And Drain at R.N.C bye lane infront of Rahul Roy's House in Ward No- 21 Under Rajpur-Sonarpur Municipality	Rs.2,56,296.00
WBMAD/ULB/RSM/17/24-25 Dated 06.08.2024	Construction of Concrete Road And Drain infront of Dibakar Roy's House to Alok Mondal's House at R.N.C Road in Ward No-21 Under Rajpur-Sonarpur Municipality	Rs.2,87,027.00

Bid Submission end date: 16.08.2024 at 11-00 hrs. For more information please visit http://www.wbtenders.gov.in

Sd/- E.O.,
Rajpur-Sonarpur Municipality

ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া Union Bank of India

দখল বিজ্ঞপ্তি
[রুল-৮(১)]
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

রিজিওনাল অফিস : দুর্গাপুর
বেঙ্গল অম্বুজা, ইউসিপি-২৩, সিটি সেন্টার, পিন - ৭১৩ ২১৬, ফোন : ০৩৪৩-২৫৪৩৯২২

যেহেতু,
ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, অনুমোদিত অফিসার হিসেবে নিম্নস্বাক্ষরকারী ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং তৎসহ পঠিতব্য ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৯ সংস্থান অধীনে **২৭.০৫.২০২৪** তারিখে **ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতা মেসার্স জেমস প্যালেস, স্বত্বাধিকারী - তৌহিদ আহমেদ, শ্রীমতি সাইবুন নিসা** কে নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ **৩৫,৫৩,৩৯৮.৪৬ টাকা** (পঁয়ত্রিশ লাখ তিপান্ন হাজার তিনশ আটানব্বই টাকা এবং ছেচল্লিশ পয়সা) টাকা ২৩.০৫.২০২৪ পর্যন্ত চুক্তি মোতাবেক হারে সুদ সহ এবং উল্লিখিত সুদ সহ আদায়দান সাপেক্ষ।

ঋণগ্রহীতা উক্ত বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণের প্রতি অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে **০৬.০৮.২০২৪** তারিখে নিম্নোক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন।

ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা/বন্ধকদাতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেন **ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, ধাদকা রোড শাখা** নিকট বকেয়া **৩৫,৫৩,৩৯৮.৪৬ টাকা** (পঁয়ত্রিশ লাখ তিপান্ন হাজার তিনশ আটানব্বই টাকা এবং ছেচল্লিশ পয়সা) টাকা ২৩.০৫.২০২৪ পর্যন্ত চুক্তি মোতাবেক হারে সুদ সহ আদায়দান সাপেক্ষ।

ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

জামিনদত্ত সম্পদের বিবরণ : সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি জমি এবং ভবন অবস্থিত মৌজা : শীতলা, জেএল নং ২১, লেআউট প্লট নং এ ই-১৩, আরএস প্লট নং ৬৪৮(অংশ) আসানসোল পুরসভা অধীন, জেলা : পশ্চিম বর্ধমান, তৌজি নং ১৯, (মানভূম) এবং থানা : আসানসোল উত্তর, এরিয়া : ২ কাঠা ৮ ছটাক। **চৌহদ্দি :** উত্তরে : লেআউট প্লট নং এ ই/১৪, দক্ষিণে : লেআউট প্লট নং এ ই/১২, পূর্বে : ৪০ ফুট চওড়া সড়ক, পশ্চিমে : লেআউট প্লট নং এই/১০।

তারিখ - ০৬.০৮.২০২৪ অনুমোদিত অফিসার
স্থান - আসানসোল ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

SBI
এসবিআই কাটাবাগান ব্রাঞ্চ (০৭১৪৭)
ভাকুরি, পো - চলতিয়া, জেলা - মুর্শিদাবাদ (পব), পিন - ৭৪২৪০৭
ইমেল : sbi.07147@sbi.co.in

পরিশিষ্ট - IV [রুল-৮(১)]
দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

Loan A/c No.-11694442801 (সুবিধার ধরন - এইচটিএল)

যেহেতু
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, অনুমোদিত অফিসার হিসেবে নিম্নস্বাক্ষরকারী ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং তৎসহ পঠিতব্য ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে **০৩.০৫.২০২৪** তারিখে প্রয়াত ঋণগ্রহীতা **চঞ্চল কুমার দাস-এর আইনি উত্তরাধিকারীগণ (১) রীনা দাস স্বামী প্রয়াত চঞ্চল কুমার দাস (২) কৃষ্ণা রায়, পিতা প্রয়াত চঞ্চল কুমার দাস (৩) নমিতা দাস পিতা প্রয়াত চঞ্চল কুমার দাস (৪) পুনিতা মাহাত, পিতা প্রয়াত চঞ্চল কুমার দাস (৫) কৃষ্ণ গোপাল দাস, পিতা প্রয়াত চঞ্চল কুমার দাস, সকলের ঠিকানা ২০/১, কিশান ঘোষ লেন, পো. এবং থানা - বহরমপুর, জেলা - মুর্শিদাবাদ, পিন - ৭৪২১০১ এবং জামিনদাতা নজরুল ইসলাম খান, পিতা প্রয়াত বিজয় খান, গ্রাম - নতুনগ্রাম, পো. তালগাছি, থানা এবং জেলা - মুর্শিদাবাদ** কে নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ ৪,৫২,২৫৯.০০ **টাকা (চার লাখ বাহান্ন হাজার দুশো উনষাট টাকা) টাকা ২০.০৪.২০২৪ অনুযায়ী** পরবর্তী সুদ সহ নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দান সাপেক্ষ।

আইনি উত্তরাধিকারীগণ/জামিনদাতা উক্ত বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় আইনি উত্তরাধিকারীগণ/জামিনদাতা এবং সাধারণের প্রতি অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে **৬ আগস্ট ২০২৪ তারিখে** নিম্নোক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন।

আইনি উত্তরাধিকারীগণ/জামিনদাতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেন **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, কাটাবাগান শাখার** নিকট বকেয়া **৪,৫২,২৫৯.০০ টাকা (চার লাখ বাহান্ন হাজার দুশো উনষাট টাকা) টাকা ২০.০৪.২০২৪ অনুযায়ী** এবং পরবর্তী সুদ সহ ২১.০৪.২০২৪ থেকে ব্যয় ইত্যাদি সহ আদায়দান সাপেক্ষ।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

সম্পত্তির স্বত্বাধিকারী : চঞ্চল কুমার দাস (প্রয়াত)।
জেলা : মুর্শিদাবাদ, থানা : বহরমপুর, মৌজা : কাঁটানগর, জেএল নং ৯৮, এডিএসআর -সদর জেলা মুর্শিদাবাদ। বিক্রয় দলিল নং ২৮১৫-২০০৫ সালের, ভল্যুম নং ৭৬, পৃষ্ঠা ১১৯ থেকে ১২৬ , বুক নং ১, হোল্ডিং নং ৪৮/৩/১৮ কাঁটানগর রোড, থেকে বহরমপুর পরিসভা পর্যন্ত। **খতিয়ান নং** আরএস ৮৪, এলআর ২৯০, **প্লট নং** আরএস ১৫, ১৫/১১৩, এলআর -৯২, **শ্রেণি :** বাড়ি, **এরিয়া :** ০.০১৮৭ একর।
চৌহদ্দি : উত্তরে : ভূষণ হাজরার খালি জমি; **দক্ষিণে :** অন্যান্যর খালি জমি; **পূর্বে :** ১০ ফুট চওড়া সড়ক; **পশ্চিমে :** স্বপন হাজরার ভবন।

তারিখ - ০৬.০৮.২০২৪ অনুমোদিত অফিসার,
স্থান - বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

ekdin_page_8_Layout 1 8/7/2024 10:52 PM Page 1

সোনার লড়াই থেকে বাতিল বিনেশ! কুস্তিগিরের ওজন বেশি ১০০ গ্রাম

নিজস্ব প্রতিনিধি: প্যারিস অলিম্পিক্সে বড় ধাক্কা খেলেন বিনেশ ফোগাট। তাঁকে ফাইনালে খেলতে দেওয়া হবে না। মহিলাদের ৫০ কেজি বিভাগের ফাইনালে উঠেছিলেন বিনেশ। কিন্তু বুধবার সকালে তাঁর ওজন মাপা হয়। সেখানে দেখা যায় ১০০ গ্রাম বেশি ওজন রয়েছে তাঁর। সেই কারণে বিনেশকে ফাইনালে নামতে দেওয়া হবে না।

ইন্ডিয়ান অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশন এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, ''অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে ভারতীয় দলের পক্ষ থেকে জানানো হচ্ছে যে, কুস্তিতে মহিলাদের ৫০ কেজির ফাইনাল থেকে বিনেশ ফোগাট বাতিল হয়ে গিয়েছে। ভারতীয় দলের পক্ষ থেকে সারা রাত ধরে চেষ্টা করা হয়েছিল বাড়তি ওজন কমানোর। কিন্তু আজ সকালে ৫০ কেজির থেকে কিছু গ্রাম বেশি ওজন হয়েছে ওর। এখনই ভারতীয় দলের পক্ষ থেকে এর বেশি কিছু জানানো হবে না।''

কুস্তিতে ৫০ কেজি বিভাগ বিনেশের ইভেন্টই নয়। তাঁর আসল ইভেন্ট ৫৩ কেজি বিভাগ। কিন্তু দিল্লির রাস্তায় আন্দোলনে সামিল হওয়া বিনেশ ৫৩ কেজির ট্রায়ালে যেতেই পারেননি। তাঁর বদলে অলিম্পিক্সের ৫৩ কেজি বিভাগে যোগ্যতা অর্জন করেন অন্তিম পাঙ্ঘাল। যিনি বুধবার অলিম্পিক্সে নামবেন। বিনেশকে তার পর বলা হয়েছিল, তিনি যদি ট্রায়ালে পাঙ্ঘালকে হারাতে পারেন, তা হলে তাঁকে পছন্দের ৫৩ কেজিতে নামতে দেওয়া হবে। কিন্তু কুস্তি থেকে দূরে থাকার জন্য স্বাভাবিক ভাবেই বিনেশ সেই ট্রায়ালে হেরে যান। শেষ পর্যন্ত তাঁকে বেছে নিতে হয়েছিল ৫০ কেজি বিভাগ।

এ বারও প্রথম থেকে তাঁকে পছন্দের ৫৩ কেজি বিভাগে

অংশগ্রহণে বাধা দিয়েছিলেন ফেডারেশন কর্তাদের একাংশ। তবু দমে যাননি বিনেশ। নিজেকে তৈরি করেছেন ৫০ কেজি বিভাগের জন্য। শরীরের ওজন ৩ কিলোগ্রাম কমাতে হয়েছে সক্ষমতা অটুট রেখে। সে জন্য বদলাতে হয়েছে খাদ্যাভ্যাস।

আন্দোলনের জন্য দীর্ঘ দিন অনুশীলনের মধ্যে ছিলেন না। খেলোয়াড়দের জীবনের অনুশাসনের মধ্যে রাখতে পারেননি নিজেকে। সেই খামতিও মেটাতে হয়েছে বাড়তি অনুশীলন করে।

মঙ্গলবার ফাইনালে ওঠার পথে গত বারের সোনাজয়ী ইউ সুসাকিকে প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে হারিয়েছিলেন বিনেশ। পরের ম্যাচে ইউক্রেনের ওকসানা লিভাচকে ৭-৫ পয়েন্টে হারিয়ে সেমিফাইনালে উঠেছিলেন তিনি। সেমিফাইনালে কিউবার গুজমান লোপেজকে হারিয়েছিলেন বিনেশ।

‘গাফিলতির দায় বিনেশকেও নিতে হবে’, অন্য সুর সাইনার

নিজস্ব প্রতিনিধি: বুধবার সকাল থেকে বিনেশ ফোগাটকে নিয়ে উত্তাল দেশ। ১০০ গ্রাম ওজন বেশি হওয়ায় অলিম্পিক্স থেকে বাতিল করা হয়েছে বিনেশকে। ভারতীয় কুস্তিগিরের পাশে দাঁড়িয়েছেন অন্য ক্রীড়াবিদেরা। তার মধ্যেই অন্য সুর শোনা গিয়েছে সাইনা নেহওয়ালের গলায়। অলিম্পিক্সে পদকজয়ী সাইনা মনে করেন, বিনেশেরও গাফিলতি ছিল। তিনি অলিম্পিক্সের নিয়ম জানতেন। তাই বাতিল হওয়ার দায় তাঁকেও নিতে হবে।

বিনেশকে নিয়ে সংবাদমাধ্যমে সাইনা বলেন, তসাধারণত এই পর্যায়ে এই ধরনের ভুল হয় না। কী ভাবে সেটা হল তা নিয়ে প্রশ্ন ওঠা উচিত। কারণ, বিনেশের দলে কোচ, ফিজিয়ো, ট্রেনার ছিল। তার পরেও কী ভাবে এই ভুলটা হল? আমার নিজেরই খারাপ লাগছে।

তার পরেই সাইনা প্রশ্ন তুলেছেন বিনেশের ভূমিকা নিয়ে। প্যারিস তাঁর তৃতীয় অলিম্পিক্স। অর্থাৎ, দু'বার অলিম্পিক্সে খেলার অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। তার পরেও কী ভাবে এই ভুল তিনি করেছেন সেই প্রশ্ন করছেন সাইনা। তিনি বলেন, তএমন নয় যে বিনেশ প্রথম অলিম্পিক্সে খেলছে। এটা ওর তৃতীয় অলিম্পিক্স। ও নিশ্চয়ই নিয়ম জানে। তা হলে এই পর্যায়ে এত বড় ভুল কী ভাবে হল? আমি কোনও দিন শুনিনি ওজন বেড়ে যাওয়ায় কোনও কুস্তিগিরকে বাতিল করা হয়েছে। বিনেশ অভিজ্ঞ খেলোয়াড়। তার পরেও এটা হল। তা হলে এই ভুলের দায় বিনেশকেও নিতে হবে। এত বড় ম্যাচের আগে এই ভুল হওয়া উচিত নয়।

ভারতীয় দলের চিফ মেডিক্যাল অফিসার দীনশ পারদিওয়ালা জানিয়েছেন, বিনেশের ওজন কমানোর সব রকম চেষ্টা করেছিলেন তাঁরা। কিন্তু পারেননি। এই বিষয়ে বিনেশকে আরও সতর্ক থাকতে হত বলে মনে করেন সাইনা। তিনি বলেন, তবিনেশ এশিয়ান গেমস ও কমনওয়েলথ গেমসে সোনা জিতেছে। ফাইনাল খেলার অভিজ্ঞতা আছে ওর। এই ধরনের বড় ম্যাচের আগে খেলোয়াড়দের নিজের ওজন নিয়ে বেশি সতর্ক থাকতে হয়। তাই কেন এই ভুল হল তার উত্তর একমাত্র বিনেশ বা ওর কোচ দিতে পারবে। কিন্তু আমি খুব হতাশ হয়েছি। একটা পদক নিশ্চিত ছিল। সেটা হল না।দ

ওজন কমানোর জন্য সারা রাত পরিশ্রম করেছিলেন বিনেশ। সকালে তাঁকে বাতিল করার পরে অসুস্থ হয়ে পড়েন তিনি। শরীরে জলের ঘাটতি ছিল। ফলে তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যান ভারতীয় অলিম্পিক্স সংস্থার প্রধান পিটি উষা।

বিনেশ বিতর্কে অবস্থান স্পষ্ট করলেন বিশ্ব কুস্তি সংস্থার প্রধান, কেন গ্রাহ্য হল না ভারতের আবেদন?

নিজস্ব প্রতিনিধি: নিয়ম সবার জন্য সমান। নিয়মের বাইরে যাওয়া সম্ভব নয়। অলিম্পিক্সের ফাইনাল থেকে বিনেশ ফোগাটের বাতিল হয়ে যাওয়া প্রসঙ্গে এমনই জানিয়েছেন ইউনাইটেড ওয়ার্ল্ড রেসলিংয়ের (ইউডব্লিউডব্লিউ) সভাপতি নেনাদ লালোভিচ। এই ঘটনার জন্য দুঃখ প্রকাশ করেছেন সার্বিয়ার কুস্তিকর্তা।

বুধবার রাতে মহিলাদের কুস্তির ৫০ কেজি বিভাগের সোনার পদকের জন্য লড়াই করার কথা ছিল। মাত্র ১০০ গ্রামের জন্য তাঁকে প্রতিযোগিতা থেকেই বাতিল করে দেওয়া হয়েছে এ দিন সকালে। ৫০ কেজি বিভাগে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য অনুমোদিত ওজনের থেকে বিনেশের ১০০ গ্রাম বেশি ছিল। নিয়ম অনুযায়ী, বিনেশকে প্রতিযোগিতা থেকে বাতিল করা হয়েছে।

এ প্রসঙ্গে লালোভিচ বলেছেন, ''আমাদের সকলের উচিত নিয়মকে মান্য করা। যা ঘটেছে, তা অত্যন্ত দুঃখজনক। বিনেশের জন্য আমারও খারাপ লাগছে। ওর ওজন সামান্য বেশি ছিল। কিন্তু নিয়ম তো নিয়মই। সব কিছুই পরিষ্কার। সবার সামনে সব কিছু হয়েছে। সেখানে অন্য খেলোয়াড়েরাও ছিল। অনুমোদিত ওজন বজায় রাখতে ব্যর্থ এক জনকে কী করে অনুমতি দেওয়া যায়? প্রতিযোগিতা নিয়ম অনুযায়ী চলবে।''

বিনেশ ফাইনালে উঠেছিলেন সব নিয়ম মেনেই। তা হলে কি তাঁকে অন্তত রুপোর পদক দেওয়া যায় না? লালোভিচ বলেছেন, ''অসম্ভব। এ ভাবে পদক দেওয়ার কোনও সুযোগ নেই। ওজনের জন্য ও অন্য ক্যাটেগরিতে চলে যাচ্ছে। আমরা কেউ নিয়মের বাইরে যেতে পারি না।

সবাইকে এক নিয়ম মেনে চলতে হয়। এ রকম ক্ষেত্রে সকলেই একটা শেষ চেষ্টা করে। ভারতও আবেদন করেছে। কিন্তু তাতে কিছু বদল হওয়া সম্ভব নয়।''

ইউডব্লিউডব্লিউ কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন, তাঁরা কঠোর ভাবে নিয়ম মেনে চলেন। বিষয়টি কারও অজানা নয়। কেউ যাতে বাড়তি সুবিধা না পান, তা নিশ্চিত করা এবং স্বচ্ছ ভাবে প্রতিযোগিতা চালিয়ে নিয়ে যাওয়াই তাঁদের লক্ষ্য। বিনেশের ঘটনাটি অত্যন্ত দুঃখজনক হলেও কিছু করার নেই।

একা বিনেশ নন, ওজন বেশি থাকায় বাতিল পাঁচ কুস্তিগির

নিজস্ব প্রতিনিধি: ফাইনাল খেলা হয়নি বিনেশ ফোগাটের। সোনা জেতার সুযোগ হাতছাড়া হয়েছে। ওজন বেশি থাকায় প্যারিস অলিম্পিক্স থেকে বাতিল হয়েছেন বিনেশ। তবে শুধু বিনেশ নন, আরও চার জন কুস্তিগির ওজন বেশি থাকায় এ বারের অলিম্পিক্স থেকে বাতিল হয়েছেন।

বাতিল পাঁচ কুস্তিগির;

১) বিনেশ ফোগাট (ভারত) ; বুধবার মহিলাদের ৫০ কেজি বিভাগে ফাইনাল খেলার কথা ছিল বিনেশের। কিন্তু সকালে ওজন করতে গিয়ে দেখা যায়, ১০০ গ্রাম ওজন বেশি হচ্ছে তাঁর। ফলে বাতিল করা হয় বিনেশকে। একটি পদক নিশ্চিত ছিল তাঁর। সোনাও জিততে পারতেন। কিন্তু পারলেন না। পরে অসুস্থ হয়ে পড়ায় হাসপাতালেও ভর্তি করতে হয় ভারতীয় কুস্তিগিরকে।

২) ইমানুয়েলা লিউজ্জি (ইটালি) ; ওজন বেশি থাকায় বাতিল হয়েছেন ইটালির কুস্তিগির ইমানুয়েলা। ৫০ কেজি বিভাগেই নামার কথা ছিল তাঁর। প্যারিসে যাওয়ার পরে প্রথম রাউন্ডে উত্তর কোরিয়ার কিম সোনহিয়াংয়ের বিরুদ্ধে নামার আগেই ওজন বেশি থাকায় বাতিল করা হয় তাঁকে।

৩) মেসাউদ রেদৌয়ানে দ্রিস (আলজেরিয়া); ইজরায়েলের তোহর বুতবুলের বিরুদ্ধে খেলতে নামার আগে ধরা পড়ে যে প্রায় ৪০০ গ্রাম ওজন বেশি আলজেরিয়ার দ্রিসের। সেই কারণে তাঁকে বাতিল করা হয়।

৪) বাতিরবেক সাকুলোভ (স্লোভাকিয়া) ; পুরুষদের ৬৫ কেজি বিভাগে নামার কথা ছিল তাঁর। কিন্তু ম্যাচের আগে তাঁর ওজন বেশি ছিল। সেই কারণে বাতিল হন তিনি।

৫) ড্যানিলা সেমেনোভ (রাশিয়া) ; পুরুষদের ৮০-৯২ কেজি বিভাগে নামার কথা ছিল তাঁর। কিন্তু ড্যানিলার ওজন বেশি থাকায় বাতিল করা হয় তাঁকে।

২৭ বছর পর ভারতের বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজ জয় শ্রীলঙ্কার

নিজস্ব প্রতিনিধি: ১ উইকেটে ১৭১ রান থেকে ৫০ ওভার শেষে ৭ উইকেট হারিয়ে ২৪৮ রান;শ্রীলঙ্কা নিশ্চয়ই আফসোস করেছে আরও বড় স্কোর গড়তে না পারায়। তবে কলম্বোয় সিরিজের তৃতীয় ও শেষ ম্যাচটি স্বাগতিকেরা জিতেছে ১১০ রানের বড় ব্যবধানে। তাতে নিজেদের ইতিহাসে মাত্র দ্বিতীয় ও ১৯৯৭ সালের পর প্রথমবার দ্বিপক্ষীয় ওয়ানডে সিরিজে ভারতকে ২-০ ব্যবধানে হারিয়েছে লঙ্কানরা।

এক সময় দুদল নিয়মিতই খেলত দ্বিপক্ষীয় সিরিজ, তবে সাম্প্রতিক সময়ে সেটি কমে এসেছে বেশ। সব মিলিয়ে দুদলের এটি ছিল ২১তম দ্বিপক্ষীয় সিরিজ। এর আগে শ্রীলঙ্কা জিতেছিল মাত্র দুবার;১৯৯৩ ও ১৯৯৭ সালে। সিরিজ ড্র হয়েছে তিন বার।

প্রথম ম্যাচ টাই হওয়ার পর দ্বিতীয় ম্যাচে নাটকীয় জয় পায় শ্রীলঙ্কা। শেষ ম্যাচে ব্যাটিংয়ে তাদের শুরুটা হয় বেশ ভালো। পাতুম নিশাঙ্কা ও আভিস্কা ফার্নান্ডোর ওপেনিং জুটিতেই আসে ৮৯ রান। ৬৫ বলে ৪৫ রান করে নিশাঙ্কা ফেরার পর কুশল মেন্ডিসের সঙ্গে আভিস্কার জুটিতে আসে আরও ৮২ রান।

এরপরই শ্রীলঙ্কা ইনিংসে নামে ধস। ২৮ রানের মধ্যে ৫ উইকেট হারিয়ে বসে তারা। যার শুরুটা হয় আভিস্কার উইকেট দিয়ে। অভিষিক্ত রিয়ান পরাগের বলে সেঞ্চুরি থেকে ৪ রান দূরে এলবিডব্লু হন তিনি। একদিকে কুশল মেন্ডিস (৮২ বলে ৫৯) অবশ্য টিকে ছিলেন, আরেক মেন্ডিস, কামিন্দুর সঙ্গে শ্রীলঙ্কাকে ২৫০-এর কাছে নিয়ে যান। কামিন্দু করেন ১৯ বলে ২৩ রান। পরাগ নেন ৩ উইকেট।

ভারতের রান তাড়ায় আরেকবার ঝোড়ো শুরু করেন রোহিত শর্মা, তবে অন্যদিকে ধীর গতির ছিলেন শুবমান গিল। পঞ্চম ওভারের তৃতীয় বলে তিনি যখন আউট হন, ভারত তার আগেই তুলে ফেলে ৩৭ রান। রোহিতও বেশিক্ষণ থাকেননি আর। ভারত এরপর উইকেট হারিয়েছে নিয়মিত। টপ অর্ডারে কেউ স্কোর বড় করতে পারেননি, মিডল অর্ডারেও দাঁড়াতে পারেননি কেউ। রোহিতের ২০ বলে ৩৫ রানই হয়ে থেকেছে ভারতের ইনিংসে সর্বোচ্চ স্কোর।

আগের ম্যাচে ভারতের মূল ক্ষতিটা করেছিলেন জেফরি ভ্যান্ডারসে, এবার দুনিত ভেল্লালাগের কবলে পড়ে দলটি। ২১ বছর বয়সী বাঁহাতি স্পিনার ২৭ রানে নেন ৫ উইকেট, আউট করেন রোহিত-বিরাট কোহলি দুজনকেই। কুলদীপ যাদবকে এলবিডব্লু করে শ্রীলঙ্কার জয় ও নিজের ৫ উইকেট নিশ্চিত করেন তিনি। ভারতের রিভিউ বাকি থাকলে সে উইকেট না-ও পেতে পারতেন ভেল্লালাগে, তবে তাতে আসলে শেষ পর্যন্ত কিছু যায় আসতও না।

সংক্ষিপ্ত স্কোর

শ্রীলঙ্কা ৫০ ওভারে ২৪৮/৭ (আভিস্কা ৯৬, কুশল ৫৯, নিশাঙ্কা ৪৫; পরাগ ৩/৫৪, সুন্দর ১/২৯, কুলদীপ ১/৩৬)।

ভারত ২৬.১ ওভারে ১৩৮ (রোহিত ৩৫, সুন্দর ৩০, কোহলি ২০; ভেল্লালাগে ৫/২৭, ভ্যান্ডারসে ২/৩৪, তিকশানা ২/৪৫)।

ফল শ্রীলঙ্কা ১১০ রানে জয়ী।

সিরিজ তিন ম্যাচে সিরিজে শ্রীলঙ্কা ২-০-তে জয়ী

‘জিব্রাল্টার স্প্যানিশ’ বলায় মোরাতা-রদ্রির শাস্তি

নিজস্ব প্রতিনিধি: ‘জিব্রাল্টার স্প্যানিশ’ বলে ফেঁসে গেলেন স্পেন ফুটবল দলের অধিনায়ক আলভারো মোরাতা ও মিডফিল্ডার রদ্রি। ইউরোপীয় ফুটবলের নিয়ন্ত্রক সংস্থা উয়েফা দুজনকে এক ম্যাচের জন্য নিষিদ্ধ করেছে।

স্পেনের দক্ষিণে ভূমধ্যসাগরের প্রবেশপথে অবস্থিত জিব্রাল্টার যুক্তরাজ্যের ভূমি। গত ১৫ জুলাই স্পেনের ফুটবল দল ইউরো জয়ের উদ্‌যাপনের মধ্যে ‘জিব্রাল্টার ইজ স্প্যানিশ’ বলে স্লোগান ধরেছিলেন মোরাতা ও রদ্রি।

দুই স্প্যানিশ ফুটবলার জিব্রাল্টার স্প্যানিশ বলার পর উয়েফার কাছে আনুষ্ঠানিক অভিযোগ করেছিল জিব্রাল্টার ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন (জিএফএ)। তাঁদের বিরুদ্ধে ‘সাধারণ প্রতিপালনীয় আচরণ, শোভন আচরণের নীতিমালা ভঙ্গ, খেলাধুলার অনুষ্ঠানকে খেলাবিহীন প্রচারণার কাজে ব্যবহার, এবং ফুটবল, বিশেষ করে উয়েফার সম্মানহানি’ ধারায় অভিযোগ গঠন করে উয়েফা।

আজ অভিযোগের নিষ্পত্তি করে মোরাতা ও রদ্রির বিরুদ্ধে শাস্তির ঘোষণা দেয় মহাদেশীয় ফুটবল কর্তৃপক্ষ। আগামী ৫ সেপ্টেম্বর সার্বিয়ার বিপক্ষে খেলার কথা আছে স্পেনের। ম্যাচটিতে মোরাতা, রদ্রিরা খেলতে পারবেন না। বর্তমানে রদ্রি ইংলিশ ক্লাব ম্যানচেস্টার সিটি এবং মোরাতা ইতালিয়ান ক্লাব এসি মিলান নিয়ে ব্যস্ত। ২.৬ বর্গকিলোমিটার আয়তন ও ৩৪ হাজার জনসংখ্যার জিব্রাল্টার ২০০ বছরের বেশি সময় ধরে যুক্তরাজ্যের অধীন। ১৭১৩ সালে একটি যুদ্ধের পর ভূখণ্ডটি যুক্তরাজ্যকে হস্তান্তর করে স্পেন। পরবর্তী সময়ে স্পেন জিব্রাল্টারকে ফেরত দিতে বললে সেখানে গণভোটের আয়োজন করা হয়। দুই দফার গণভোটেই জিব্রাল্টারের মানুষ যুক্তরাজ্যের অংশ হয়ে থাকার পক্ষে মত দেয়। জিব্রাল্টার ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন ২০১৩ সালে উয়েফার সদস্যপদ লাভ করে।

অলিম্পিককে কোকাকোলার সঙ্গ ছাড়তে বললেন স্বাস্থ্যবিশেষজ্ঞরা

নিজস্ব প্রতিনিধি: কোমল পানীয় প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠান কোকাকোলার সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদের জন্য প্যারিস অলিম্পিকের আয়োজকদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন দুজন স্বাস্থ্যবিশেষজ্ঞ। তাঁদের যুক্তি, অলিম্পিকের সঙ্গে বিশাল অঙ্কের স্পনসর চুক্তির মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠানটি নিজেদের চিনিসমৃদ্ধ অস্বাস্থ্যকর পানীয়কে ‘স্পোর্টসওয়াশ’ করছে।

স্পোর্টসওয়াশ; শব্দটি সাম্প্রতিক সময়ে খেলাধুলার জগতে বেশ আলোচিত। কোনো ব্যক্তি, জাতি, গোষ্ঠী, প্রতিষ্ঠান বা যে কেউ যখন খেলাধুলাকে ব্যবহার করে নিজেদের ইমেজ পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করে, তখন তাকে ‘স্পোর্টসওয়াশ’ বলা হয়। প্যারিস অলিম্পিকের ইভেন্টগুলোয় কোকাকোলার বিজ্ঞাপন সর্বত্রই দেখা যাচ্ছে। প্রতিষ্ঠানটি ১৯২৮ সাল থেকে অলিম্পিকের স্পনসর।

বৈশ্বিক স্বাস্থ্য গোষ্ঠী ‘ভাইটাল স্ট্র্যাটেজিস’,এর দুই বিশেষজ্ঞ ট্রিশ কটার ও সান্দ্রা মুলিনের যুক্তি, কোকাকোলার চিনিসমৃদ্ধ পানীয়তে পুষ্টি ‘খুবই কম কিংবা নেই’। এমন অস্বাস্থ্যকর পানীয়র খেলাধুলায় কোনো জায়গা নেই বলেই মনে করেন তাঁরা। বিএমজে গ্লোবাল হেলথ জার্নালে লেখা নিবন্ধে তাঁরা দাবি করেন, বৈশ্বিকভাবে মানুষের গুরুতর স্বাস্থ্যগত সমস্যার মূলে রয়েছে চিনিসমৃদ্ধ এই পানীয়। এতে স্থূলতা, ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ থেকে হৃদ্‌যন্ত্রের সমস্যাও হতে পারে।

দুই বিশেষজ্ঞ আরও বলেন, বিশ্বব্যাপী প্লাস্টিক থেকে সৃষ্টি হওয়া দূষণেও দায় রয়েছে কোকাকোলার। এ ছাড়া গ্রিনহাউজ গ্যাস নির্গমন এবং প্রচুর পানির ব্যবহারের জন্যও কোকাকোলাকে অভিযুক্ত করেছেন তাঁরা। নিবন্ধে তাঁরা লিখেছেন, ‘কোকাকোলার সঙ্গে সম্পৃক্ততা ধরে রেখে অলিম্পিক মুভমেন্ট বৈশ্বিক পুষ্টিহীনতা, পরিবেশগত বিপর্যয় ও জলবায়ু পাল্টানোয় অবৈধ কাজের সহযোগী হিসেবে ভূমিকা রাখার ঝুঁকি নিচ্ছে। অ্যাথলেট, দর্শক এবং এই গ্রহের কথা ভেবে কোকাকোলার সঙ্গে আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটির (আইওসি) সম্পর্কচ্ছেদের এখনই সময়।’

কোকাকোলা এ বিষয়ে বার্তা সংস্থা এএফপির কাছে কোনো মন্তব্য করেনি।

২০২০ সালে অলিম্পিকের সঙ্গে পথচলার মেয়াদ বাড়াতে ৩ বিলিয়ন ডলার মূল্যের যৌথ চুক্তি করে। এই চুক্তির মেয়াদ ২০৩২ সাল পর্যন্ত।

কটার ও মুলিন জানিয়েছেন, গত বছর অন্য যেকোনো ব্র্যান্ডের তুলনায় বেশি খেলাধুলাসম্পর্কিত স্পনসরশিপ চুক্তি করেছে কোকাকোলা। খেলাধুলার সরঞ্জাম প্রস্তুতকারক বিশ্বখ্যাত প্রতিষ্ঠান নাইকিও তাদের সঙ্গে এই প্রতিযোগিতায় টিকতে পারেনি। দুই বিশেষজ্ঞের নিবন্ধে এ বিষয়ে লেখা হয়েছে, ‘এই কৌশল একটি অস্বাস্থ্যকর পণ্যের তস্পোর্টসওয়াশদ এর মাধ্যমে সোনার পদক জয়ের সুযোগ।’

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ডব্লিউএইচও) চিনিজাত বিভিন্ন পানীয়ের ওপর কর আরোপের আহ্বান জানিয়েছে দেশগুলোর প্রতি। প্যারিস অলিম্পিক শুরুর আগে ‘কিক বিগ সোডা আউট অব স্পোর্ট’ নামে একটি পিটিশন চালু করা হয়েছিল। সেখানে এই দাবির পক্ষে ১ লাখ ৯ হাজারের বেশি সই পড়েছে। ওয়ার্ল্ড ওবেসিটি ফাউন্ডেশনসহ আরও কিছু স্বাস্থ্যকেন্দ্রীক প্রতিষ্ঠান এই পিটিশনের পক্ষে দাঁড়িয়েছিল।

ম্যাচ রেফারি মাদুগালের অনন্য রেকর্ড

নিজস্ব প্রতিনিধি: প্রথম ম্যাচ রেফারি হিসেবে ৪০০ ওয়ানডে পরিচালনার রেকর্ড গড়লেন রঞ্জন মাদুগালে। কলম্বোয় ভারতের বিপক্ষে শ্রীলঙ্কার সিরিজের তৃতীয় ওয়ানডেতে অনন্য এ রেকর্ড গড়লেন এ শ্রীলঙ্কান।

শ্রীলঙ্কার হয়ে ২১টি টেস্ট ও ৬৩টি ওয়ানডে খেলা মাদুগালের আইসিসির ম্যাচ রেফারি হিসেবে অভিষেক ১৯৯৩ সালের ১ ডিসেম্বর। সে মাসেই পাকিস্তান ও জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে ওয়ানডে ম্যাচ দিয়ে এ সংস্করণেও অভিষেক হয় তাঁর। বেশ কিছু দিন ধরেই ওয়ানডেতে সর্বোচ্চ ম্যাচ রেফারির দায়িত্ব পালনের রেকর্ডটি মাদুগালের।

৪০০টি ওয়ানডের পাশাপাশি ক্যারিয়ারে এখন পর্যন্ত ২১৬টি টেস্ট ম্যাচ পরিচালনা করেছেন ৬৫ বছর বয়সী মাদুগালে। আর কেউ ১৩০টি ম্যাচও পরিচালনা করেননি। একসময় আইসিসির প্রথম প্রধান ম্যাচ রেফারির দায়িত্বেও ছিলেন তিনি, যদিও পরে সে পদ বিলুপ্ত করে আইসিসি। এখন আইসিসির এলিট প্যানেলের সদস্য তিনি।

আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে অবশ্য সর্বোচ্চ পরিচালনা করা ম্যাচের সংখ্যার দিক দিয়ে দুইয়ে আছেন মাদুগালে (১৬৩)। তাঁর ওপর নিউজিল্যান্ডের জেফ ক্রো, যিনি পরিচালনা করেছেন ১৮৬টি আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টি।

সর্বোচ্চ ওয়ানডে পরিচালনা করা ম্যাচ রেফারি

ম্যাচ রেফারি	ওয়ানডে
রঞ্জন মাদুগালে (শ্রীলঙ্কা)	৪০০
ক্রিস ব্রড (ইংল্যান্ড)	৩৬১
জেফ ক্রো (নিউজিল্যান্ড)	৩২৯
জাভাগাল শ্রীনাথ (ভারত)	২৬৮
অ্যান্ডি পাইক্রফট (জিম্বাবুয়ে)	২২৮

রেকর্ড গড়ার দিনে মাদুগালেকে সম্মান জানিয়ে আইসিসির এলিট প্যানেলের আম্পায়ার ও পরবর্তী সময় আম্পায়ারদের পারফরম্যান্স ও ট্রেনিং ম্যানেজার সাইমন টউফেল বলেছেন, ‘রঞ্জনের দীর্ঘস্থায়িত্ব অসাধারণ। আমার আন্তর্জাতিক আম্পায়ারিং ক্যারিয়ারের শুরু এবং শেষে ছিল সে।’

টউফেল আরও বলেন, ‘সে শ্রীলঙ্কা, আইসিসি এবং ক্রিকেট খেলার জন্য গুরুত্ব ও স্বচ্ছতার সঙ্গে সেবা করে গেছে। এই মাইলফলক তার নিবেদন ও দায়বদ্ধতার ব্যাপারটিই তুলে আনে। আমি তার ও আম্পায়ারদের জন্য একটি সফল ম্যাচ হবে, এ কামনা জানাই।’

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত। **RNI No. WBBEN/2006/17404,** ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**